১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ২৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১৬ শাবান, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ ইহসান, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ জুন, ২০১৪ ঈসাব্দ

ঘানার ইকরাফু'তে অবস্থিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম মসজিদ।
এই মসজিদে ৭৫০ জন মুসল্লি
একসাথে নামায আদায় করতে পারেন।

৩৯তম জলসা সালানা- জার্মানি সফল হোক

১৩-১৫ জুন, ২০১৪

জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন এমটিএ-চ্যানেলে

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **‘বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ’** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাস রমযান আগত আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের পূর্ব প্রস্তুতি

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা শাবান মাস অতিক্রম করছি আর কিছু দিন পরই শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র মাস রমযান। মু'মিন-মুত্তাকি বান্দারা এই মাসটির অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে আর নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করে তোলে যাতে পূর্বের রমযান থেকে এবারের রমযানে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনায় কি কি নেক আমল সে বেশী করবে তা অন্বেষণ করতে থাকে।

গত রমযানে যদি মাত্র একবার পবিত্র কুরআন খতম দিয়ে থাকে তাহলে এবার ইচ্ছা রাখে অন্তত: দু'বার সেই স্বাদ গ্রহণের।

বাহ্যিকভাবে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য অনেক পূর্ব থেকেই নিজেকে গড়ে তুলে আর সব সময় পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের চিন্তায় মগ্ন থাকে তেমনি যারা মু'মিন রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য আগে ভাগেই তারা তৈরী হয়ে থাকে। রমযানের দিনগুলো কিভাবে কাটাবে খোদার সান্নিধ্য লাভে কিভাবে নিজেকে নিবেদন করবে যাতে খোদা তা'লা দোয়া কবুল করেন এবং সুস্থ্য রেখে রমজানের ইবাদত করতে সাহায্য করেন।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সকরুণ নিবেদন, হে খোদা! তুমি আমাদের সুস্থ্য রাখ যেন আগত রমযানে পুর্বের তুলনায় অনেক বেশী ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত, কুরআন পাঠসহ পূণ্য কর্মে বেশী অগ্রসর হতে পারি। গত বছরের তুলনায় ইবাদতে অধিক রত থেকে তোমার পবিত্র দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।

রমযানের প্রস্তুতি না নিলে দেখা যাবে নফল ইবাদতে তারাবির নামাযে অংশ নিতে পারছি না নানান ব্যস্ততার কারনে, মসজিদে পবিত্র কুরআনের দারস শুনতে যেতে পারছি না জাগতিক কোন কাজের চাপে ঠিক মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করতে পারছি না, রাতে দেরিতে ঘুমানোর জন্য তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে পারছি না, এছাড়াও আরো অনেক নেক কর্মে অংশ নিতে পারছি না। আর এভাবে ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে রমযান মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, পরে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তাই এখন থেকেই যদি সবাই চিন্তা করে রাখেন যে আমি আমার কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নিব যেন তারাবির নামাযে এবং দারসে অংশ নিতে ব্যাঘাত না ঘটে। এভাবে আমরা যে কেউ যে অবস্থানেই থাকি না কেন আমরা যদি এখন থেকেই নিজেকে রমযানের জন্য প্রস্তুত করে নিই তাহলে রমযানের রাতগুলো ইবাদতের সৌন্দর্যে মোহনীয় হয়ে ওঠবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রতি মাসে নফল রোযা রাখতেন রমযানের পূর্বে শাবান মাসে অধিক সংখ্যায় নফল রোযা রাখতেন আর অনেক বেশি ইবাদত করতেন আমাদেরও উচিত, তাঁর (সা.) সুন্নত মান্য করে চলা। আমরা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর তাহরীক অনুযায়ী প্রতি মাসে কয়েকটি নফল রোযা রাখবার সৌভাগ্য লাভ করে চলছি। কাজেই রোযার সাথে দোয়া ও ইস্তেগফারের কল্যাণ লাভে আমাদের সবার উচিত নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রমযানের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে সুস্থ্যতার সাথে এবং তাঁর ইবাদতে রত থেকে পবিত্র মাহে রমযানের দিনগুলো কাটানোর তৌফিক দান করুন, আর তাঁর নৈকট্যের চাদরে আমাদের ঠাঁই দিন, আমিন।

সূচিপত্র

১৫ জুন, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৫ অক্টোবর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা।** ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা।** ১৪

মানুষের মেধা ও পরিকল্পনা খেলাফতের অধীনেই সুন্দর হয় ২২
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

কলমের জিহাদ ২৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

মু'মিন হবার বাসনায় ২৭
কৃষিবিদ ঃ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

খোদা প্রেরিতদের বিরোধিতা ৩১
মরহুম শেখ জোনাব আলী

মেরাজ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য এবং প্রকৃত ঘটনা ৩৩
মাহমুদ আহমদ সুমন

পাঠক কলাম ৩৭
আনোয়ারা বেগম, ফরহাদ আলী,
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ফারহানা মাহমুদ তন্বী

সংবাদ ৪১

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৫

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৪৭

৩৯তম জলসা সালানা-জার্মানি (১৩-১৫ জুন, ২০১৪) অনুষ্ঠান সূচী: ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿۲۸﴾

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۲۹﴾

* ২৮। আর আমরা জ্বিনকে এর পূর্বে জ্বলন্ত বায়ুর আগুন থেকে[১৩৯৪] সৃষ্টি করেছি।*

২৯। আর (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পচাগলা কাদা হতে (রূপান্তরিত) শুক্‌নো খন্‌খনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

১৪৯৪। কুরআনের রূপক-উক্তি 'মানুষকে ত্বরাকরণ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, (২১ঃ৩৮) থেকে বুঝা যায় যে, তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ 'জ্বিন' হচ্ছে অগ্নিস্বভাবের ধারক। এর অর্থ এ নয় যে জ্বিন্ প্রকৃতই আগুনের তৈরী এইজন্য কাদা-মাটি অথবা অগ্নিসৃষ্ট কথাটি রূপক- অর্থে প্রযোজ্য, যা বিনয়ী এবং নমনীয় স্বভাব অথবা অগ্নিময় এবং প্রজ্জ্বলনীয়-প্রকৃতির অধিকারী।

* [২৭ থেকে ৩০ আয়াতে দু'টো বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত মানুষকে কেবল কাদা-মাটি থেকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়নি বরং এমন কাদা-মাটি থেকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেটি শুকনো খন্‌খনে মাটিতে পরিণত হয়েছিল। এটা এমন গভীর এক বিষয়বস্তু, যা মহানবী (সা.) এর চিন্তা চেতনায় আপনা আপনি আসতেই পারতো না। অন্য কোন ঐশী গ্রন্থেও এরূপ মাটি থেকে মানব সৃষ্টির কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ রহস্য এ যুগের বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আকাশ থেকে বর্ষিত আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত বায়ু থেকে জিনকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। এই রহস্যাবৃত গভীর সত্যটিও না জানানো পর্যন্ত খোদা মহানবী (সা.) সুদূর কল্পনায়ও আসতে পরতো না। নারুস সমূহ (অর্থাৎ জ্বলন্ত বায়ুর আগুন) থেকে সৃষ্ট অস্তিত্ব দ্বারা BACTARIA বুঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে পচন ধরার রহস্যও উদ্ঘাটিত হলো।

যতক্ষণ ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব না থাকে ততক্ষণ কাদায় পচন ধরতেই পারে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমে উর্দু অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তির আগমন

কুরআন ঃ নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এক রাসূলকে যিনি তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরাতুল মুয্‌যাম্মিল ঃ ১৬)

হাদীস ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে, (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবু দাউদ ২য় খন্ড বাবু মালাহেম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্ তাআলার সদয়-দৃষ্টি এই উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এই উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই এই উম্মতের সংশোধনের জন্য তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেরই ধারণা যে, এই উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে এমন বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না, তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীস-বিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, এই উম্মতের মধ্য হতে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, খোদা তাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত খায়রুল আনামের [সৃষ্টির সেরা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং এটাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতির্বিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি এই অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকতেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন, যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এই পবিত্র রাসূলের সেই পরিষ্কার ও অতি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন"–তবেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় হতো। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করার সুযোগ, খোদা তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি।

কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয়, বরং তিনি শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং কৃতজ্ঞতার সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছো। এবং এর যথোচিত সমাদর না করা এবং তা থেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমি বার বার এই কথা বলতে চাই এবং এই ঘোষণা হতে আমি কখনও বিরত হতে পারি না যে, আমিই সেই ব্যক্তি, যাকে যথাসময়ে জগৎ সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে" (ফতেহ ইসলাম)।

আল্লাহ্ করুন, যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া যুগ ইমামকে চিনে তার হাতে বয়আত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন। তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়াদি জুলুম এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কুরআন শরীফ বলে যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন, তা পড়ে আবার তাঁকে জীবিতও মনে করে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে সূরা নূর বলে যে, আগত সব খলীফা এ উম্মত থেকে আসবেন, তা সত্ত্বেও হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে নামাচ্ছেন। সহী বুখারী এবং মুসলিম বলে যে, সেই ঈসা, যিনি এ উম্মতের জন্য আসবেন, তিনি এ উম্মত থেকেই আসবেন, তা সত্ত্বেও ইসরাঈলী ঈসার জন্য অপেক্ষমান। কুরআন শরীফ বলে, ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না।

এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনতে চায়। এসব সত্ত্বেও ইসলামের দাবীও করে আর বলে যে হযরত ঈসা জড়দেহসহ আকাশে জীবিত উত্থিত হয়েছেন। ইহুদীদের বিতর্ক শুধু আধ্যাত্মিক ***'রাফা'*** সম্পর্কে ছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, ঈমানদারদের মত ঈসার আত্মা আকাশে উঠানো হয়নি, কেননা তাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছে। যাকে ক্রুশে চড়ানো হয়, সে অভিশপ্ত অর্থাৎ স্বর্গে আল্লাহ্‌র দিকে তার আত্মা উঠানো হয় না। কুরআন শরীফের শুধু এ বিবাদেরই মীমাংসা করার কথা ছিল। কুরআন যে দাবী করে তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্তিকে প্রকাশ করে এবং তাদের বিবাদের মীমাংসা করে। ইহুদীদের ঝগড়া যা নিয়ে ছিল তা হলো, ঈসা মসীহ্ ঈমানদার লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তিনি পরিত্রাণ পাননি এবং তাঁর আত্মার ***'রাফা'*** খোদার দিকে হয়নি।

সুতরাং মীমাংসার বিষয় এটি ছিল যে, ঈসা মসীহ্ (আ.) ঈমানদার এবং খোদার সত্যনবী কি-না? মু'মিনদের আত্মার মত তাঁর আত্মার ***'রাফা'*** খোদা তা'লার পানে হয়েছে কি হয়নি? কুরআনের মীমাংসার বিষয় শুধু এটিই ছিল। সুতরাং ***'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'*** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯) –এর অর্থ যদি এটি হয় যে, খোদা তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে জড়দেহে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কার্য্যের মাধ্যমে বিষয়টির কী নিষ্পত্তি হলো? যেন খোদা তাআলা বিতর্কিত বিষয়কে বুঝাতেই পারলেন না, আর এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ইহুদীদের দাবীর সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া আয়াতে তো সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, খোদার দিকে ঈসার ***'রাফা'*** হয়েছে। মহাপ্রতাপান্বিত খোদা কি দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন? বা মুক্তি ও ঈমানের জন্য দেহও কি সাথে উঠানো আবশ্যক? আর অদ্ভুত বিষয় হলো, ***'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'*** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯)-তে আকাশের উলেস্নখ নেই।

বরং এ আয়াতের একমাত্র অর্থ হলো, খোদা মসীহকে নিজের দিকে নিয়ে গেছেন। এখন বল, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-কে কি নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র দিকে নয় বরং অন্য কারো দিকে উঠানো হয়েছে? আমি এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলছি, এ আয়াতকে হযরত মসীহের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা অর্থাৎ ***'রাফা ইলাল্লাহ'***-কে তাঁর জন্য বিশেষ জ্ঞান করা আর অন্য নবীদেরকে এর বাইরে রাখা কুফরী বাক্য। এর তুলনায় বড় কুফরী আর নেই।

কেননা এমন অর্থের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া সকল নবীদের ***'রাফা'*** থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অথচ আঁ হযরত (সা.) মে'রাজ থেকে এসে তাঁদের ***'রাফা'***র সাক্ষ্যও দিয়েছেন। এ কথাও যেন স্মরণ থাকে যে, ঈসার ***'রাফা'***র' উল্লেখ শুধু ইহুদীদের সাবধান করা ও তাদের আপত্তি খন্ডনের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই জানা উচিত, এ ***'রাফা'*** সব নবী, রাসূল ও সকল মু'মিনের জন্য সমান। আর মৃত্যুর পর সকল মু'মিনের ***রাফা*** হয়।

[লেকচার সিয়ালকোট পুস্তিকা বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত]

জুমুআর খুতবা

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন

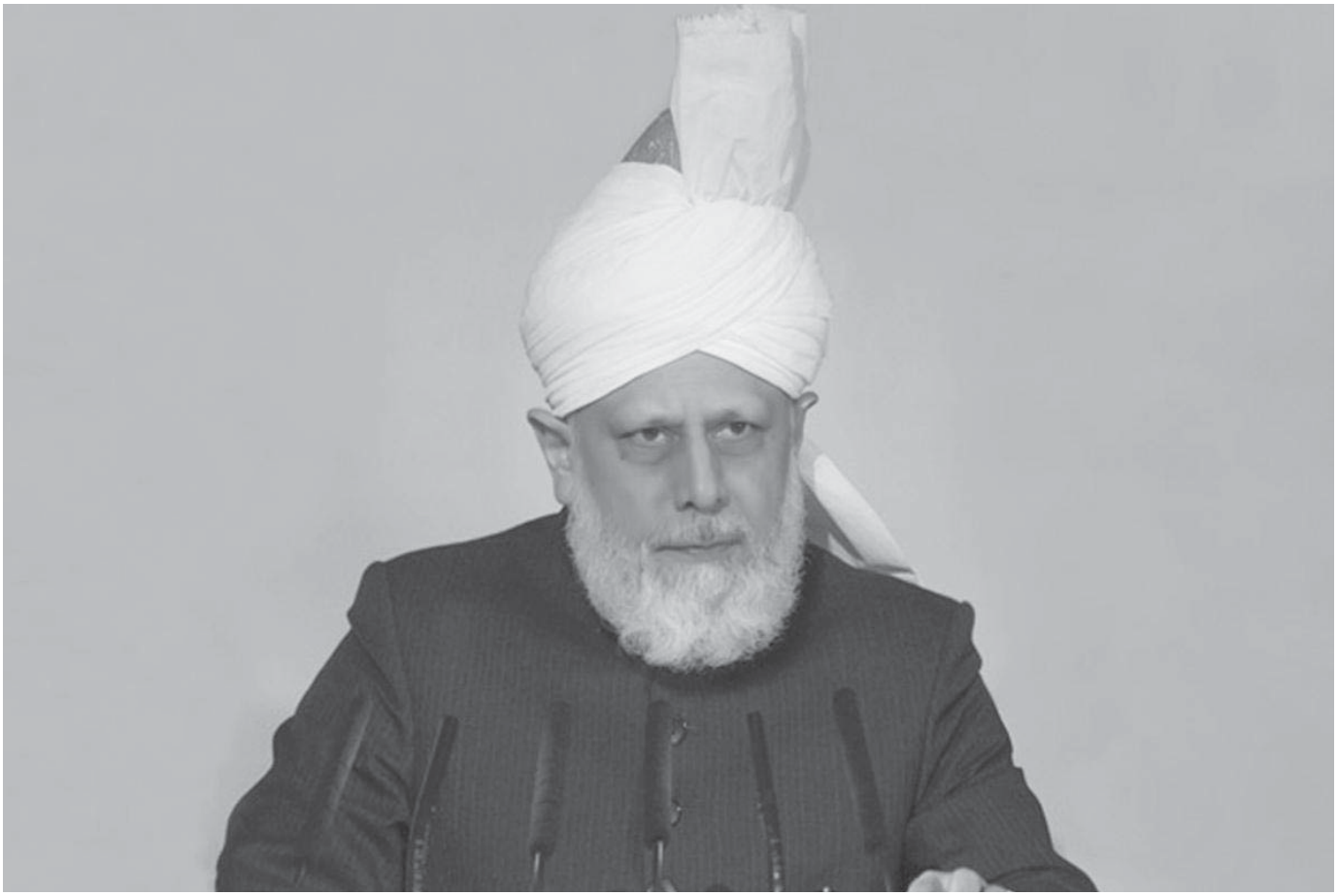

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৫ অক্টোবর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(সূরা আল্ আনফাল:-২৫) এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন সে তোমাদেরকে ডাক দেয়, যেন সে তোমাদেরকে জীবিত করতে পারে, এবং জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ এবং তার হৃদয়ের মাঝখানে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁরই সমীপে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'

যেভাবে প্রত্যেক আহমদী অবহিত আছে,

“অনেক পূণ্য-প্রকৃতির মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা ঘোষণা করে, আর তাদের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোন মানবিক প্রচেষ্টার দখল নেই। আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং তাঁর প্রিয়ের সত্যিকার প্রেমিক এর সত্যতার বিকাশ ঘটান।”

প্রত্যেক আহমদী এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে নতুন বয়আত করে জামা’তে অর্ন্তভূক্ত হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে এ ঘোষণা করে যে, আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা’তের অর্ন্তভূক্ত হয়ে তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী মেনে স্বয়ং নিজেকে সে দলে অর্ন্তভূক্ত করার ঘোষনা দিচ্ছি, যা আসলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া প্রদানকারী। সে এ ঘোষণা দেয় যে, আজ আমি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা’লার সকল নির্দেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর ঈমান আনার দাবী করছি। সে এ ঘোষণা করে যে, আজ আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনছি। সে এ ঘোষণা করে যে, আজ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর সকল নির্দেশের ওপর অনুশীলন করার অঙ্গীকার করছি, যাতে একটি আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি। যদি এছাড়া কারো মাথায় অন্য কোন বিষয় আসে, তাহলে সে এ দাবীতে মিথ্যা যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীয়ে মা’হুদ।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশের ওপর আমল করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সর্ব প্রথম বয়াতের শর্তাবলীতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আহমদীয়াত নামই হচ্ছে- খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার নাম। যেভাবে বয়আতের তৃতীয় শর্তে বর্ণিত হয়েছে, ‘‘বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে থাকবো। প্রতিনিয়ত নবী করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবো।’’ এরপর পঞ্চম শর্তে বর্ণিত হয়েছে, ‘‘খোদা তা’লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবো।’’ ষষ্ট শর্তে আছে, ‘‘কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলে করীম (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।’’ বস্তুত: আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশের ওপর আমল করা এবং নতুন আধ্যাত্মিক-জীবন লাভ করার জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর হাতে বয়াত করা। সুতরাং সৌভাগ্যবান হচ্ছে প্রত্যেক সে ব্যক্তি, যে এতদুদ্দেশ্যে জামা’তভূক্ত হয় আর জামা’তবদ্ধ থাকে। সৌভাগ্যবান আমরা, যারা এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার-প্রেমিকের ওপর ঈমান এনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহবান শুনেছি, যাতে মৃতদের জীবিত করার দৃশ্য দেখি, নিজের মৃত-দেহকে জীবন্ত হতে দেখি।

সুতরাং আমাদের উপর যে অপবাদ আরোপ করা হয় যে, নাউযুবিল্লাহ্, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী মেনে, মসীহ্ ও মাহদী মেনে আমরা মূলতঃ মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার অবমাননাকারী। এটি আহমদীদের ওপর সুস্পষ্ট অপবাদ। তিনি {হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)} মহানবী (সা.)-এর এ মর্যাদা এবং কিভাবে তিনি (আ.) মৃতদেরকে জীবিত করেছেন এ প্রসঙ্গে বলেন, “পৃথিবীতে এক রসূল এসেছেন যেন, তারা শুনতে পায় যারা বধির; তারা যে শুধু আজই বধির এমন নয়, বরং তারা হাজারো বছর ধরে বধির হয়ে আছে। কারা অন্ধ আর কারাইবা বধির? তারাই, যারা খোদার একত্বকে কবুল করেনি। কবুল করেনি এ রসূলকে, যিনি নতুন করে পৃথিবীতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে রসুল যিনি বন্যদেরকে মানুষ বানিয়েছেন; এবং মানুষকে সচ্চরিত্র-মানুষে অর্থাৎ সত্যিকার নৈতিক-চরিত্রের অধিকারী মানুষে রূপান্তরিত করেছেন।” অর্থাৎ এমন উন্নত নৈতিক গুণাবলী এবং এমন ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক-চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার ওপর

“উম্মতের অধিকাংশ মানুষ মিথ্যা ও স্বার্থপর উলামা এবং সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। একজন আহমদীর দায়িত্ব, তাদের হেদায়ায়েতের জন্য দোয়া করা বরং এটা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত।”

পরিচালিত হলে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতার ধারণাই জন্ম নিতে পারে না। বরং ইনসাফ, সুবিচার এবং নিকটাত্মীয়দের অধিকার প্রদানের শিক্ষা দান করেছেন। পুনরায় সে চরিত্রবান মানুষকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে উন্নীত করার জন্য ঐশী রঙে রঙিন করে তুলেছেন। সে রসুল, হ্যাঁ সত্যের সে সূর্য, যাঁর চরণে হাজারো মানুষ যারা শির্ক, নাস্তিকতা এবং কলুষিত জীবন-যাপনের মধ্যে মরে গিয়েছিল, তারা পুনরায় জীবন লাভ করেছে। (তবলীগে রেসালত, ষষ্ট খন্ড, পৃষ্ঠা:৯)

তাই ইনি হচ্ছেন সেই পরিপূর্ণ মানব, যিনি এ বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি সেই সফল-মানব, যার সত্যিকার দাস'কে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে তাঁর আঁকা ও মনিবের দাসত্বে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর এ মোকাম বা মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘‘বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনের ভাষায় এরূপ রূপকের বহুল প্রচলন রয়েছে যে, পৃথিবী মরে গিয়েছিল এবং খোদা তা'লা তাঁর নবী খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে পৃথিবীকে নব জীবন দান করেছেন, যেমন তিনি বলেন:

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ

(সূরা আল্ হাদীদ:১৮)

অর্থাৎ, একথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তা'লা যমীনকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন।

আবার একইভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণ (রা.)-এর ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ

(সূরা আল্ মুজাদেলা:২৩)

অর্থাৎ, তাদেরকে পবিত্র-আত্মা এবং রুহুল কুদ্দুস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এবং রুহুল কুদ্দুসের সাহায্য এটিই যে, তা হৃদয়সমূহকে জীবিত করে।’’ ঈমান আনার পর তাতে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ‘‘এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ দান করে এবং পবিত্র-শক্তি, পবিত্র-বোধ ও অনুভূতি এবং পবিত্র জ্ঞান দান করে, আর সুন্দর প্রত্যয় ও অকাট্য দলীল প্রমাণের মাধ্যমে খোদা তা'লার সান্নিধ্যের মর্যাদায় উপনীত করে। .....এবং এই যে জ্ঞান, যার ওপর পরিত্রাণ বা নাজাত নির্ভরশীল, তা নিশ্চিতরূপে এবং নিরংকুশভাবে সে জীবন লাভ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়, যা রুহুল কুদ্দুসের মাধ্যমে মানুষ পেয়ে থাকে। এবং পবিত্র কুরআন অত্যন্ত জোরের সাথে এ দাবী করে যে, ঐ আধ্যাত্মিক জীবন কেবল এ রসূল করীম (সা.)-এর আনুগত্যের ফলেই লাভ করা যায়। এবং ঐ সব মানুষ যারা এ নবী করীম (সা.)-এর আনুগত্যকে অস্বীকার করে, তারা মৃত, তাদের মধ্যে সে জীবনের স্পন্দন নেই। আধ্যাত্মিক জীবন বলতে মানুষের জ্ঞান ও কর্মের বৃত্তিকেই বুঝায়, যা সবই রুহুল কুদ্দুসের সাহায্যে জীবন্ত হয়ে উঠে।’’(লন্ডন থেকে প্রকাশিত, আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন-৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা:১৯৪)

মহানবী (সা.)-এর মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন তার সমসাময়িক বা সমমনা কেউ এ ধরণের বাক্য ব্যবহার করতে পেরেছে কি? সুতরাং আমরাতো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা মোতাবেক একথা মান্যকারী যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে আধ্যাত্মিক জীবন দানের মাধ্যম বানিয়েছেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-তো তাঁর সত্যিকার প্রেমিক এবং একজন নগন্য দাস মাত্র। এ যুগে মুসলমান এবং অমুসলমানদেরকে জীবন প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) আনুগত্যে যাকে আবির্ভূত করেছেন, তিনি যেন পুনরায় পৃথিবীসে সে দল প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করার জন্য, নিজেদের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানোর জন্য, এ ইমামের নেতৃত্বে সমবেত হয়।

মুসলমানদের একথা বলা যে, আমরা মুসলমান আর আমরা মহানবী (সা.)-কে

মেনেছি, তাই অন্য কাউকে মানার প্রয়োজন নেই, এটি তাদের ভুল। এ ইমাম, পবিত্র কুরআনে যার ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান এবং যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যখন তিনি আসবেন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে।' যেকোন মূল্যে তাঁর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। এছাড়া ঈমান পূর্ণ হবে না। যখন এ ইমামের ওপরও পুরো বিশ্বাস থাকবে, তখনই একজন মুসলমান রুহুল কুদ্দুস কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হতে পারে। তাই ঈমান পূর্ণ করার জন্য আর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এ যুগ-ইমামকে মান্য করা প্রয়োজন এবং আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশকেও দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন যেভাবে একস্থানে বলা হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ

(সূরা আন্ নিসা.১৩৭)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন। ঈমানতো আগেই এনেছে, তাহলে আবার কেন বলা হল যে, ঈমান আন? এজন্য যে, কেননা অনেকের ঈমান আনার যে দাবী তা কেবল দাবী-সর্বস্ব। তাই হে যারা ঈমান এনেছ! সত্যিকার মু'মিন হবার জন্য আপন হৃদয়কে ঈমানে পরিপূর্ণ করো। আর এযুগে একজন মুসলমান তখনই সত্যিকার মু'মেন সাব্যস্ত হবে, যখন মহানবী (সা.)-এর এ সত্যিকার প্রেমিকের ওপরও ঈমান আনবে। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বিরোধীতার যে তুফান বইয়ে দেয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে মুসলমানদের উচিত চিন্তা করা। কিছুটা চিন্তা করুন, ঈমানের দৃঢ়তার দিকে আহবানকারী, ঈমানে প্রাণ সৃষ্টিকারী কি বলছে? তাঁর দাবী কি? নিজের সম্পর্কে সে কি বলে? তাঁর মর্যাদা কি? মহানবী (সা.)-কে তিনি কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছেন।

তিনি (আ.) বলেন, ''আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কসম! আমি কাফের নই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ আমার ধর্ম-বিশ্বাস এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(সূরা আল্ আহযাব:৪১)

-এ আমার বিশ্বাস। আমি আমার এ বিবৃতির শুদ্ধতার ওপর ততটা কসম খাচ্ছি, যতগুলো খোদা তা'লার পবিত্র নাম রয়েছে, পবিত্র কুরআনে যতগুলো অক্ষর আছে এবং খোদাতা'লার কাছে মহানবীর যতগুলো গুণ রয়েছে। আমার বিশ্বাসে আল্লাহ্ এবং রসূলের শিক্ষা বহির্ভূত কিছু নেই। আর যদি কেউ এরূপ মনে করে, তাহলে তা তার ভুল। আর এখনও যে আমাকে কাফের মনে করে আর কুফরি থেকে বিরত না হয়, নিশ্চয় সে স্মরণ রাখুক যে, মৃত্যুর পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমি মহাপরাক্রমশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি, খোদা এবং রসূলের ওপর আমার সেরূপ বিশ্বাস রয়েছে যদি এ যুগের সমস্ত ঈমানকে জমা করে এক পাল্লায় রাখা হয় আর আমার ঈমান অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে খোদার কৃপায় আমার পাল্লাই ভারী হবে।'' (লন্ডন থেকে প্রকাশিত, কেরামাতুস্ সাদেকীন, রূহানী খাযায়েন-৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা:৬৭)

এ সত্যিকার দাসকে অস্বীকার করে আপন ঈমানকে দূর্বল করার পরিবর্তে নিজ ঈমানকে জ্যোতির্ময় করার জন্য, স্বীয় মৃত আত্মায় প্রাণ সঞ্চারের লক্ষ্যে এ যুগের ইমামের ওপর ঈমান আনুন, যাঁর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। আজ থেকে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে খোদা এবং তাঁর রসূল যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে সত্যিকার প্রেমিক এবং পূর্ণ-বিশ্বাসীর ওপর ঈমান আনুন। চিন্তা করে দেখুন সে পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন এসেছিল কি? সে অবস্থায় কোন উন্নতি ঘটেছে কি, যে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যেক সহানুভূতিশীল মুসলমান শত বছর পূর্বে উদ্বিগ্ন ছিল এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীর অপেক্ষায় ছিল যে, কখন সে ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন আর আমাদেরকে সংশোধন করবেন এবং মুসলমানরা নেতা লাভ করবে।

যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন অবস্থা নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হচ্ছে। বাহ্যত সরকার প্রতিষ্ঠা আর স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়ানো সত্বেও মুসলমানদের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। আধ্যাত্মিকভাবে মারা যাচ্ছে। এর কারণ কি? কোথাও কোন ঘাটতি আছে তা সুস্পষ্ট, আর ঘাটতি এটিই যে, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে যাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রথমেতো এক দু'জন মৌলভী বিরোধীতা করতো, পরে বিরুদ্ধবাদীদের দল গঠিত হয়। এখন বিভিন্ন মুসলমান সরকারও ঐক্যবধ্য হয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে প্রদীপ জালিয়েছেন, তা কোন বিরুদ্ধবাদী ফুৎকার দিয়ে নির্বাপিত করতে পারবে না।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা-বহির্ভূতভাবে পরিচালিত হয়ে নিজেদের ইহ ও পরকাল খারাপ করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্, যিনি মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অবস্থান করেন, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ্! যে উম্মত সম্পর্কে তুমি বলেছ,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(সূরা আলে ইমরান:১১১)

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাকে মানব জাতির সংশোধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে এর কার্যকারীতা দেখা যাচ্ছে না। অপরের সংশোধন কী করবে, আমাদেরতো নিজেদের অবস্থা বিকৃত হচ্ছে। তাই যখন বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে এ দোয়া করা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মানুষ এবং তার হৃদয়ের মাঝে বসবাস করেন, তিনি তার প্রার্থনা শুনবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লাই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু উম্মতের অধিকাংশ মানুষ মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর উলামা এবং সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, এবং নিজেদের হৃদয়ে যে নিষ্ঠা আছে তা এদেরকে অনুসরণ করে নষ্ট করছে।

আজ উম্মতের সমবেদনায়, মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের সহানুভূতিতে যদি

“আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর মসীহ্‌র আগমনবার্তা প্রদান করেন।”

কেউ দোয়া করার থাকে তাহলে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকারের প্রেমিকের জামাতের সদস্যরাই রয়েছে। আপনাদেরকেই এ দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ্! তাদের হৃদয় সমূহকে পবিত্র করো, কেননা এসব হৃদয় তোমারই আয়ত্তাধীন। যা কিছু হোক না কেন এরা আমাদের প্রিয় আঁকা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কে মানার দাবী করে। তাদেরকে বিবেক দাও, কেননা তুমি ব্যতীত তাদের হৃদয় উম্মুক্ত করার এবং মস্তিষ্ককে আলোকিত করার আর কেউ নেই। এখন তুমি ছাড়া আর কেউ তাদেরকে বলতে পারবে না যে, জীবন আর মৃত্যু কি?

হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে বল যে, কেবল দাবী করার ফলে জীবন লাভ হয়না, বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যে বিষয়ের দিকে আহবান করে, যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তার প্রতি সাড়া দেয়া এবং তার ওপর অনুশীলন করলেই জীবন লাভ হবে। সুতরাং হে আল্লাহ্! এদের হৃদয় থেকে মরিচা দূর করো। তাদেরকে যুগ-ইমামের বিরোধীতা করার পরিবর্তে তাঁকে শনাক্ত করার তৌফিক দাও।

আজ এ দোয়া করাও একজন আহমদীর দায়িত্ব বরং অবশ্য করণীয়, নতুবা আমরা অবশ্য-কর্তব্য পালনকারী বিবেচিত হবো না।

এসব নামধারী উলামারা আহমদীয়াত সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। অনেক সদাত্মা আছেন যারা আহমদীয়াতকে সঠিক মনে করে গ্রহণ করতে চান, কিন্তু সমাজের ভয়ে চুপ থাকেন। অনেক পুরুষ ও মহিলা সাহসও দেখান। আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তারপর আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে, সমাজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের শিকার হন। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট ছিল যে, একটি ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করায় পরিবারের লোকজন তাকে বেঁধে খুব মেরেছে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত বেঁধে রেখেছে। গতে কয়েকদিন আগেই সুইজারল্যান্ড থেকে সংবাদ এসেছিল, আমাদের একজন আহমদী চিঠি লিখে সংবাদ দিয়েছে যে, সুইজারল্যান্ডে একজন পাকিস্তানি আছে, আহমদীয়াত সম্পর্কে পড়াশুনা করে এবং আহমদীয়াতকে সত্য জেনে বয়আত করতে চাচ্ছিলেন। আশ্চর্য হতে হয়, যখন তিনি পাকিস্তানে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিষয়টি জানালেন তখন আহমদীয়াত সম্পর্কে তাকে এমন মনগড়া সব গল্প-কাহিনী শুনানো হয়, যার সাথে আহমদীয়াতের দূরতম সম্পর্কও নেই। এটি কেবল আহমদীয়াত সম্পর্কে সেসব নামাধারী উলামাদের প্রচারিত মনগড়া কথার প্রভাব, যা প্রচার করার সেখানে প্রকাশ্য অনুমতি রয়েছে।

আহমদীয়াত সম্পর্কে তাদের মন যা চায়, বলে আর আহমদীদের জন্য বিধিনিষেধ যে, তোমার প্রকৃত-শিক্ষা কি, তা প্রকাশ করতে পারবে না। বরং সে ব্যক্তি লিখেছেন, একজন নিকটাত্মীয় তাকে ফোনে একথাও বলেছে যে, যদি সত্য সত্যই তুমি এ ব্যাপারে দৃঢ় হও, তাহলে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, কেননা তুমি আহমদী হবার পর আমি হব সে প্রথম ব্যক্তি, যে তোমায় হত্যা করবে। এ হলো অবস্থা। তাদের চিন্তাধারা এমন। এটি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলীর আমলকারীদের কাজ? তারা কি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দু:খ ও রাগান্বিত হবার অবস্থা সম্পর্কে শুনেনি, যখন তিনি (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মুসলমানের হাতে পরাস্ত হবার পর কলেমা পাঠকারী ব্যক্তির নিহত হবার ফলে বলেছিলেন, তুমি কি তার বক্ষ চিড়ে দেখেছিলে যে, সেখানে আন্তরিকভাবেই কলেমা পূর্ণ ছিল, নাকি লোক দেখানো কলেমা ছিল।

পৃথিবীতে সব প্রকৃতির মানুষ রয়েছে। দূর্বলও আছে, আর সাহসী মানুষও আছে। যারা দূর্বল, তারা ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু সাহসীরা যে কোন মূল্যে বীরত্ব দেখিয়ে থাকে। কঠোরতা সত্বেও অনেক সাহসী সত্য গ্রহণ করে থাকেন। অনেক সাহসী সত্যের মোকাবিলায় কোন প্রকার অত্যাচারের ভ্রুক্ষেপ করেন না। সুতরাং তারাই সৌভাগ্যবান, যারা ফেরআউনদেরকে বীরত্বের সাথে এ উত্তর দেয় যে,

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

(সূরা তাহা:৭৩)

“প্রত্যেক আহমদী এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে নতুন বয়আত করে জামা’তে অর্ন্তভূক্ত হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে এ ঘোষণা করে যে, আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা’তের অর্ন্তভূক্ত হয়ে তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী মেনে স্বয়ং নিজেকে সে দলে অর্ন্তভূক্ত করার ঘোষনা দিচ্ছি, যা আসলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া প্রদানকারী।”

সুতরাং তোমার ক্ষমতায় যা কুলায় তাই কর।

إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

(সূরা তাহা:৭৩)

তুমি কেবল এ পার্থিব জীবনই শেষ করতে পারো।

সুতরাং সেসব আহমদী, যাকে আজ পাকিস্তানে শহীদ করা হচ্ছে, তাদের উত্তরও এটিই, এবং প্রত্যেক আহমদী, যে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তারও এটিই উত্তর। আর যারা নতুন আহমদী হন এবং প্রচন্ড বিরোধীতার সম্মুখীন হন, তাদেরকেও আমি বলছি; দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লার সাহায্য কামনা করুন আর সর্বদা এ উত্তর দিন

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا

(সূরা ইউসূফ:৬৫)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বেশি দৃঢ়। এবং যিনি উত্তম ও সর্বদা স্থায়ী, তিনি শত্রুদের সাথে বোঝাপড়া করবেন এবং পূণ্য-কর্মের উত্তম প্রতিদানও দিবেন। তাদের জামাতে অন্তর্ভূক্ত হবার ফলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা’লা যে প্রদিপ প্রজ্জলিত করেছেন, মানুষের ফুৎকার তাকে নির্বাপিত করতে পারে না। এবং আল্লাহ্ তা’লা এ প্রদীপের জ্যোতি এমনভাবে মানুষের কাছে বিকাশ করেন যে, বিশ্বের পুরো শক্তিও যদি সমবেতভাবে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্তরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে একে বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। তারা এ জ্যোতিকে, এ নূরকে হৃদয়ে বিকশিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

প্রতি বছর অনেক বয়আত হয়। অনেক পূণ্যাত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ঘোষণা করেন আর তাদের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ বার্তা কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় পৌঁছেনি। আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং তাদের হৃদয়ের দ্বার উম্মুক্ত করেন, আল্লাহ্ তা’লা নিজেই তাঁর প্রিয়নবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের সত্যতার বিকাশ ঘটান।

সম্প্রতি আরবের একটি দেশ থেকে একটি রিপোর্ট এসেছিল। যৌক্তিক কারণে বিভিন্ন নাম আমি পড়বো না। লেখক লিখেন যে, আমি বর্তমান দিনগুলোতে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহায্য ও সমর্থণের অত্যন্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করছি আর সদাত্মাদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। বলেন, কয়েক দিন পূর্বে এক বন্ধু এমটিএ’র ষ্টুডিও’তে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে এ বন্ধুর ঠিকানা সংগ্রহ করে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। যোগাযোগকারী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানকারী লিখেন যে, এব্যক্তি একজন সহজ-সরল মানুষ আর সূফী মতবাদের অনুসারী।

স্বপ্নে তিনি নিজেকে ভারতের একটি গ্রামে অবস্থানরত দেখেন আর দেখেন যে কতক দুষ্ট মানুষ তার পিছু ধাওয়া করছে। সে সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেখানে তশরীফ নিয়ে আসেন আর তাদের বক্ষের ভিতর ঢুকে যান, হুযূর (আ.)-এর সে আকৃতিই ছিল যা তিনি পরবর্তীতে দেখেছেন।

এর পরেও কয়েকবার স্বপ্নে তিনি হুযূর (আ.)-এর দর্শন লাভ করেছেন। এবং কয়েকদিন পূর্বে তিনি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে হুবহু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আকৃতিতে দেখেছেন, তারপর তিনি বলেছেন এখন আমার আর কোন দলীল এর প্রয়োজন নেই আর এ লেখক বন্ধু বলেন, যখন আমি কোন একটি বিষয় ব্যাখ্যা করচে চাইলাম, তখন তিনি আমাকে বাঁধা দিলেন যে,

আমার হৃদয়ে ঈমানের ছাঁপ পড়েছে, তাই এখন আমার কোন প্রকার দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি লিখেন, দু'দিন আগে এক যুবক ফোন করে কথা বলার জন্য সময় চায়।

বস্তুত: এ সেই ব্যক্তি যিনি বয়াত করেছেন। বলেন, একজন পুরোন আহমদীকে সাথে নিয়ে আমি তার সাথে আলাপ করতে যাই, ঘটনাক্রমে সে যুবকের পিতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি সূফী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত। যখন পিতার সাথে আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন তিনি বলেন যে, বিশ বছর পূর্বে তিনি মহানবী (সা.)-এর একটি ছবি দেয়ালে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছিলেন, এবং এখন যখন এমটিএ'র ষ্টুডিও'তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেন তা হুবহু একই ছবি। এ হলো সত্যিকার প্রেমিক এবং সত্যিকার দাসের নিদর্শন। বলেন, হুবহু সেই ছবি যা আমি বিশ বছর পূর্বে দেখেছিলাম।

তিনি বলেন, তিনি জামা'তের বিশ্বাসের সাথে একমত পোষণ করেন আর বলেন যে, একবার তিনি কারো ডিশ এন্টিনা সেট করছিলেন আর চ্যানেল করতে গিয়ে প্রথম যে ছবি তিনি দেখতে পান তা ছিল এ পত্র লেখকের। আমাদের আরবী অনুষ্ঠানেও তিনি এসে থাকেন। তাই তিনি মনে করেছিলেন আমাদের মাধ্যমে তিনি পয়গাম পাবেন, তারপর তিনি বয়আত করেন। তারপর লিখেন, এ সাক্ষাতের সময়ই একটি ফোন আসে। এক ব্যক্তি টেলিফোন ডাইরেক্টরী থেকে তার বাসার নাম্বার সংগ্রহ করে আর বাসায় ফোন করে মোবাইল নাম্বারে। তিনি বাসায় ছিলেন না। তারপর সাক্ষাত করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সাক্ষাতে বলেন যে, তিনি শিক্ষিত মানুষ এবং ষাট এর দশকে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। সত্তর এর দশকে একজন অফিসার হিসেবে আর্মীতে ছিলেন, তারপর সৌদির এয়ারফের্সেও কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, তার বই পড়ার খুব শখ। বিশেষভাবে সূফী মতবাদের বই পড়ার খুব শখ। তারপর বলেন, অতীতের ধ্যান-ধারণার ওপর ধিক্কার দেন, বিরুদ্ধবাদীদের পুস্তকাদি পড়ে জামা'তকে (আহমদী) কাফের মনে করতাম। কেননা অনেক চেষ্টার পরও জামা'তের পুস্তকাদি পাওয়া যায়নি। এখন তিনি যথারীতি আমাদের চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, সূফীতত্ব সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি/যথার্থ জ্ঞান রাখার কারণে হুযূর আকদাস (আ.)-এর বই-পুস্তকে বর্ণিত মা'রেফতের (তত্বজ্ঞানের) সূক্ষ্ম বিষয়াবলী সহজেই বুঝতে পারেন বরং ধারণ করেন আর বলেন যে, এরূপ বাক্য কোন মিথ্যাবাদীর মুখ-নিসৃত হতে পারে না, বরং এ বাক্যাবলী একজন সত্যিকার তত্বজ্ঞানীর রচনা।

এরপর লেখক আরো বলেন যে, অধিকাংশ মানুষ প্রথমে বিতর্ক করতো। আপত্তি উত্থাপন করতো, দলীল-প্রমাণ চাইতো, কিন্তু এখন অবস্থা একেবারেই উল্টো। অবস্থা এমন যে, যার সাথেই দেখা হয়, সে-ই একাত্মতা ঘোষণা করে। আর এমনও অনেক আছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দর্শন করিয়েছেন। তাই যদি আন্তরিকতার সাথে খোদাতা'লার সমীপে নত হন, আর তাঁর কাছে দোয়া করেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখাবেন। কিন্তু আমাদেরও কাজ হচ্ছে, তাদের সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য দোয়া করুন আর অনেক বেশি দোয়া করুন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা হয়রত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রত্যহ তাঁর সাহায্য ও সমর্থণের দৃশ্য দেখাচ্ছেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, আমাদেরও দায়িত্ব আছে, যা খোদাতা'লা আমাদের প্রতি অর্পণ করেছেন। তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী হৃদয়সমূহকে পবিত্রকারী এ বাণী বিস্তারের ক্ষেত্রে যতটুকু পারো তোমরা ভূমিকা রাখো, যাতে এ সওয়াব এবং সেসব কল্যাণরাজি থেকে অংশ লাভকারী হও, যা আল্লাহ্‌র পাহলোয়ানের জামা'তের সাথে সম্পৃক্তদের জন্য নির্ধারিত। তাই প্রত্যেক আহমদীকে এ উদ্দেশ্যও বুঝা উচিত। প্রত্যেক আহমদীকে পূণ্য এবং তাকওয়ার উন্নত সোপানের সন্ধানী হওয়া উচিত। সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, আর এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা উচিত যে,

"আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাদের দোয়ার মাঝে তাঁর সৃষ্টির জন্য এক ব্যকুলতা দেখবেন এবং যখন তাঁর ধর্মের প্রচারের জন্য ব্যকুলতা দেখবেন তখন স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিশ্চয় আমাদের অন্যান্য প্রয়োজন আপনা-আপনিই পুরো করবেন।"

আমি এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে যে জীবন লাভ করার দাবী করেছি, প্রকৃতপক্ষেই আমার মধ্যে সে জীবনের প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে কি, যা আমি আশা করছিলাম।

তিনি (আ.) বলেন, ''এ জামা'ত প্রতিষ্ঠার পিছনে খোদাতা'লার উদ্দেশ্য হলো, হারিয়ে যাওয়া মা'রেফত পুনরায় এ জামাতের মাধ্যমে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।'' তাই এ হারানো তত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেখানে আমাদেরকে আপন কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, যেখানে নিজেদের জন্য দোয়ার প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, সেখানে অন্যদের কাছেও এ হারানো মা'রেফতের পয়গাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নিজ সমাজে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ পয়গাম পৌঁছাতে হবে যে, এ যুগে মারেফতের তত্ব এখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। আস এবং এথেকে

কল্যাণমন্ডিত হও আর স্থায়ী জীবন লাভ করো।

তিনি (আ.) বলেন, ''আমি সত্য সত্যই বলছি যে, মসীহ্‌র হাতে জীবন লাভকারীরা মৃত্যু বরণ করেছে। কিন্তু আমাকে প্রদান কৃত পান পাত্র থেকে যে ব্যক্তি পান করবে, সে কখনই মরবে না। আমার বলা সেসব জীবন প্রদায়ীনি কথা, এবং আমার মুখ নিসৃত সেসব প্রজ্ঞা, যদি অন্য কেউ এর অনুরূপ বলতে পারে, তাহলে ভাববে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হইনি। কিন্তু এ প্রজ্ঞা ও মা'রেফত, যা মৃত হৃদয়সমূহের জন্য জীবন প্রদায়ীনির ক্ষমতা রাখে তা অন্য কোথাও হতে পাওয়া যাবে না। তাই তোমাদের কাছে এ অপরাধের কোন অজুহাত নেই যে, তোমরা এ উৎস ধারাকে অস্বীকার করেছ। আকাশে যা উম্মুক্ত করা হয়েছে, মাটিতে তাকে কেউ বন্ধ করতে পারে না। (লন্ডন থেকে প্রকাশিত,ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন-৩য় খন্ড,পৃষ্ঠা:১০৪)

সুতরাং এ ব্যাপারে এখন প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। একটি নতুন প্রেরণা নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। এটিও সর্বদা দৃষ্টিতে রাখবেন দোয়া ছাড়া মু'মিনের কোন কাজ পূর্ণতায় পৌঁছায় না। রমযানের এ দিন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিশেষ কৃপায় দান করেছেন, আমরা এর শেষ দশক অতিক্রম করছি। এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ দোয়া যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের অন্যসব দোয়াও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করবেন, (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)। আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাদের দোয়াতে তাঁর সৃষ্টির জন্য এক ব্যকুলতা দেখবেন, যখন মহানবীর উম্মতের জন্য ব্যকুলতা দেখবেন, যখন তাঁর ধর্মের প্রচারের জন্য ব্যকুলতা দেখবেন আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একাগ্রতার সাথে কৃত দোয়া দেখবেন, তখন স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিশ্চয় আমাদের অন্যান্য প্রয়োজন আপনা-আপনিই পুরো করবেন।

সুতরাং রমযানের যে বাকী কয়েকটি দিন রয়ে গেছে, নিজেদের আত্মাকে সতেজ করার জন্য, উম্মতে মুসলেমার জীবনের জন্য আর মানবতার জীবনের জন্য যদি আমরা বিশেষ দোয়ায় অতিবাহিত করি, তাহলে নিশ্চয় আমরা অনেক বড় একটি বিপ্লব সংঘটিত হতে দেখবো। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষতে তাঁর মসীহ্‌র আগমন সংবাদ দিচ্ছেন এবং এটি কেবল এক স্থানেই নয়, বরং বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সদাত্মাদেরকে জাগ্রত করছেন।

আসলে এটিতো আল্লাহ্‌র সত্ত্বায় আত্মবিলীনকারীর দোয়ার ফলাফল, যিনি তাঁর দোয়া দ্বারা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে লক্ষ লক্ষ মৃতকে সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই জীবন্ত করেছিলেন। এবং আজ তাঁর (সা.) সত্যিকার প্রেমিকের যুগও সেসব দোয়ারই কল্যাণ লাভ করছে, যা তিনি (সা.) তাঁর সত্যিকার প্রেমিকের যুগের জন্য করেছিলেন। আসলে এ যুগও মহানবী (সা.)-এরই যুগ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন যে, তাঁর (সা.) যুগতো তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে আরম্ভ হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই আমাদের এ যুগও মহানবী (সা.)-এরই যুগ।

সুতরাং যদি আমরা চেষ্টা করি, এবং সেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর দোয়ার মাধ্যমে নিজেকে এবং মানবতাকে জীবন্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে কোন সফলতা দেখি; তাহলে তা আমাদের কোন মহত্ত্ব বা আমাদের কোন দোয়া অথবা কোন কাজের প্রভাবে নয় বরং মনিব ও চাকরের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত অঙ্গীকারের ফলে হবে। আমাদের দোয়া যদি ফল ধারণ করে, তাহলে তা আল্লাহ্ তা'লার প্রেমাস্পদ ও তাঁর সত্যিকার দাসের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হবে, তারপর এ করুণার বারিধারা থেকে আমরাও আশিষ মন্ডিত হতে থাকবো।

সুতরাং এ অবশিষ্ট দিনগুলোতে ইসলামের বিজয়ের জন্য, উম্মতে মুসলেমার আধ্যাত্মিক জীবন, এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভের জন্য, নিজ আধ্যাত্মিকতার জন্য এবং নিজ জীবনের উন্নত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক আহমদীকে অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন নিদর্শনাবলী (প্রথম অংশ)

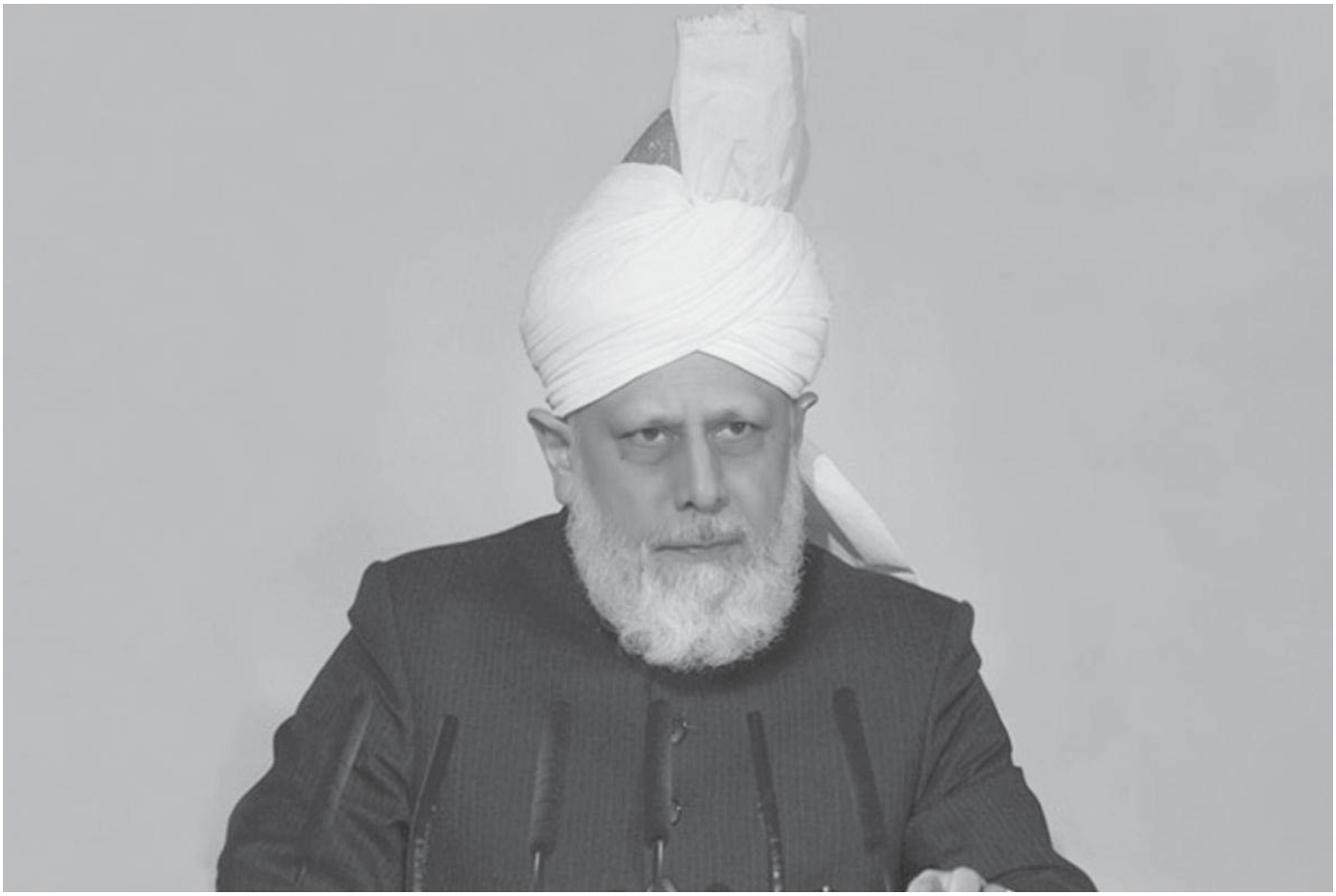

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(সূরা আল্ বাকারাহ্:১৩০)

গত খুতবায় মহানবী (সা.)-এর সত্বার বরাতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছিল, যাতে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত-সত্বায় চারটি বিষয় পূর্ণতা পাওয়া সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছিলেন, যা মহান রসূলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বা কামেল হবার ছিল। আমি তার উল্লেখ করে প্রথম বিশেষত্ব সম্পর্কে বলছিলাম,

“আল্লাহ্ তা’লা তাঁর নবী এবং তাদের জামা’তকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করেন। পূর্ববর্তী নবীদের বরাতে এ ধরনের অগণিত ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।”

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

অর্থাৎ, যে তাদের সম্মুখে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনায়। আমরা এ আয়াতের বিভিন্ন অর্থ জেনেছি অর্থাৎ নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক লীলা সম্পর্কিত আয়াতও রয়েছে, আল্লাহ্ তা’লার প্রতি মনযোগ আকৃষ্ট করার বিষয়ও রয়েছে, ঈমানের প্রতি পরিচালিত করার বিষয়াদীও আছে, শাস্তি থেকে রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতিও যা মনযোগ আকর্ষণ করে এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। এতে আকাশ ও পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড়-বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান রয়েছে এবং সমাজকে বা সভ্যতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শিক্ষাও এতে রয়েছে।

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা তাঁর এ আয়াত সম্পর্কে যা বলেছেন তা মহানবী (সা.) আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

যেভাবে অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, এ নবী, এ মহান রসূল তোমাদেরকে আমার আয়াত পাঠ করে শুনায় এবং এটি বিভিন্ন আঙ্গিকে অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন সীমা নেই। এর মধ্যে থেকে যে কয়টি আয়াত আমি নির্বাচন করেছি, তা পাঠ করছি।

গত খুতবার শেষে মুফাসসেরীনদের বরাতে এ আয়াতের একটি অর্থ শাস্তি বর্ণনা করে সূরা নবী ইস্রাঈলের (আয়াত.৬০)

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا

অংশটি উল্লেখ করেছিলাম; অর্থাৎ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। আল্লাহ্ তা’লা এ আয়াতটি পুরোপুরি এভাবে বর্ণনা করেন,

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝

(সূরা বনী ইসরাঈল:৬০)

এবং আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আমাদেরকে আর কিসে বাঁধা দিতে পারে কেবল তা ব্যতীত যে পূববর্তী লোকেরা এসবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই আমরা সামুদকে উজ্জল নিদর্শনরূপে একটি উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা এর ওপর যুলুম করেছিল। বস্তুতঃ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

মূলতঃ এ আয়াত এদিকে ইঙ্গিত করছে, আল্লাহ্ তা’লা তাঁর নবী এবং তাদের জামা’তকে সত্য প্রমান করার জন্য নিদর্শনাবলী প্রদান করেন এবং

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ

অর্থাৎ আমাদের নিদর্শন প্রেরণে, আপন নবীদের সমর্থনে নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করতে, অলৌকিক লীলা প্রদর্শনে আমাদেরকে আর কিসে বাঁধা দিতে পারে? সুতরাং আল্লাহ্ তা’লা, যিনি সকল জাতির মূল উৎস, মহাপরাক্রমশালী এবং প্রবল ক্ষমতাধর, তিনি যেখানে এদ্বারা সেসব মানুষকে সাবধান করেছেন যে, সামুদের উষ্ট্রীর নিদর্শন থেকে শিক্ষা নাও, সেখানে এ বিষয়টি বর্তমান যুগের লোকদের জন্যও আর বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্যও।

কেননা, পবিত্র কুরআনের আয়াত তোমাদের সম্মুখে এ সর্বশেষ নবী ও মহান রসূল (সা.) উপস্থাপন করেছেন এজন্য, যেন তোমরা যারা পাঠক, তারা এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকো। এটি মনে করো না যেন, পুরোন মানুষদের ঘটনা, তাই

“নিদর্শন দু’ প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ লয় ও ধ্বংসের নিদর্শন, যাকে ক্রোধের নিদর্শনও বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ঃ সুসংবাদ বা প্রশান্তি, যাকে রহমতের নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।”

কাহিনীতে রূপ নিয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা অলৌকিক নিদর্শন দেখানো ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এখনও ক্ষমতা রাখেন, তাই কখনো উদাসীন হয়ো না এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ো না। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যে এ ঘোষণা করে যে, চৌদ্দ শতাব্দী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সম্পর্কে করো আর সেসব নিদর্শদ দেখ যা খোদাতা’লা তাঁর মসীহ্ ও মাহ্‌দীর জন্য প্রদর্শন করছেন, একে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখো না। মিথ্যা এবং কুফরীর চরম সীমায় পৌঁছে তার শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়ো না। তাঁর মান্যকারীদের মনে আঘাত দিয়ে মনে করো না যে, নিদর্শন প্রদর্শনকারী খোদা তাঁর শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন বা তাঁর এ কর্ম শেষ হয়ে গেছে। وَمَا مَنَعَنَآ বলে আল্লাহ্ তা’লা যে বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করছেন, তা নিয়ে চিন্তা করো। আল্লাহ্ তা’লা এ ঘোষনা করছেন, আমরা মন্দ পরিনাম থেকে রক্ষার জন্য নিদর্শন প্রদর্শন করি। আজও আল্লাহ্ তা’লা অনেক নিদর্শন দেখাচ্ছেন কিন্তু যাদের দৃষ্টি-শক্তি আছে, কেবল তারাই তা দেখতে পায়।

মোটকথা পুরোনো নবীদের বরাতে এমন অগণিত ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সেসব আয়াতে যা বর্ণিত হয়েছে, যাতে অতীত নবীদের জাতির কথা উল্লেখ আছে। এটি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা’লা তাঁর নবীদের সমর্থনে অলৌকিক-নিদর্শন প্রদর্শন করেন, আর কিভাবে মো’জেজা বা নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং কিভাবে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। এসব কিছু, যা পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বলেছে, তা-কি শুধুমাত্র গল্প-কাহিনী শুনানোর জন্য? না কি তোমরা যা চাও তার নিশ্চয়তা দিতে বলেছে? চাইলে মন্দকর্মে ডুবে থাকো, অন্যায় করতে থাকো, নির্যাতন করো, বাড়াবাড়ি করো, তোমাদেরকে কিছুই বলা হবে না? যদি তোমাদের ভাবনা এমন হয়, তাহলে এটি আল্লাহ্‌র সত্তার ওপর অনেক বড় একটি অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। সুতরাং বুদ্ধিমান সে, যে এসব দৃষ্টান্তপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা’লার কুদরত ও শক্তি অসীম, তাই তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তাই এমন নয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যও সেই নিদর্শনই দেখাবেন যা হযরত নূহ্ (আ.)-এর জন্য বা লুত, সামুদ ও আদ জাতির জন্যও সেই একই ধরনের নিদর্শন প্রকাশ হবে। কাউকে আল্লাহ্ তা’লা একভাবে শাস্তি দিয়েছেন, আবার কাউকে অন্যভাবে।

তাই সর্বদা আল্লাহ্ তা’লার ভয়-ভীতি হৃদয়ে ধারণ করা উচিৎ, যাতে আমরা আল্লাহ্ তা’লার রহমত ও ফযল আকর্ষণকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা’লা পরম দয়ালু। কেবল শাস্তির নিদর্শনই দেখান না বরং শুভসংবাদও প্রদান করেন। শাস্তি তখনই দেন, যখন মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়। ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের অনেকে বলেন, কুরআন করীমে জোর-জবরদস্তি ও শাস্তির কথাই বেশি বর্ণিত হয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

(সূরা আল্ আরাফ.১৫৭)

অর্থাৎ আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আল্লাহ্ তা’লার দয়ার ফলেই অনেক শাস্তি অপসৃত হয় অথবা দীর্ঘ অবকাশ লাভ হয়। তাই বান্দার কাজ হচ্ছে ইস্তেগফার করা, তওবা করা, বারবার আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমা লংঘনের চেষ্টা না করা। সুতরাং সৌভাগ্যবান মুসলমানরা, আমাদেরকে এ সীমা সম্পর্কে অবহিত করে এবং সেসব ঘটনাকে চিহ্নিত করে, যা সেসব জাতির জন্য নিদর্শনে পরিণত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা’লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। তাই সেসব বিধি-নিষেধের ওপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এসব বিধি-নিষেধকে শ্রদ্ধা করুন, যাতে মু’মেন হয়ে, সৎকর্ম সম্পাদন করে সেসব শুভসংবাদের অংশীদার হোন, সেসব শুভসংবাদ থেকে অংশ লাভকারী হোন, যা আল্লাহ্ তা’লা মু’মেনদের জন্য নির্ধারণ

করে রেখেছেন, আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন,

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ

(সূরা আল্ কাহ্ফ: ৩)

এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের প্রভুর সন্নিধানে তাদের জন্য উত্তম পুরষ্কার নির্ধারিত আছে। যিনি উত্তম প্রতিদান লাভকারী সত্যিকার মু'মিন, তিনি ধারাবাহিক অনুশীলনে ব্রতী হন আর তাতে সৎকর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা থাকে, এভাবে নিরন্তর পুণ্যকর্ম করতে থাকে। পরিশেষে অবস্থা এমন সুদৃঢ় হয়, যার ফলে ঈমানের স্খলন ঘটে না। কামেল গ্রন্থ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা নিদর্শনে ভরপূর, তাতে পূববর্তীদের নিদর্শনাবলীর ঘটনাও বিবৃত হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য এতে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

সুতরাং এথেকে মু'মিনের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়াদী নিয়ে যারা চিন্তা করে আর পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করে, তারা উত্তম পুরষ্কার লাভ করতে পারে। নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা করে হুযূর (আই.) বলেন, দু' প্রকার নিদর্শন হয়ে থাকে; শুভসংবাদরূপী এবং সতর্কতা মূলক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"স্মর্তব্য যে, নিদর্শন দু' প্রকার। (১) ভয়-ভীতি ও শাস্তির নিদর্শন, যাকে প্রতিশোধমূলক নিদর্শনও বলা যেতে পারে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার আযাব এসে থাকে। (২) শুসংবাদ ও প্রশান্তিরূপী নিদর্শন, যাকে কৃপা নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। শক্ত কাফের, বক্র হৃদয়, অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক এবং ফেরআউনী প্রকৃতির লোকদের জন্য ভয়-ভীতির নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যাতে তারা ভয় পায় আর খোদাতা'লার প্রতিশোধ ও প্রতাপের রুদ্রমূর্তি তাদের মনে রেখাপাত করে।

এবং সুভসংবাদবাহী নিদর্শন সেসব সত্যান্বেষী ও নিষ্ঠাবান মু'মিন এবং সত্যানুসন্ধানীর জন্য প্রকাশিত হয় যারা হৃদয়ের দৈন্যতা ও বিনয়দ্বারা পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমানকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী। সুসংবাদ সম্বলিত নিদর্শনদ্বারা ভয়-ভীদি প্রদর্শন উদ্দেশ্য নয় বরং তাঁর এসব অনুগত বান্দাদেরকে প্রশান্তি দেয়া আর ঈমান ও বিশ্বাসের অবস্থাকে উন্নীত করা, তাদের ব্যাকুল হৃদয়ে স্নেহ ও প্রশান্তির পরশ বুলানোই এর মূল উদ্দেশ্য। তাই মু'মিনরা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সর্বদা সুসংবাদরূপী নিদর্শন লাভ করে আর ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হতে থাকে। সুসংবাদের নিদর্শনে মু'মিন প্রশান্তি লাভ করে আর সে ব্যকুলতা যা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত, তা দূর হতে থাকে এবং মনে স্বস্তি ফিরে আসে।

আল্লাহ্‌র কল্যাণময় গ্রন্থের পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলে মু'মিন তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুসংবাদরূপী নিদর্শন লাভ করতে থাকে।" যদি সত্যিকার অর্থেই খোদা তা'লার কিতাব এর ওপর আমলকারী হয়, তাহলে শেষ দিন পর্যন্ত সে সুভসংবাদ পেতে থাকবে। "এবং শান্তি ও সুখ প্রদায়ীনি নিদর্শন তার ওপর অবতীর্ণ হতে থাকে যাতে সে বিশ্বাস ও তত্বজ্ঞানে অশেষ উন্নতি করতে থাকে আর বিশ্বাসের চুড়ান্ত মার্গে উপনীত হয়। এবং সুসংবাদরূপী নিদর্শনবলীতে আরেকটি সৌন্দর্য হচ্ছে, যেভাবে মু'মিন তা অবতীর্ণ হবার ফলে, বিশ্বাস, মা'রেফাত ও ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান হয় অনরূপভাবে সে নিয়মিত আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি দর্শন করে।" অর্থাৎ সে সেসব জিনিষ দেখে যা খোদার নিয়ামত ও তার অনুগ্রহ। "গোপন এবং প্রকাশ্য' যেসব অনুগ্রহরাজি এবং পুরষ্কারসমূহ প্রকাশ্য বা গোপন সবই "সুসংবাদরূপী নিদর্শন, যা আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ ও সম্মানে ভরা থাকে, ভালবাসা ও প্রেমে প্রতিনিয়ত আপ্লুত হতে থাকে।

এ ধরনের নিদর্শন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামত এবং অনুগ্রহরাজি, যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একজন মানুষের ওপর অবতীর্ণ, তা শুভসংবাদবাহী নিদর্শন হয়ে থাকে আর এর ফলে একজন মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ও প্রেমে মগ্ন হতে থাকে। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, ".....পবিত্র কুরআনে শুভসংবাদ সম্বলিত নিদর্শনাবলীর যথেষ্ট বিবরণ রয়েছে উপরন্তু তিনি এ নিদর্শনকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; বরং একটি স্থায়ী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কুরআন শরীফের সত্যিকার অনুসারী, সর্বদা এ নিদর্শনাবলী দেখতে থাকবে। যেভাবে আল্লাহ্ বলেছেন,

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(সূরা ইউসুস:৬৫)

অর্থাৎ বিশ্বাসীরা ইহকালে এবং পরকালেও শুভসংবাদের নিদর্শন দেখতে থাকবে; এর মাধ্যমে তারা পার্থিব ও পর জগতে মা'রেফত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সীমাহীন উন্নতি করতে থাকবে।" এমন উন্নতি করতে, থাকবে যা কখনই শেষ হবে না। ''এগুলো খোদার কথা, যার কোনও নড়চড় হবে না।

হুযূর (আই.) বলেন, ''সুসংবাদরূপী নিদর্শন লাভ করা, এটিই চরম উৎকর্ষ (অর্থাৎ এটি এমন কাজ, যা ভালবাসা ও তত্বজ্ঞানের সীমাহীন উৎকর্ষতায় পৌঁছে দেয়)। ....যদি খোদা তা'লার সকল নিদর্শনকেই প্রতিশোধমূলক নিদর্শনে সীমাবদ্ধ জ্ঞান করে এ আয়াতের এরূপ অর্থ করা হয় যে, আমরা কেবল ভয়-ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করি, অন্য আর কোন উদ্দেশ্য নেই, তাহলে এ কথা একেবারেই অনর্থক, বাহ্যিকভাবে অর্থহীন কথা। যেভাবে এখনই বলা হয়েছে যে, দু'টি উদ্দেশ্যে নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়, হয় ভয় দেখানো নতুবা শুসংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে। (উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কৃত সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৬০ নাম্বার আয়াতের তফসীর থেকে)

এ হচ্ছে দু'প্রকার নিদর্শনের প্রকৃত কারণ। মু'মিনদের জন্য বিভিন্ন শুসংবাদ রয়েছে। সেসব নিদর্শন যা তাকে পুণ্যে এবং ত্বাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নীত করবে, তারপর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দান করবে। যদিও অবিশ্বাসীর বেলায়,

"পাকিস্তানে অবর্ণনীয় ভয়ানক-পরিস্থিতির কারণে গোটা বিশ্বের আহমদীদেরকে পাকিস্তানী আহমদীদের জন্য এবং তাদের দেশের জন্য দোয়ার আবেদন।"

অস্বীকারকারীর জন্য এতে সতর্কবাণী রয়েছে, প্রতিশোধমূলক নিদর্শন আছে। আর যারা এ সত্যকে বুঝে না যে, আল্লাহ্ তা'লার কোন কর্ম কখনই সীমিত নয়, তাদেরকে এটি বুঝানো হয়েছে আর পবিত্র কুরআনের সতর্কীকরণ সম্পর্কীত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়ছে, যাতে তারা এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। সুতরাং সে-ই বুদ্ধিমান, যে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ইহ ও পরকালকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বরাতে একথা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী দেখে কারা ঈমান আনে, তাদের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, অথবা কেমন গুণাবলী বিদ্যমান থাকলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি ঘটে? উদাহরণস্বরূপ সূরা ইব্‌রাহীম-এ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ
وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

(সূরা ইব্‌রাহীম:৬)

এবং আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলীসহ এ বলে পাঠিয়েছিলাম যে, 'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে আন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনগুলি স্মরণ করাও।' নিশ্চয় এতে প্রত্যেক পরম-ধৈর্য্যশীল, কৃতজ্ঞ লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

এখানে হযরত মূসা (সা.)-এর উল্লেখ করে সে অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা থেকে মূসা এবং তাঁর জাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা ছিল ধৈর্য্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আর বলা হয়েছে, এ ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতায় অনেক নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং কুরআন করীমে একথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানরাও যেন এ বিষয়টি বুঝে। কিন্তু ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার অর্থ এটিও নয় যে, যাই হোক, যেভাবেই হোক, যে অবস্থায়ই হোক না কেন তোমরা ঘরে বসে থাকবে আর বলবে, আমরা ধৈর্য্য ধরছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পুরষ্কারের এভাবে মূল্যায়ন করো, যাতে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পাবে, অল্পে তুষ্ট হওয়া আর ধৈর্য্যও প্রকাশ পাবে।

মহানবী (সা.), যিনি হযরত মূসার চেয়েও শরীয়তের ব্যাপক নির্দেশাবলী নিয়ে এসেছেন, যদ্দারা ধর্ম পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তাই তাঁর (সা.) মান্যকারীদের ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার মানও অনেক উন্নত হওয়া উচিৎ। তাহলেই তারা এসব পুরস্কারের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হবে, যারা তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসার জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত পুরস্কারের মূল্যায়ন করেছে, ততদিন কল্যাণ লাভ করেছে।

যখন পুরষ্কারের কদর করেনি, তখন তাদের কাছ থেকে নিয়ামত কেঁড়ে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা একটি নিরবধি কর্ম ও সংগ্রাম দাবী করে। ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের সাথে সে পুণ্যের পথে পরিচালিত হবার নাম ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা; সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। লাগাতার এ আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় রত থাকা প্রয়োজন, যা কুরআন করীমের অনুপম-শিক্ষার আলোকে করতে হবে, যার মধ্যে আত্মশোধনও আছে আর তবলীগও, আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশও আছে আর এসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন আর এগুলোই ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার আওতাভূক্ত, যাতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে; এবং এ পুরষ্কারের ফলে একজন বান্দা, একজন মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লার এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে যে, যখন ইসলামের অবস্থা চরম শোচনীয় ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ ও মাহদী মা'হুদ এর আকারে খোদার একজন পাহলোয়ান আবিভূত করেছেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাস। সে-ই মহান রসূলের দাস, যিনি মূসার উম্মতের চেয়েও চরম অন্ধকারে নিপতিতদেরকে জৌতির্মন্ডিত করেছেন।

“মু’জেযা দেখানো এবং শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা’লা এখনও পূর্ণ ক্ষমতবান। আজও আল্লাহ্ তা’লা নিদর্শনাবলী দেখাচ্ছেন, কিন্তু যাদের দৃষ্টি শক্তি আছে কেবল তারাই দেখতে পায়।”

হযরত মূসা (আ.)-এর উপমা দেয়ার অর্থ এটি নয় যে, মূসা (আ.)-এর মোকাম মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বড় ছিল,তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করো।

বরং উপমা দেয়ার কারণ হচ্ছে, আমরা রসূলদেরকে এ উদ্দেশ্য প্রেরণ করি, যাতে তাঁরা জাতীকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন, আর যে জাতি তা লাভ করার পর অর্থাৎ জ্যোতি লাভ করার পর এতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারা (আয়াতুল্লাহ্) আল্লাহ্‌র নিদর্শনে পরিণত হয়। যে অলস, ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দেখায় না, তার কাছ থেকে নিয়ামতরাজি কেড়ে নেয়া হয়।

তাই আল্লাহ্ তা’লা বলেন, হে রসূল (সা.)! মুসলমানদেরকেও বলে দাও, যদি তারা এ নীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তা’লার সেসব নিদর্শন, যা শুভসংবাদরূপী নিদর্শন, তার প্রাপক সাব্যস্ত হবে। তাই এ নীতি অবলম্বন করে সেই নিয়ামতেরও মূল্যায়ন করো, যা আল্লাহ্ তা’লা বর্তমান যুগে মসীহ্ মাওউদ রূপে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে হারানো সম্মানের পুনরুদ্ধার হয়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘ওয়া যাক্কিরহুম বিআইয়্যামিল্লাহি’ অর্থ- তাদেরকে আল্লাহ্‌র ‘দিন’ স্মরণ করাও। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার একটি পদ্ধতি আল্লাহ্ তা’লা এখানে বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ্ তা’লার নিয়ামতরাজির প্রতি মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করো। তাদেরকে বলো, মু’মিনদের সাথে কত সুসংবাদ যুক্ত আছে, মু’মিনদের জন্য কি-কি পুরস্কার আছে। দ্বিতীয়ত: শাস্তির ভয় যেন দেখানো হয়।

পবিত্র কুরআন এ অবস্থা সংরক্ষণ করে মুসলমানদেরকে স্থায়ী উপদেশ দিয়েছে যে, সর্বদা তোমাদের দৃষ্টি আল্লাহ্ তা’লার নিয়ামতরাজির প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিৎ। দ্বিতীয়ত: তার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ, অবিশ্বস্ত ও অবাধ্যতার কারণে যে শাস্তি পায়। যে আযাব ভোগ করে তার প্রতিও তাকাও। তাহলেই একজন মানুষ শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। আল্লাহ্ তা’লা প্রত্যেককে এ বিষয়টি বোঝার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করুন।

আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনের সূরা আন্ নাহ্‌ল’ এ বলেন

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

(সূরা আন্ নাহ্‌ল:৬৬)

এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যমিনকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। যারা কথা শুনে, তাদের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

এ পানি বর্ষিত হবার বিষয়ে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, এতে সে-জাতির জন্য নিদর্শন আছে, যারা কথা শুনে। অর্থাৎ শ্রবণকারীদের জন্য পানি বর্ষণই নিদর্শন। অথচ এ সূরারই পূর্বোক্ত আয়াতের এক স্থানে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘ওয়াল্লাহু আনযালা মিনাস্ সামা ই মাআল্লাকুম’ এই যে পানি বর্ষিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ পানি আমি তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছি।

এ সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে বলেন, এ পানি তোমরা পানও করো আর জীব-জন্তুরাও পান করে, তোমাদের ফসল এবং গাছপালাও এর দ্বারাই বেঁচে থাকে, যা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। কিন্তু আমি এখনই যে আয়াত পাঠ করেছি, যেভাবে আমি বলেছি আর অনুবাদে দেখেছি এতে যমীনকে জীবিত করার জন্য যে বানি বর্ষিত হয়েছে, তাতে শ্রবণকারীদের জন্য

নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু শোনার সাথে পানির কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, পিপাসা নিবারণ এবং ফসল ও গাছপালা উৎপাদনের সাথে পানির সম্পর্ক রয়েছে। তাই এখানে শোনার সাথে পানি বর্ষণকে একসাথে বর্ণনা করার অন্য কোন অর্থ হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

তাই যখন এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত দেখি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি, যাতে সে বিষয় সম্পর্কে পূবর্বর্তী উম্মতরা যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, (প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক বলে মনে করে) সে মতভেদকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে, যাতে সঠিক শিক্ষা ও প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারে। এবং যারা এর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এর মাধ্যমে হেদায়াত ও পথনির্দেশনা লাভ করে। আর এ বিশ্বাসীদের জামা'ত এমন হয়, যাদের প্রতি রহমত নাযেল হয়। তারপর আমার পঠিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মৃত-যমীনে প্রাণ সঞ্চার করার মধ্যে শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে।

সুতরাং এখানে পানির অর্থ হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক পানি' যা নবীদের মাধ্যমে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়, যা সবচেয়ে উন্নত ও স্বচ্ছ অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যা অনেক মৃতকে পুনর্জীবন দান করেছে। পুরোনো উম্মতের মধ্যে যেসব মতবিরোধ বা বিবাদ ছিল তা দূর করেছে, মতবিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। সুতরাং এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা শ্রবণকারীদের জন্য জীবন প্রদায়ী কালাম।

এখানে শোনার অর্থ কেবল শোনাই নয় বরং একে গ্রহণ করে এর ওপর আমলও করা। এ শিক্ষার ওপর অনুশীলনকারীদের জন্য এ আধ্যাত্মিক পানি উপকারী কিন্তু তাদের জন্য নয়, যারা ফির্কাবাজী বা দলাদলীর ঘেরাটোপে বন্দী, আর এ কিতাব থাকা সত্বেও নিজেদের ফির্কাবাজীর কারণে এথেকে উপকৃত হতে পারে না। এর অদ্ভুত তফসীর ও ব্যাখ্যা করা হয়। মুসলমানরা এ জীবন প্রদায়িনী পানিকে এ কারণে নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করেছে যে, তারা একে বুঝতে পারেনি।

এ-যুগ যাতে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের আবির্ভূত হবার কথা, তারাই কল্যাণ লাভ করতে পারে যারা এ সত্যিকার প্রেমিকের তফসীর অত্যন্ত মনযোগের সাথে শ্রবন করে যাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশনা দিয়েছেন আর যিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই ঘোষণা করেছেন, 'আমি সে পানি, যা আকাশ থেকে নির্ধারিত সময়ে বর্ষিত হয়েছে'।

সুতরাং এখন কুরআনের কল্যাণের ঝরনাধারাও এ খাঁটি প্রেমিকের সাহচর্যে প্রবহবান হবে। তাই এটি বুদ্ধিমানদের জন্য চিন্তা-ভাবনার বিষয়। শ্রবণ শক্তির অধিকারীদের জন্য এতে শোনার মত বাণী আছে। তাই মনযোগ দিন আর শুনুন।

এরপর আরেক স্থলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٤﴾

(সূরা হুদ: ১০৪)

এতে নিশ্চয় তাদের জন্য এক নির্দশন আছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। এটি সেই দিন যেদিন, সমগ্র মানব মন্ডলীকে সমবেত করা হবে, এবং এটি সেই দিন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করবে।

সুতরাং যখন পূর্ববর্তী জাতির মাঝে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনাবলী একজন মু'মিন পাঠ করে, অর্থাৎ- যুলুম ও নির্যাতনের ফলে তাদের ওপর আযাব এসেছে, অথবা সেসব আয়াত পাঠ করে, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি যুলুম ও অত্যাচারীকে ধৃত করবো আর পরকালের শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি, তখন একজম মু'মিনের অন্তর কেঁপে উঠে, সে আরো বেশি আত্ম সংশোধনের চেষ্টা করে, সব ধরনের যুলুম থেকে স্বয়ং নিজেকে রক্ষা করার, দূরে রাখার চেষ্টা করে।

"আল্লাহ্ তা'লার দয়ার ফলেই অনেক শাস্তি অপসৃত হয় অথবা দীর্ঘ অবকাশ লাভ হয়। তাই বান্দার কাজ হচ্ছে ইস্তেগফার করা, তওবা করা, বারবার আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমা লংঘনের চেষ্টা না করা।"

বরং একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য এবং মহানবী (সা.)-ও আমাদেরকে এটিই শিখিয়েছেন এবং এ আদর্শই আমাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, যখন মেঘ ও ঝরবৃষ্টি ইত্যাদি আরম্ভ হতো আর তিনি (সা.) তা দেখতেন, তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার দোয়া করতেন, আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় লাভের জন্য দোয়া করতেন। তাই মু'মিন এসব বিষয় দেখার পর আত্ম-বিশ্লেষণ করে, আর তার মধ্যে ভয় ও ভীতির সৃষ্টি হয়। আযাব এবং পূর্ববর্তী ঘটনাবলীই মু'মিনকে আত্মার সংশোধনের প্রতি মনযোগী করে।

আল্লাহ্ করুন যেন মহানবী (সা.)-এর উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হবার দাবীকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এ সত্যকে হৃদয়ের গভীরতম স্থান থেকে এটা অনুভবকারী হয় যে, যুলুম-নির্যাতন,

সীমাহীন অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহ ও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে ব্যবহার করা খোদার দৃষ্টিতে শাস্তি যোগ্য (অপরাধ)। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আহমদীদেরকে এ বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি বুঝার তৌফিক দিন।

একটি দোয়ার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। যেভাবে আপনারা সবাই জানেন যে, বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা অবর্ণনীয়। বাহ্যত মনে হয় প্রশাসনও একেবারেই অপারগহয়ে গেছে, না থাকারই মত এবং সবকিছুই সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থীদের হাতে। ইসলামের নামে ইসলামী-শিক্ষার পরিপন্থী কর্মকান্ড হচ্ছে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-তো বলেন, যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করে, সে মুসলমানই নয়, আর এখানেতো সবাই একে অন্যকে মারার জন্য ক্ষেপে আছে। প্রত্যহ বিভিন্ন জন প্রাণ হারাচ্ছে। সন্ত্রাস সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অনেক শিশু এতীম হচ্ছে, অনেক মহিলা বিধবা হচ্ছে। অনেকের ঘর-সংসার বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে, এরা কোন দিকে যাচ্ছে। তাই দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন।

এদেশ প্রতিষ্ঠার পিছনেও আহমদীদের অংশ আছে। এদেশ প্রতিষ্ঠার সময়ও আহমদীদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। এদেশ গঠনের সময়ও আহমদীরা রক্ত দিয়েছে। এদেশের নিরাপত্তার পিছনেও আহমদীদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। আর এটি দেশের প্রতি ভালবাসারও দাবী, আজও যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হই। কেননা বর্তমানে যে পরিস্থিতি, এমনিতেও আমাদের কাছে আর কোন শক্তি নেই যদ্দারা যুলুম প্রতিহত করতে পারি। যুলুম'কে প্রতিহত করার জন্য আমাদের কাছে একটি অস্ত্রই আছে, তাহলো দোয়া। তাই দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনযোগ নিবদ্ধ করুন।

পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরাও অনেক বেশি দোয়া করুন। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসরত পাকিস্তানী-আহমদীরাও এদেশের জন্য দোয়া করুন। বরং বিশ্বে বসবাসকারী অ-পাকিস্তানী আহমদীরাও দোয়া করুন, কেননা সেসব দেশের প্রতিও পাকিস্তানী আহমদীদের অনুগ্রহ আছে, কারণ তারাই প্রথমে সেখানে গিয়ে সে-যুগে ইমামের বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং তাদেরকে সেপথ দেখিয়েছেন আর তাদেরকে সে শিক্ষা অবহিত করেছেন, এই ঐশী-পানি সম্বন্ধে অবহিত করেছেন, যা সেযুগের ইমামের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই অনুগ্রহের প্রতিদান স্বরূপও আমি মনে করি, বর্তমানে প্রত্যেক আহমদীকে পাকিস্তানী আহমদী এবং তাদের দেশের জন্য দোয়া করা উচিৎ।

পাকিস্তানে বসবাসরত আহমদীরা নিজেদের সমাজেও এদিকে দৃষ্টি রাখুন। অন্যদের মধ্যে এর কিছু না কিছু প্রভাব পড়ে। তাদের মনযোগ আকর্ষণ করুন যে, তোমরা কোন পথে ধাবিত হচ্ছ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে একটি দেশ দেয়ার মাধ্যমে যে অনুগ্রহ করেছিলেন, যেখানে তোমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছো, কেন একে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছ। যে জাতি নিয়ামতের মূল্যায়ণ করে না, তাদেরকে অবশেষে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সুতরাং যেভাবে আমি বলেছি, পাকিস্তানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক, যতটুকু সম্ভব আপন সমাজের (লোকদের) মনযোগও এদিকে আকৃষ্ট করুন, আর অনেক বেশি দোয়া করুন, বরং বিশ্বের সর্বত্র বসবাসকারী আহমদীর উচিৎ দোয়া করুন এবং অনেক বেশি দোয়া করুন। অবস্থা চরম খারাপের দিকে যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং যে বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে অথবা গোলাগুলি চলছে অথবা নিহত হচ্ছে, এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চিন্তা-ভাবনা করে কোন উপায় খোঁজা, বুদ্ধিমত্তার সাথে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরিবর্তে পুনরায় মারধর-ভাংচুর এবং ধ্বংসের দিকে প্রয়াস নিবদ্ধ করলে তাতে আরো ব্যপক ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে। প্রত্যহ ডজন ডজন মানুষ মরছে।

এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করছি, যাতে আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক দেন। এমনিতে সাধারণ জনগণ ভালো, বেশিরভাগ জনতা এর সাথে জড়িত হয় না, কিন্তু উগ্রগোষ্ঠী, যারা দেশকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, যদি তাদের ভাগ্যে এটিই নির্ধারিত থাকে যে, তারা বিবেক-বুদ্ধি লাভ করবে না, যদি আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত এরূপই হয়, তাহলে কমপক্ষে তারা যেন সত্বর ধৃত হয় যাতে দেশ নিরাপদ থাকে, সুশীল সমাজ নিরাপদ থাকে, আর শিশুরা নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ করুন, যেন এ দেশে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue, Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

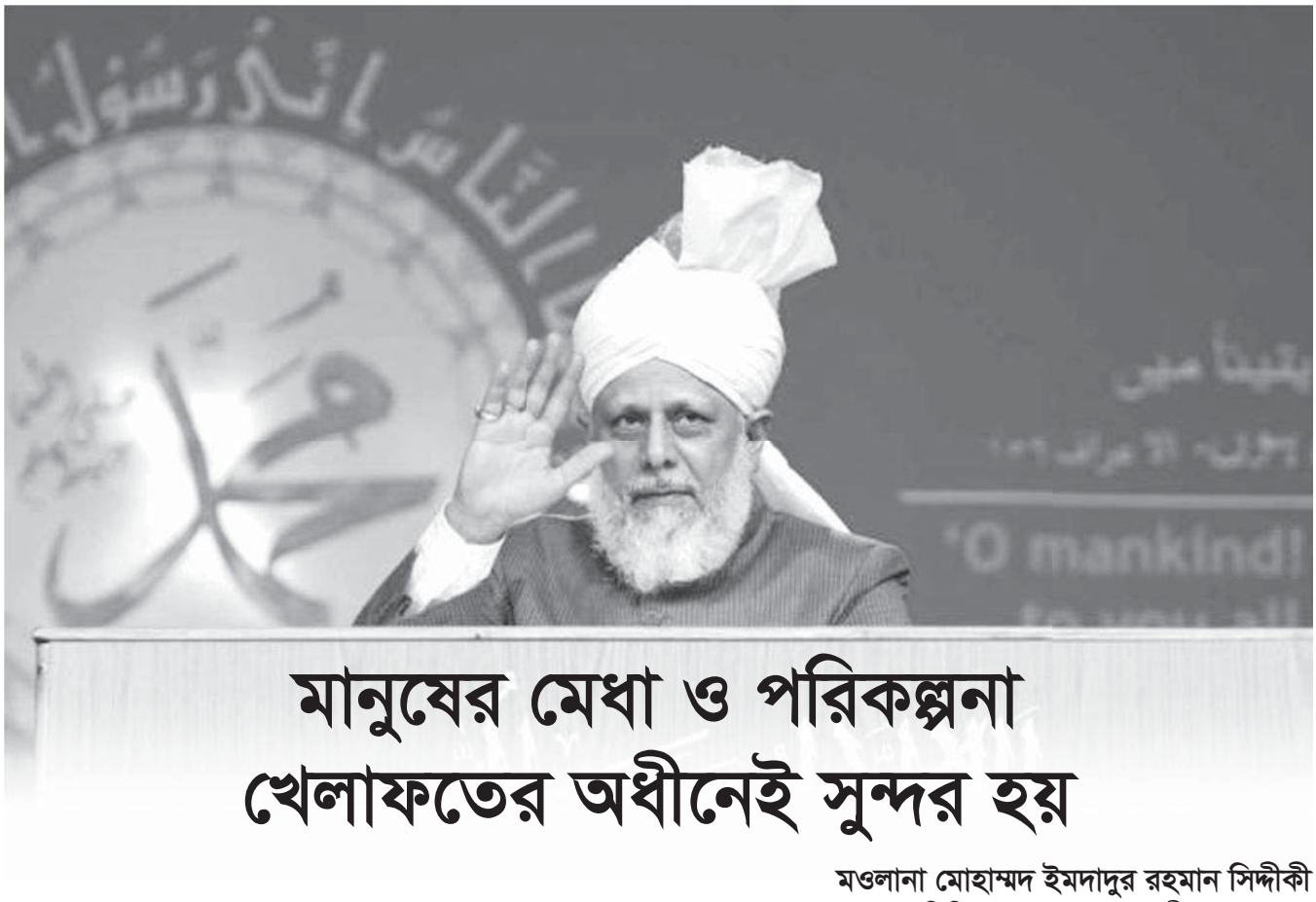

মানুষের মেধা ও পরিকল্পনা খেলাফতের অধীনেই সুন্দর হয়

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

খলীফা একটি আরবী শব্দ। কুরআন শরীফে, হাদীসে এবং ইসলামী ধর্মীয়-সাহিত্যে বহুল আলোচিত শব্দ এটি। খলীফা শব্দের মূল ধাতু খা লাম ফা। খলফ থেকে খলীফা শব্দ এসেছে। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত। একজন চলে তার স্থান গেলে যে প্রাপ্ত হন, তিনি তার খলীফা বলে পরিচিত হন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, খলীফা তাকে বলে যিনি একজনের পেছনে আসেন এবং তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হন। (বদর কাদিয়ান, ৬জুলাই, ১০০৫ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল মুস্‌লেহুল মাওউদ (রা.) তাঁর 'তফসীরে কবির' গ্রন্থে সূরা নূরের আয়াতে এসতেখলাফের ব্যাখ্যায় খলীফা শব্দের অর্থ লিখেছেন-

"খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত। যেমন হযরত মুসা (আ.) যখন চল্লিশ দিনের জন্য নিজ জাতির লোকদেরকে ছেড়ে আল্লাহর আদেশে একস্থানে গেলেন, তখন হযরত হারুন (আ.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন। বলে গেলেন-"উখলুফনি ফি কাওমি",অর্থাৎ, "তুমি আমার জাতির মাঝে (আমার অবর্তমানে) আমার প্রতিনিধিত্ব কর"। (সূরা আরাফ, ১৪৩ আয়াত)

হযরত ইমাম ইবনে আছির লিখেছেন-

"খলীফা তাকে বলা যায়, একজন চলে গেলে যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন।" (আননেহায়াহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯)

হযরত ইমাম আল্লামা বায়যাভি তাঁর তফসীরে লিখেছেন-

"খলীফা তিনি, যিনি অন্য একজনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং 'নায়েব' (অবর্তমানে যিনি দায়িত্ব পালন করেন) হিসাবে কাজ করেন"। সুতরাং নবীর ইন্তেকালের পরে যিনি তাঁর (আ.) স্থলাভিষিক্ত হন, তাকে তাঁর (আ.) খলীফা বলা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত হয়ে যিনি আল্লাহ্‌র দীনকে (ধর্ম) উজ্জীবিত করেন বা 'তাজদীদে দীন' করেন। নবীগণের পরবর্তী কালে অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। এই অন্ধকার দূর করার জন্য যারা নবীর স্থলাভিষিক্ত হন, তাদেরকে খলীফা বলা হয়।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩, দৈনিক আল ফযল, রাবওয়াহ্ ২৬ মে ২০০৩ইং)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচিত শাহাদাতুল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন-

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা নবী বা রসূলের স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা হতে পারেন যারা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার দিক থেকে রসূলের যিল্ল বা ছায়া স্বরূপ হন, নিজেদের মধ্যে রসূলের গুণাবলী রাখেন। তাই তো হযরত রসূলে করীম (সা.), যালেম বাদশাহ্‌দের জন্য খলীফা শব্দের ব্যবহার হোক বা প্রযোজ্য হোক এটা পছন্দ করেননি। কারণ খলীফা প্রকৃত অর্থে রসূলের যিল্ল বা ছায়া স্বরূপ হয়ে থাকেন। একজন মানুষ যেহেতু অনন্তকাল জীবিত থাকে না, তাই আল্লাহ তা'লা চেয়েছেন, রসূল

যাঁর পবিত্র সত্ত্বা পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, এ সত্ত্বা যেন কিয়ামত পর্যন্ত ছায়ার আকারে বা প্রতিচ্ছবি আকারে মানুষের মধ্যে থেকে যায়। তাই তিনি খেলাফতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যেন কোন কালেও রেসালত বা নবুওয়তের বরকত (কল্যাণ) থেকে মানব সমাজ বঞ্চিত না হয়।" (রূহানী খাযায়েন, ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

"আমি তোমাদেরকে নসিহত (হিতোপদশে) করছি, তোমরা যত বুদ্ধিমানই হও না কেন, যত বড় পরিকল্পনাকারীই হও না কেন, তোমরা নিজেদের বুদ্ধি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ধর্মের জন্য কোন কল্যাণ সাধন করতে পার না। তোমাদের বুদ্ধি তোমাদের মেধা, তোমাদের পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন কখনই পাবে না। সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও, তবে স্মরণ রেখ, যতদিন তোমাদের উঠা-বসা, চাল-চলন, দাঁড়ানো বা বসে থাকা বা যাত্রা করা, তোমাদের কথা বলা অথবা চুপ থাকা আমার ইচ্ছাধীন না হবে, ততদিন তোমরা তা পাবে না"। (আল ফযল; ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ইং)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর খলীফাকে নিজের সিফাত (গুণাবলী) প্রদান করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "খোদা তা'লা যে ব্যক্তিকে খেলাফত দান করেন, তাকে সে যুগের অনুপাতে জ্ঞানও দান করেন। ... খোদা নিজে খলীফা নিযুক্ত করেন, এ কথার অর্থ কি? এর অর্থ হলো, খোদা যে ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেন, তাকে নিজের সিফাতও প্রদান করেন। যদি তিনি তাঁর সিফাত তাকে না দেন, তাহলে এ কথার কোন অর্থ হয় না যে তিনি নিজে তাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন।" (সিফাত অর্থ গুণাবলী; আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ তার সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রং এ রঙ্গীন হওয়া তিনি যাকে দান করেন)। (আল ফযল; ২২ নভেম্বর, ১৯৫০ইং)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন ও সাহায্য দেখার পর আমি মানুষের ওপর নির্ভর করতে পারি না। তোমরাও এ সাহায্য এভাবে লাভ করতে পার যে তোমরা খেলাফতের প্রতি অতি উচ্চ-পর্যায়ে, অতি উন্নত মানের আনুগত্য দেখাও।"

"সুশৃঙ্খল জামা'তের ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়ে থাকে। সে সমস্ত দায়িত্ব পালন না করে কখনই কোন কাজ সঠিকভাবে চলতে পারে না। ...সে সব দায়িত্বের মধ্যে একটি বড় ভারী দায়িত্ব হচ্ছে, যখন ইমামের হাতে বয়আত করেছ, তখন তোমরা ঐ ইমামের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, তিনি কি আদেশ করেন, তিনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাঁর পিছে পিছে তোমরাও (পদক্ষেপ নিবে) এগোবে। কোন ব্যক্তি কখনই এমন কাজে শামিল হবে না, যার মন্দ-প্রভাব সমগ্র জামা'তের ওপর পড়তে পারে। ... ইমামের পদমর্যাদা এই যে, তিনি আদেশ করেন। মুকতাদীদের (অনুসারীদের)কাজ হলো ঐ আদেশকে বাস্তবায়ন করা।" (আল ফযল, ০৫ জুন, ১৯৩৭ইং)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "তোমরা যদি পুরোপুরিভাবে আনুগত্যের নমুনা দেখাতে পার, তাহলে কষ্ট-কাঠিন্যের মেঘ দূরীভূত হয়ে যাবে। ফেরেশ্‌তারা আসমানের ওপর থেকে তোমাদের জন্য এমন জমির ব্যবস্থা করবেন, যাতে তোমাদের উন্নতি হবে এবং এমন আসমান সৃষ্টি করবেন যাতে তোমরা বিরাট মহিমা, গৌরব ও ক্ষমতা লাভ করবে। কিন্তু শর্ত একটি, আর তা হচ্ছে, তোমরা পুরোপুরি আনুগত্য করে যাও" (আল ফযল; ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ইং) (পুনরায় আল ফযল, ২৫মে ২০০০ইং)

রূহানী জগতের খলীফাগণের আনুগত্য না করলে মানুষ ফাসেক হয়ে যায়

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন- "আমরা সেসব নেয়ামত ও পুরস্কারসমূহ তোমাদের জন্য নাযেল করতে চলেছি, যদি তোমরা আমাদের এ সমস্ত নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অবহেলা প্রদর্শন কর তাহলে আমরা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব। খেলাফত যেহেতু অনেক বড় নেয়ামত, তাই স্মরণ রাখবে, যে সব লোকেরা এ নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তারা ফাসেক (অবাধ্য) বলে গণ্য হবে। ... মানুষ ফাসেক (দুস্কৃতিকারী, অবাধ্য) বলে তখনই গণ্য হয়, যখন তারা রূহানী জগতের খলীফাগণের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে" । (তফসীরে কবীর, সূরা নূর ৫৬ আয়াত)

ইমামের আনুগত্যের সাথে সকল প্রকার মঙ্গল সম্পৃক্ত করা হয়েছে

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "স্মরণ রাখ, ঈমান কোন একটি নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়। বরং ঈমানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধির কণ্ঠস্বরে যে ভাষা বা ভাষণ উচ্চারিত হয় উহার আনুগত্য ও অনুসরণ করা।... কোন ব্যক্তি যদি বার বার বলতে থাকে, আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ঈমান এনেছি; হাজার বারও যদি কেউ বলে, আমি আহমদীয়াতের বিশ্বাসী, খোদার দৃষ্টিতে তার এ দাবীর কোনই মূল্য হবে না– যতক্ষণ সে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র মনোনীত) সেই ব্যক্তির হাতে নিজের হাতকে ধরিয়ে না দেয়, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যতদিন এ জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মাদের মত হয়ে তাঁর আনুগত্যে তাঁর অধীনে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত না করবে, ততদিন পর্যন্ত সে কোন প্রকার সম্মানের অধিকারী হতে পারে না"। (আল ফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৬ইং)

খেলাফতে নেযামের (ব্যবস্থাপনার) অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য নিয়মিত হযরত সাহেবের খুতবা শোনা একান্ত জরুরী। ওপরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হয়েছে তা অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে খেলাফতের নেযামের অন্তর্ভুক্ত থাকা। খেলাফতে নেযামের অন্তর্ভুক্ত থাকার অর্থ এই যে, আপনি খলীফার বক্তব্য (জুমআর খুতবা) শুনবেন এবং তাঁর নির্দেশসমূহ কার্যে পরিণত করবেন বা আনুগত্য করবেন, বিনিময়ে আপনি হযরত খলীফা সাহেবের দোয়া পাবেন, এবং এটাই বড় সাফল্য। হযরত সাহেবের দোয়ার সাথে সমগ্র জামা'তের দোয়া শামিল আছে। এটা পেলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার রহমত লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, "আজ পৃথিবীতে কেবল একটিমাত্র জামা'ত আছে যেখানে ইমাম (খলীফা) আছে। নতুবা অন্য সকল জামা'ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জামা'ত। তাদের কোন ইমাম বা পরিচালক নাই। তারা দেখতে সবাই সংঘবদ্ধ মনে হয়, অথচ 'কুলুবুহুম শাত্তা' (তাদের হৃদয়গুলো বিচ্ছিন্ন- সূরা হাশর : ১৫) কে সত্যায়িত করছে।" (মলফুযাত ; ৫ম খন্ড ; পৃ : ২২০) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পছন্দের নির্বাচিত ইমামের (খলীফার) সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না রাখলে পরস্পর আন্তরিক ও ভাই ভাই হয়ে থাকা যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে খেলাফত চিরস্থায়ী করুন, আমীন ।

(খেলাফতে আহমদীয়া ইসলামীয়া পুস্তক অবলম্বনে)

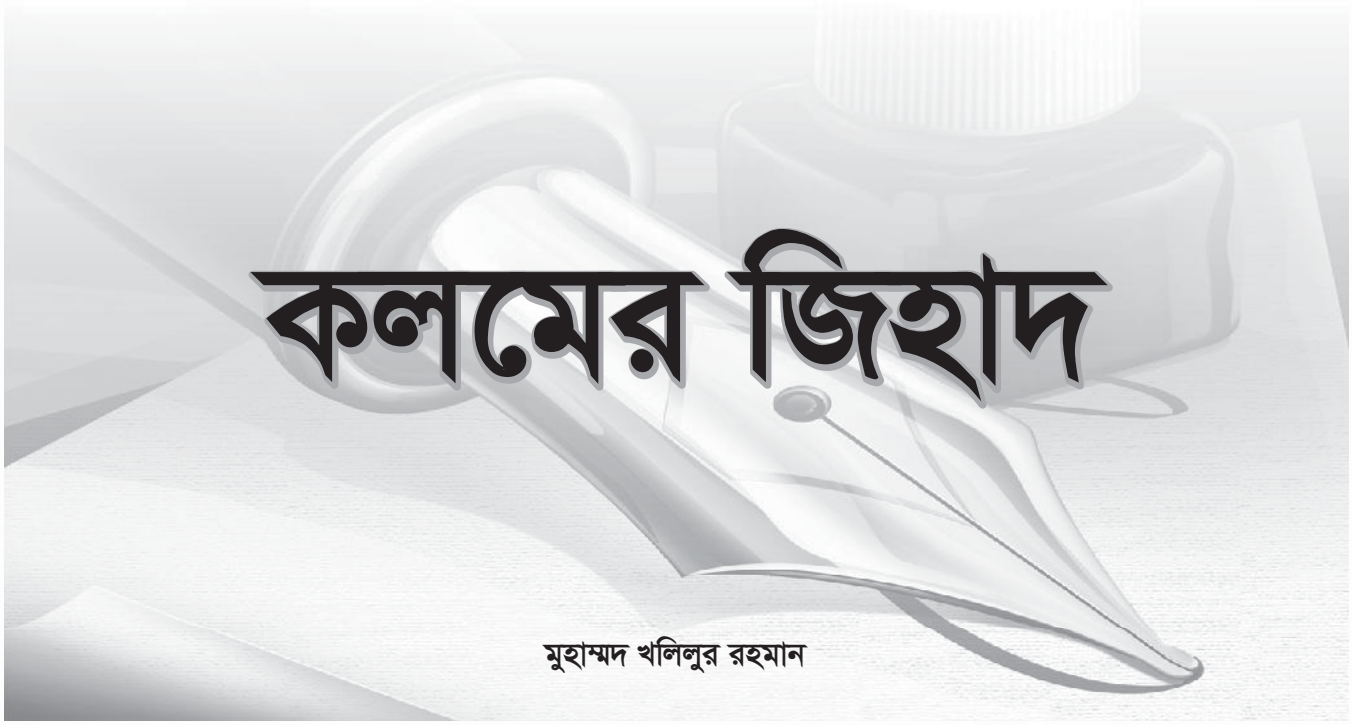

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০)

৭। ধর্মীয় স্বাধীনতার আলোকে পরমত–সহিষ্ণুতা এবং কলমের জিহাদ

পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মগতভাবে কতকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে যার মধ্যে ধর্মীয় মত পোষণ করা, ধর্ম পালন করা এবং শান্তিপূর্ণ পথ ও পন্থার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করার স্বাধীনতা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা, (খ) আন্তঃধর্মীয় এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমত–সহিষ্ণুতা, (গ) ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনামলে ইসলামের নামে সশস্ত্র জিহাদের পরিবর্তে কলমের জিহাদের গুরুত্ব এবং

(ঘ) কতকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানের জন্য এবং এই আলোচনায় উপস্থাপিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে পাল্টা যুক্তি–প্রমাণ সম্বলিত প্রতিযোগিতামূলক কলমের জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সকল অভিযোগকারী এবং অপ–প্রচারকারীদের প্রতি উদাত্ত আহব্বান।

(ক) ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতাঃ

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ৩৪তম রুকুতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামে ধর্মীয়–বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হয়েছে। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যাতে কোন কোন সংকীর্ণ–চিত্ত ফতোয়াবাজী আলেম–নামধারীদের বিভ্রান্তি–মূলক ধ্যান–ধারণাগুলোর পরিবর্তে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শ কিরূপ তা সকলের নিকট সুস্পষ্টরূপে উন্মোচিত হয়।

১) পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় কি?

২) 'মুসলিম'বা মুসলমানের প্রকৃত সঙ্গা কি?

৩) আখেরী যুগে তিহাত্তর দলে মুসলিম উম্মত বিভক্ত কেন?

৪) কলেমা তৈয়্যব উচ্চারণ–কারীকে 'কাফের' বললে সেই অপবাদ–কারীর পরিণতি কি?

৫) ধর্ম–নিন্দাকারী ধ্যান–ধারণা (Blasphemy) কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ? কে সেই শাস্তি প্রদানের অধিকারী?

৬) 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের অধিকারী কে?

৭) আন্তঃসাম্প্রদায়িক এত ফতোয়াবাজী কেন?

৮) কোন রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষ কি কারো ধর্মীয় বিশ্বাস নিরূপণ করার অধিকার রাখে?

এই সকল বিষয়ে যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক। বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার, উগ্রবাদী ধ্যান–ধারণা এবং জঙ্গীবাদের তৎপরতা এভাবেই বন্ধ করা সম্ভব। এজন্য কলমের জিহাদের তথা যুক্তি–প্রমাণের উপস্থাপনা এবং ব্যাপক প্রচার করার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বব্যাপী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে সুসংগঠিতভাবে সুবিশাল কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। বিগত শতাধিক বছর যাবত আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহ এবং কৃপার কারণে জামা'তে আহমদীয়া মহা–সাফল্যের পথে কলমের জিহাদ করে চলেছে। বর্তমান যুগে আহমদীরা ধর্মের নামে অস্ত্রের যুদ্ধ বা জঙ্গীবাদে কেন বিশ্বাস করে না সেজন্য নিম্নোক্ত যুক্তি–প্রমাণ গুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

"লা ইকরাহা ফিদ্দীন" – ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর–জবরদস্তি নিষিদ্ধ

* ধর্মের ব্যাপারে শক্তি–প্রয়োগ নিষিদ্ধ

এবং এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, সৎপথ এবং ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে (২:২৫৭)। এই আয়াতে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলমানগণ যেন অ-মুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন শক্তি প্রয়োগ না করে। কারণ ইসলাম এমন প্রকাশ্য সত্য যে শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই নেই।

* পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মীয় মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী একমাত্র খোদা তা'লা স্বয়ং। তাই বলা হয়েছেঃ- "আল্লাহ্ তাহাদের (পরস্পর বিরোধীদের) মধ্যে কেয়ামতের দিনে বিচার করিবেন সেই বিষয় সম্বন্ধে যাহাতে তাহারা মতানৈক্য পোষণ করিয়াছে" (সূরা বাকারা:১৪তম রুকু)।

উপদেশ দানের ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণ, যুক্তি, জ্ঞান ও নিদর্শনের উপর ইসলাম জোর দিয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে দমন-নীতি বা শক্তি-প্রয়োগের অধিকার কাউকে দেয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতের মধ্য থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বরাতের উল্লেখ করা হলোঃ

* "বলো: ইহা তোমাদের রব্বের নিকট হইতে সমাগত সত্য। সুতরাং, যাহার ইচ্ছা সে ইহাতে বিশ্বাস আনুক এবং যাহার ইচ্ছা, সে অবিশ্বাস করুক" (সূরা কাহফ: ৪র্থ রুকু)।

* "আর যদি তোমার রব্ব ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিত। সুতরাং তুমি কি মানুষদিগকে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য বাধ্য করিবে? আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মাই বিশ্বাসী হইতে পারে না" (সূরা ইউসুফ, ১০ম রুকু)।

* "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) এবং আমার জন্য আমার দ্বীন" (১০৯ঃ৭)।

* "সুতরাং উপদেশ দাও, কারণ, তুমি একজন উপদেশ-দানকারী মাত্র। তোমাকে তাহাদের ওপর রক্ষী হিসাবে মনোনীত করা হয় নাই।" (সূরা গাশিয়া, ১ম রুকু)।

* "এবং তাহার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদে আল্লাহ্‌র নামের যিকির করিতে বাধা প্রদান করে এবং সেইগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে?" (সূরা বাকারা, ১৪তম রুকু)।

পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর আলোকে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয়-বিশ্বাস,তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পূর্ণ-স্বাধীনতা রয়েছে, জোর-জবরদস্তি বা অত্যাচার-নীতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং অবান্তর। ইসলামের প্রথম-যুগে, তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু ধর্মীয় মত-পার্থক্যের কারণে যুদ্ধ করা নাই। কেননা, যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলোঃ ***"উযেনা লিল্লাযীনা ইউকাতালুনা বে আন্নাহুম যুলেমু। ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাকাদীর"***। অর্থঃ "যুদ্ধ করার অনুমতি তাহাদের জন্য রহিয়াছে, যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইয়াছে-কেননা তাহাদের উপর যুলুম করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা রাখেন।" (সূরা হজ্জ ঃ ৬ রুকু)।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে যে 'রিদ্দার যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল, তার কারণ এই ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিষ্ঠিত খেলাফত-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য যে, একটি শান্তিপ্রিয় দলের সদস্য হিসেবে আহমদীগণ প্রতিষ্ঠিত কোন খেলাফত-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (এরূপ খেলাফত বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি?) কখনই সশস্ত্র-বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোন কঠোর-ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার কারো থাকতে পারে না।

কোন মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে একমাত্র খোদা তা'লাই সঠিকভাবে জানেন। এক যুদ্ধে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) এক শত্রুকে হত্যা করেন, যদিও সেই-ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে 'কলেমা তৈয়ব' উচ্চারণ করেছিল। এই ঘটনার কথা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালো, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ, ঐ ব্যক্তি তো মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। হযরত রাসূল করীম (সা.) বললেনঃ ***"আলা শাকাকতা আন কালবিহি।"*** অর্থঃ "তুমি কি তার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে?" (মসনদ ইমাম আহমদ)।

এই হাদীস হতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, কোন মানুষ যদি বাহ্যিকভাবে ঈমান আনয়নের ঘোষনা দান করে, তবে অন্য কোন ব্যক্তি সেই ঘোষনাকে অবজ্ঞা করার অধিকার রাখে না। সেই অধিকারের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং।

মুসলমান কে?
মুসলমানের সংজ্ঞা কি?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অন্য কোন দলের নেতা বা কতৃপক্ষের অন্য কোন সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের আহমদীয়া-বিরোধী গোলযোগ সংক্রান্ত তদন্ত আদালতের রিপোর্টের নিম্নোক্ত উদ্বৃতিটি খুবই অর্থবহঃ

"আলেমরা (মুসলমান কে-এই বিষয়ে) যে সব বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তা খেয়াল করলে আর মন্তব্য করার দরকার হয় না যে, এই মৌলিক ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনও এক আলেমের মতের সঙ্গেই অন্য কোন আলেমের মিল নেই। প্রত্যেক আলেমের মত আমরাও যদি একটা সংজ্ঞা দিতে যাই আর সেই সংজ্ঞা যদি অন্য সব আলেমদের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয় তবে বিনা মতভেদে আমরা ইসলাম বহির্ভূত হয়ে যাই। আর যদি আমরা যে কোন একজন আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি তবে তার মতে আমরা মুসলিম থাকি, কিন্তু অন্য সবার মতে আমরা কাফের হয়ে যাই।" [১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের গোলযোগ সংক্রান্ত তদন্ত আদালতের রিপোর্টঃ ২১৮পৃঃ)।

অতএব জামা'তে আহমদীয়ার অভিমত হলো এই যে, সাংবিধানিক ও আইনানুগভাবে মুসলমানের কেবল ঐ সংজ্ঞাই গ্রহণ করা উচিত যা হযরত খাতামূল আম্বীয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ সেই বর্ণনা একটি মহিমান্বিত চার্টার যা বিশ্ব-মুসলিমের জন্য

অভিন্ন দলিলের মর্যাদা রাখে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানের সংজ্ঞা নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এবং হাদীসের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে নিরূপণ করা যেতে পারেঃ

* সূরা আল–নেসা (৯৪ আয়াত)ঃ "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে মুসলমানদের ন্যায় 'আস্‌সালামু–আলাইকুম' বলে, তাকে 'তুমি মু'মিন নও' একথা বলার অধিকার তোমাদের নেই।"

* "মু'মিনদের মধ্যে প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলের প্রতি।" (আলা–বাকারাঃ২৮৬ আয়াতাংশ)

* "আর যারা (মুমেনরা) পরকালে ঈমান রাখে, তারা (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে এবং তারা সর্বদা তাদের নামাজের সুরক্ষা করে।" (আল–আনামঃ৯৩)

* "যারা (মু'মিনরা) নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (আল–নমলঃ ৪)

* "যারা (সৎকর্মশীলগণ) নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, পরকালেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা ফুরকানঃ৫)

* বুখারী শরীফের হাদীসে আছে ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলা মুখী হয়ে নামায পড়ে এবং আমাদের যবাই করা পশুর গোশত খায়, সে মুসলমান। তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল যামানত দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর যামানত বিনষ্ট করিও না।" (বুখারী)

* অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ "একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে।"(বুখারী ও মুসলিম)

* হযরত জিব্রীল (আ.) মানুষের বেশে আঁ–হযরত (সা.)–এর দরবারে আসলেন এবং হুযুর (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞাত করুন। হুযুর (সা.) বললেনঃ ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল। আর তুমি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখ এবং পথের সঙ্গতি থাকলে তুমি বায়াতুল্লাহর হজ্জ পালন কর। সে ব্যক্তি বলল, হুযুর যথার্থই বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা তার ব্যাপারে অবাক হলাম যে,সে প্রশ্নও করে, আবার উত্তরের সত্যায়নও করে।তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। হুযুর (সা.) বললেন, ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহতে ঈমান আন, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং রসূলগণের উপর ঈমান আন, তাছাড়া পরকালে ঈমান আন এবং কাযা ও কদর সম্পৃক্ত ভাল ও মন্দের উপরও ঈমান আন। সে ব্যক্তি বলল যে, আপনি সঠিক বলেছেন।" (মুসলিম ঃকিতাবুল ঈমান)

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)–এর অভিমত ঃ

যুগে যুগে এক শ্রেণীর মোল্লাদের মুখে 'ইসলাম বিপন্ন'–এই শ্লোগান ধ্বনিত হয়েছে এবং শান্তিবাদী ইসলামকে তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। এরূপ ঘটনাবলীর শিকার হয়েছেন অনেক বুযুর্গানে দ্বীন এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণও। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)–এর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি স্বয়ং মোল্লা–শ্রেণীর কতিপয়ের বিরাগভাজন হয়ে 'কুফরী ফতোয়ার' শিকার হন এবং পরবর্তীতে কারারুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান বুযুর্গ স্বয়ং যে নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন, তা খুবই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলেছেনঃ

"কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমানের আওতা থেকে বহিস্কার করা যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই সেই কলেমাকে প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা না করে, যার দ্বারা সে ঈমান এনেছিল" (কিতাব মঈনুল হুক্কাম পৃঃ ২০২)।

তিনি আরও বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি নিজেকে মুহাম্মদী উম্মতের একজন বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, তার উচিত, কলেমা তৈয়ব উচ্চারণ করা এবং হৃদয় দিয়ে উহা বিশ্বাস করা, যদিও ধর্মীয় সকল আদেশ–নিষেধ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত না–ও হতে পারে" (শারাহ ফিকাহ আকবর, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ১০)।

(চলবে)

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স

ওয়েবপেজ ডিজাইন (HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

মু'মিন হবার বাসনায়

কৃষিবিদ ঃ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রত্যেক সদস্যই মু'মিন হওয়ার আশা পোষণ করে। প্রত্যেকেই মু'মিন হতে চায়। সব মানুষের মনেই এ বাসনা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সফলতা লাভে কেউ সুকঠিন সাধনায় সংগ্রাম করে, কেউবা আবার একে খুব একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে না। কেননা তারা মু'মিন হওয়ার ব্যাপারটাকে তথাকথিত একটা বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু যারা আত্মার নাজাত লাভের চিন্তায় একান্তভাবে তৃষ্ণার্ত, তারা এর সাফল্য অর্জনে প্রচন্ড সাধানা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, মু'মিন হওয়ার মানেই হচ্ছে পরজীবনে নাজাত অর্থাৎ স্বর্গ লাভ। কেবল মু'মিনদেরকেই খোদা এরূপ পুরস্কারে ভূষিত করে থাকেন। ইহা স্বর্গীয় বিধানের অনড় সিদ্ধান্ত।

আর এ অর্জন এ জগতেই করতে হবে। এ শর্তের বিকল্প অন্য কিছু ভাবার কোন অবকাশ মোটেই নেই। তবে এ চেষ্টায় সফলতা লাভ কোন সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। পুণ্যতার মান যার স্বল্প, তার পক্ষে এ সনদ লাভ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন গভীর আত্ম-নিয়োগের মাধ্যমে কঠিন সাধনা। বিষ মিশানো খাদ্য হতে বিষকে পৃথক কের সে খাদ্য খাওয়া যেমন দুঃসাধ্য কাজ, জগত ব্যভিচারিণীর দু'মুখী প্রেমে প্রলুব্ধ হওয়া হতে মুক্ত থেকে মু'মিন হওয়াটাও ঠিক তেমনি একটি কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মার পাপ দেখে নিজেকে পঙ্কিল মনে করে এর থেকে পরিত্রাণের আশায় সভয়ে দোয়া করে, কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব বিস্তীর্ণ এ সাগরকে পাড়ি দিয়ে ওপাড়ে পৌঁছা। পরিণামে তারাই হন ঐশী-জগতের স্বীকৃত মু'মিন।

তাদেরকে লক্ষ্য করেই রাসূলে আকবর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "তারা প্রাচুর্যে আল্লাহ্‌কে ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে যেমন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন, তেমনিভাবে শত বিপর্যয়েও তারা তাঁরই ইচ্ছার সপক্ষে আত্মসমর্পণকারী হন। তারা দুনিয়ার মোহকে যাদু মনে করে তাকে এড়িয়ে চলে। মানুষের মধ্যে তারা মহান। কারণ, তাদের দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। খোদা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করেন। কথার খেলাফ করে না এবং অঙ্গীকার পালনে সচেষ্ট থাকে। তাদের নীতি অহিংস। তারা তাদের ভ্রাতার জন্য তা-ই কামনা করে যা তারা নিজেদের জন্য কামনা করে এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় নিরাপদ রাখে। মূলত তারা এমন জন, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়" (পুস্তক জীবনের কম্পাস পৃঃ ১২, ১৪ ১৫ এবং ৩০)। সুতরাং উদ্ধৃত হাদীসগুলির আলোকে বলা যায়, যাদের দেহ-আয়নায় খোদার গুণাবলী দৃশ্যমান হয় প্রকৃতার্থে তারাই মু'মিন।

মু'মিনের আচার ও আচরণ, স্বভাব ও চরিত্র, আদর ও কদর, স্নেহ ও শ্রদ্ধা, কথা ও কার্যাদি, বিচার ও আপস হবে অতুলনীয় সুন্দর। এসব আত্মার সাথে খোদার সম্পর্কের বন্ধন হবে অবিচ্ছেদ্য। তাঁদের সঞ্চিত গুণাবলীর প্রাচুর্য হবে এতটাই উঁচু, যাকে কি-না সাধারণেরা ছুঁতেও পারবে না। তাঁদের আশা হবে খোদার সিদ্ধান্তের, আর ভাষা হবে উপমাহীন বিনয়ী। ইসলামের মহান এক ওলী হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর বিনয়ের ভাষা আমাদেরকে একান্তভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেছেন, "হে আমার খোদা! পরকালে আমি কি এই কুকুরটির সাথে হাশর করতে পারব? তাঁর কথা শুনে এক লোক বলল, 'হুযূর! এ কুকুরটি কি আপনার চেয়ে উত্তম, না আপনি এর চেয়ে উত্তম'? জবাবে হাসান (রহ.) বল্লেন, 'রোজ কিয়ামতে' যদি আমি পুণ্যের প্রাচুর্যতায় মুক্তি লাভ করতে পারি, তাহলে আমি অবশ্যই কুকুরটির চেয়ে উত্তম, আর যদি না পারি তবে কুকুরটিই আমার চেয়ে উত্তম(১)"।

মু'মিন তাঁদের জীবনের সবটুকু সময়ই জাগতিক ঐশ্বর্যের মোহ হতে নিজেকে মুক্ত রাখে। তাঁরা কখনো পার্থিবতার লোভে স্বীয় সত্তাকে বিলিয়ে দেন না। যেমন হযরত ফোজায়েল (রহ.) নামীয় একজন বিশিষ্ট ওলী বলেছেন, "দুনিয়াটা একটা পাগলা গারদ এবং এর অধিবাসীগণ যারা খোদা সম্পর্কে উদাসীন, তাদের সবায়ই পাগল-সদৃশ। কারাগারে যেমন কয়েদীগণের হাত-পা শিকলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তেমনিভাবে দুনিয়ার মোহে আত্মহারাগণও শিকলাবদ্ধ হয়ে থাকে(২)"। অনুরূপ এক ওলী হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহ.) বলেছেন, 'তুমি যে পর্যন্ত নিজের স্ত্রীকে বিধবা,

সন্তানদেরকে এতীম এবং রাতের শয্যাকে কবর বলে মনে না করবে, সে পর্যন্ত নিজেকে মু'মিন বলে মনে করতে পার না[৩]"। হযরত বায়েজীদ (রহ.) বলেছেন, "মু'মিন কখনো কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না বরং তিনি সবাইকে প্রভাবিত করেন। যারা আল্লাহ্‌কে চিনেন না, আগুন তাদের দহনকারী। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌কে চিনেছেন তারা আগুনের পক্ষে অসহনীয়[৪]। অতএব কারণেই সেদিন পৃথিবী খ্যাত মু'মিন হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে সেই জাগতিক আগুন দগ্ধ করতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হে লোক সকল! কিয়দ্দিনের জন্য তোমরা পৃথিবীর তুচ্ছ লালসায় দগ্ধ হইও না, যাহারা এ নশ্বর ধরার মায়ায় নিজেকে নিমগ্ন করিয়াছে, তাহারা দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে শৃংখলিত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থান হইতে নিজ হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই শ্রেয়"। (পুস্তক আল ওসীয়্যত পৃ: ৪২)

এরূপ পরিচ্ছন্ন জীবন লাভই হচ্ছে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন এরূপ পোশাক পরিধানে সক্ষম হয় তখনই খোদা সেসব সজ্জনকে মু'মিন বলে তাঁর সান্নিধ্যে টেনে নেন। "এ স্তরে উন্নীত মু'মিন তখন খোদার তরফ হতে সুসংবাদ প্রাপ্ত হতে থাকে। বন্ধুদের মনোবাঞ্ছা সম্পর্কে বাণী পেতে থাকে। তাঁর মাঝে তখন অদৃশ্য বিষয়াবলী দৃশ্যমান হতে থাকে। তাঁর অসংখ্য দোয়া তখন কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে এবং কুরআন করীমের নিত্য নতুন সূক্ষ্ম তত্ত্ব সে মু'মিনের অন্তরে অপূর্ব মহিমায় উদঘাটিত হতে থাকে" (পুস্তক হায়াতে তাইয়্যেবা পৃ: ১৪১)।

এ মাকামে উন্নীত মানুষ তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একান্ত সাবধানতায় অতিবাহিত করেন, তখন প্রত্যেকটি পদক্ষেপ খোদার আশিস প্রাপ্তির আশায় প্রদান করেন এবং প্রত্যেকটি কাজ করেন খোদার আশীর্বাদ-পুষ্ট হয়ে। তিনি সদা সতর্ক থাকেন যেন তার দ্বারা সাধিত কোন কাজে, কথায় ও সিদ্ধান্তে কেউ কোনভাবে আঘাত প্রাপ্ত না হন। কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, "মন ভাঙ্গা আর মসজিদ ভাঙ্গা সমান কথা"। এ সাধুবাদকে সামনে রেখে চলতে গিয়ে মু'মিন কখনো জাগতিক সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার চেষ্টা করেন না। বরং বিলাসকে পরিত্যাগ করত: আমৃত্যু তিনি দীনতার মাঝে দিনপাত করে সুখ অনুভব করেন। তাই মু'মিনগণ পার্থিব স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করে হলেও প্রতিপক্ষের সাথে আপস রফা করে থাকেন, যেন পরিণামে তাঁর আদর্শের প্রতাপ বিনষ্ট না হয়। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর সাথে কাফেরদের হুদায়বিয়ার সন্ধিই এই উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মু'মিনজন অন্যের কটুক্তি শুনতে রাজি থাকেন, কিন্তু কাউকে কটুকথা বলতে রাজি নন। তিনি এ ভয়ে থাকেন যে, পাছে তাঁর আমলের ক্ষতি হয়। তিনি এ স্বার্থেই এসব নীতিতে অটল থাকেন যেন তাঁর আত্মা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। এখানে হযরত ফোজায়েল নামক ইসলামের এক বিশিষ্ট ওলী এর একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "যদি দুনিয়ার সবকিছু আমার জন্য সিদ্ধ ও বৈধ করা হয় তবুও তা গলিত শবের তুল্য মনে করে আমি ইহা গ্রহণে ঘৃণা ও লজ্জাবোধ করব। হে সাধুজন! স্মরণ রেখো, জগত সংসারে প্রবেশ করা কঠিন কাজ নয় বরং তা থেকে বেরিয়ে আসা বড়ই কঠিন[৫]"।

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন বলে, "তোমরা জেনে রাখ, এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, চাক-চিক্য সৌন্দর্য তোমাদের পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা মাত্র.....এ পার্থিব জীবন ছলনাময়ী ভোগ্যবস্ত ব্যতিরেকে কিছুই নহে (৫৭:২১)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যিনি আযাব প্রত্যক্ষ করিবার পূর্বেই নিজেকে সংসার ত্যাগী বলিয়া প্রমাণ করিবেন, খোদার নিকট তিনিই প্রকৃত মু'মিন বালিয়া বিবেচিত হইবেন। তোমরা প্রবৃত্তির বশবর্তিতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অনুসরণ কর, যাহা অপেক্ষা কোন পথই সঙ্কীর্ণতর নহে। স্মরণ রেখো, জাহান্নাম সেই আত্মার সন্নিকট, যাহার সমুদয় কামনা-বাসনা খোদার জন্য নহে বরং কতক খোদার জন্য আর কতক দুনিয়ার জন্য" (পুস্তক আল ওসীয়্যত পৃ: ১৭, ১৯,৫০)।

এ হলো ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেবক এক মু'মিনের অনুপম উপদেশ বাণী। অনুরূপ আদর্শে যাঁদের আত্মা খ্যাতি অর্জন করবে, তাঁরাই মু'মিন দলের সদস্য হবেন। তবে এ কথা সত্য যে, পার্থিব জীবনে বসে সুকঠিন সাধনা ব্যতিত সুখ্যাতির এ পর্যায়ে পৌছা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এরজন্য পার্থিবতার আবেদন থেকে স্বীয় সত্তাকে মুক্ত রেখে এ লক্ষ্যে প্রাণান্ত সাধনা করে যেতে হবে, যেন দয়াময় খোদার অনুকম্পায় সেথায় উপনীত হওয়া যায়। এজন্য জীবনের প্রতিটি শাখায় পুণ্যতার উৎকৃষ্টতম বিকাশ না ঘটানো পর্যন্ত কেউ সেই মার্গে পৌঁছতে পারে না। বান্দার কামনা-বাসনার সবটুকুই যখন তাঁর প্রভু প্রতিপালকের ইচ্ছার সাথে হয়ে যায়, তখনই সে বান্দার আধ্যাত্মিক এ উন্নতি লাভ হয়। পর্যায়ক্রমে এ প্রচেষ্টায় উৎকর্ষতা লাভের পরই মানুষ ঐশী-স্বীকৃত আধ্যাত্মিকতার এ ধাপে পৌঁছতে সমর্থ হয় এবং ইলাহী জগত তখন তাঁকে মু'মিন বলে স্বীকৃতি দেয়। আত্মা তাঁর মুৎমাইন্নাহ স্তরের সন্ধান লাভ করে। এ পথের সাধকগণের কেউ কেউ জগতের মোহের বাঁধন ছিড়ে উল্লেখিত স্তরে পৌঁছে, আবার কেউ হয়ত বা তার অর্ধপথ অতিক্রম করে, কেউবা আবার একাগ্র নিষ্ঠার অভাব হেতু সে সিঁড়ির কোন এক ধাপ থেকে নীচে পড়ে যায়। এই প্রেক্ষিতেই রহমান খোদা বলেন, " হে ইনসান! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছতে কঠোর সাধনা করিতে হইবে। অত:পর তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে" (আল কুরআন : ৮৪:৭)। সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইহাই যে, মু'মিন হতে ইচ্ছুক সাধককে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে সুকঠিন চেষ্টায় সৎকর্ম করা।

কারোর আর্থিক উৎকর্ষতার কথা শুনে, পরিধানে লম্বা জোব্বা দেখে ও মক্কায় হজ্জব্রত পালনের খবর শুনেই তাকে পুণ্যাত্মার মু'মিন মনে করা উচিত নয়। কেননা এতটুক কাজই কেবল মু'মিন হওয়ার শর্ত নয়। এইটুকু সাধন করেই কেউ মু'মিন হতে পারে না। কেউ এতটুকু করেছে মানে সে মু'মিন হওয়ার প্রাথমিক শর্ত পালন করেছে মাত্র। খোদা তাকে এদ্দুর করার উপযোগী করেছেন বলেই তিনি এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। মু'মিন হওয়ার সার কথা হচ্ছে, খোদা সকাশে তার এসব কার্যাদি গৃহীত হয়েছে কি-না।

তিনি একান্ত নিষ্ঠা, নির্মল তাক্‌ওয়া এবং ক্রন্দনরত দোয়ার দ্বারা এসব কর্মকে খোদা কর্তৃক গ্রহণ করাতে পেরেছেন কি-না, সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, আল্লাহ্ বলেন, "এবং আমি জিন ও ইনসানকে (মানুষকে) এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন কেবল আমারই ইবাদত করে" (৫১:৫৭)। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, গতানুগতিক প্রথায় কিছু ইবাদত করা আর লোক দেখানো কিছু দান খয়রাত করা। বরং সে সঙ্গে স্রষ্টার গুণাবলী ও সর্বক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মানুষ

তার মর্যাদায় স্রষ্টার দৃষ্টিতে তখনই মু'মিন বলে সাব্যস্ত হবে, যখন সে তার সদগুণে ও সৎকর্মে সব অসত্য ও অসুন্দরকে অতিক্রম করত: পুণ্যতায় উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে। এমন পর্যায়ের লোকই মু'মিন বলে খ্যাত হবেন। তখন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে সাদরে গ্রহণ করব। তার এসব কার্যাবলী যদি নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, তাতে কৃত্রিমতা থাকে, যদি প্রতীয়মান হয় যে, সে যা করছে তা পরিমাণ মত নয় বা পক্ষপাতিত্বমূলক কিংবা অন্যদিকে সে অন্যের প্রতি অন্যায় করছে, তবে তো তাকে মু'মিন বলে জ্ঞান করা যায় না।

এদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মন্তব্য হলো, 'তারা আসলে সত্য সন্ধানীর মত এদিকে ওদিক ঘুরে সত্যের সন্ধান করে না। মূলত তাদের হৃদয়ে অহংকার বাসা বেঁধেছে। তাদের লম্বা দাঁড়ি, উঁচু নাক, কুচকানো ভ্রু, দীর্ঘ চেহারা তাদের জিহ্বা ও হৃদয় বক্র বৈ কিছুই নয়। তারা স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে না। আত্মার প্রবৃত্তিকে গোপন রাখে। তারা অনুসন্ধানের ঝরণার নিকট বিচরণ করে না। তত্ত্বজ্ঞানের রাস্তায় তারা পরিভ্রমণ করে না পরন্তু সুস্পষ্ট সত্যকে এড়িয়ে চলে। তারা সাধ্য-সাধনা করে না এবং তারা ঈমান রক্ষার্থে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় না" (পুস্তক হাকীকাতুল মাহ্দী পৃ: ৩১)। প্রকারান্তরে তারা লোক দেখানো মু'মিন। মূল সত্যের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। এমন স্বভাব বৈশিষ্ট্যদেরকে যদি আমরা মু'মিন বলি, তবে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে ভুল করছি বলেই সাব্যস্ত হবে। এর জন্য আমাদের বিবেক দায়ী হবে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় হবে তাদেরকে শোধরিয়ে সত্যের দিকে নিয়ে আসা এবং মু'মিনের শর্তের আওতাভুক্ত করা।

অতএব যথার্থ কথা ইহাই যে, মু'মিনের সাধিত কাজ হবে সবসময়ই পক্ষপাতশূন্য, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ। তা কখনো কাউকে বিভ্রান্তিতে ফেলবে না এবং কারোর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করবে না। তাঁর ফয়সালা হবে অনিন্দ্য সুন্দর, নিরঙ্কুশ ভাবে ন্যায়-নিষ্ঠ। মক্কা নগরীর বুকে ক্বাবা গৃহের কালো পাথর সরানোকে নিয়ে সেখানকার গোত্রগুলির মধ্যে বিরাজমান চরম উত্তেজনা সেদিন তাদের একান্ত বিশ্বস্তজন, আলামীন যেভাবে সন্তুষ্টির সাথে 'মারুফ ফয়সালা' করে দিয়েছিলেন, মু'মিন সবক্ষেত্রে সব বিভেদই অনুরূপ আদর্শের মাপকাঠিতে ফয়সালা করবেন। তাঁর কৃত-কর্মের নীতিতে কখনো টানা-পোড়েন হবে না। তাতে গোপনীয়তার কোন অবকাশ থাকবে না। তা হবে সাবলীল, সরল ও মাহাত্মমন্ডিত। অবলীলায় সেখানে সবাই পাবে ন্যায্য-অধিকার। সুতরাং তিনি থাকবেন সব সমালোচনার ঊর্ধে।

বাগানের প্রতিটি ফুল যেমন এর সৌরভ বিলিয়ে প্রত্যেক দর্শনার্থীর হৃদয়কে প্রফুল্ল করে, আর এর চমৎকার রং যেমন প্রত্যেকের চোখে স্নিগ্ধতা দান করে তেমনিভাবে প্রতিটি মু'মিনের হৃদয়াভ্যন্তরের অনুরাগ ও বাহ্যিক প্রত্যেকটি কাজই মানুষের অন্তরে প্রশান্তি দান করবে। তাঁর আদেশ হবে অনন্য আর অনুকম্পা হবে অসাধারণ। তিনি অন্যের মুখে নিজেকে মু'মিন আহ্বানে কখনো আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না, কখনো উচ্ছ্বসিত হন না, বরং ভালোবাসার অনুরাগে নমনীয় থাকেন। তিনি কখনো গর্বিত হন না। পরন্তু খোদা সকাশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কেবলই কাঁদেন আর তা নিজের জন্যও, অন্যের জন্যও। তিনি কষ্ট পান তবে নিজের কষ্টের কারণে নয় বরং অন্যের কষ্টে কাতর হয়ে। অন্যে তাঁকে দুঃখ দিক তাতে তিনি ভাবেন না, কিন্তু কেউ তাঁর দ্বারা দুঃখ পাক তা, তিনি মোটেই চান না। তিনি বিচলিত হন, তবে নিজের ক্ষতির কারণে নয় বরং অন্যের ক্ষতির কষ্টে। মূল কথা, মানুষ তখনই স্রষ্টার দৃষ্টিতে মু'মিন বলে সনাক্ত হন, যখন তাঁর তাক্ওয়াপরায়ণ আত্মা পুণ্যে সার্বিকভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

মু'মিন হন সদা নীরবতা প্রিয়, তাঁর কণ্ঠ হয় সুমিষ্ট আর হাসি হয় অন্যের দুঃখ উপশমের কারণ। তাঁর নির্দেশনায় থাকে গভীর প্রজ্ঞা ও সুদূর প্রসারী কল্যাণ, তাঁর নিষ্ঠাবান আচরণ অন্য সবাইকে মুগ্ধ করে। তাঁর উপদেশ হয় অন্য সবার আত্মার খোরাক। তাঁর বন্দনা ও আমল হয় স্বর্গ স্বীকৃত প্রশংসার্হ। চলন ও বলন হয় নন্দিত সুন্দর। তাঁর ভালবাসা হয় সার্বজনীন। তিনি বাস করেন মর্ত্যে, কিন্তু দৃষ্টি রাখেন আকাশে আর ব্যস্ত থাকেন প্রচন্ড। কিন্তু মুহুর্মুহু স্মরণ করেন স্রষ্টাকে। তিনি সাধু হয়েও চোরের ন্যায় এবং বিজ্ঞ হয়েও অজ্ঞের ন্যায় থাকেন। তাঁরা নিজেদেরকে এভাবেই লুকিয়ে রাখেন, যেভাবে কি-না স্বর্ণকারের দোকানে ছাইয়ের আড়ালে স্বর্ণের কণাগুলি লুকিয়ে থাকে। তাঁরা কখনো দাম্ভিকতার সাথে নিজেকে প্রকাশ করেন না বরং অন্যের অন্তরে প্রশান্তি দানের চেষ্টায় নিজেদেরকে সদা নিয়োজিত রাখেন। তাঁদের সৎকর্মশীলতার প্রতাপ ও প্রভাব পারিপার্শিক সবাইকে প্রভাবান্বিত করে।

ইসলামে আগত ঐশী প্রতিনিধি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইবনে মর্তুজা কাদিয়ানী (আ.) ও সংগোপনে থাকা বিমলাত্মার একজন মু'মিন ছিলেন। মসজিদের নির্জন প্রকোষ্ঠে নিভৃতে বসে তাঁর প্রেমাস্পদ খোদার প্রগাঢ় ভালবাসায় নিমগ্ন থেকে তপ্-জপ করতেন এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে সদা লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর খোদা তাঁকে সেই গোপনীয়তা থেকে বের করে বিশ্ববাসীর কাছে প্রচন্ড প্রতাপে প্রকাশ করলেন। বিপর্যয়ের পথে চলমান মানুষের কল্যাণে খোদার খলীফা প্রেরণের লক্ষ্যে খোদা সবসময়ই এরূপ প্রথায় তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। এবারও তিনি ঠিক তা-ই করলেন, অত:পর তিনি তাঁর মনোনীত মু'মিনকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আমার আহমদ! তুমি বল, তুমি আমা হতে প্রত্যাদিষ্ট এবং সর্ব প্রথম মু'মিন, তুমি আমার কাম্য এবং আমার সাথেই আছ। তোমার মহিমা অদ্ভুত এবং পুরস্কার সমাগত" (পুস্তক তাযাকেরাতুশ শাহাদাতাইন পৃ: ৪-৫)।

বিশ্বের মালিক সর্বশক্তিমান খোদা স্বয়ং তাঁকে সর্ব প্রথম মু'মিন বলে সম্বোধন করেছেন। অথচ লক্ষ্য করুন, এতদসত্ত্বেও তিনি কতইনা বিনয়ী ছিলেন। সে মু'মিনের বিনম্র বৈশিষ্ট্যের ভক্তি-আপ্লুত উক্তিসমূহ আমাদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি (আ.) বলেন, "সে উৎসের পিয়াসী হও, তাহা হইলে আপনাতেই সেই পানির ধারা তোমাদের নিকট পৌঁছিবে। ঐ দুগ্ধের জন্য শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাক, যেন স্বত:ই স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হয়। দয়া লাভের যোগ্য হও, যেন তোমাদেরকে দয়া প্রদর্শন করা হয়। বার বার ক্রন্দন কর যেন এক ঐশী হস্ত তোমাদেরকে আলিঙ্গন করিয়া লয়। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে তোমরা তাক্ওয়ার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে তোমরা ভীতির সহিত দিবস যাপন করিয়াছ" (পুস্তক কিশতিয়ে নূহ পৃ ২৩, ৩৮)। সুতরাং মু'মিনের জন্য প্রয়োজন এই আদর্শের অনুরূপ বাণী সমূহ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। অন্যথায় এ সাধানায় সফলকাম হওয়ার চেষ্টা নিরর্থক বৈ কিছুই নয়।

পুন: বলতে হয়, এ পথের সফলতায় বে-শুমার চেষ্টায় ইবাদত গোজার হওয়া

প্রয়োজন। নিত্যদিনের গতানুগতিক ইবাদত সম্পন্ন করা আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হজ্জ পালন করে তৃপ্ত থেকেই কেবল এ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার আশা করা ঠিক হবে না। আধ্যাত্মিকতার সুউচ্চ এ মাকামে পৌছার উদ্দেশ্যে নিরলস প্রচেষ্টায় তাহাজ্জুদ ইবাদতসহ সকল ইবাদতে প্রগাঢ় ভক্তিতে স্বীয় আত্মাকে মশগুল রাখতে হবে, যেন বিনিময়ে খোদা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাঁর প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটান। কেননা শত চেষ্টায়ও কেউ সেই মাকামে উপনীত হতে পারবে না, যদি না তাঁর খোদা তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী" (৬২:৫)। স্বর্গ-স্বীকৃত মু'মিন পৃথিবীর ভালবাসাকে কখনো নিখাদ মনে করেন না বরং মনে করেন এর সবই নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। কাজেই সেই সাধুজন পৃথিবীতে প্রলোভনকে কখনো আমলে আনেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা স্বীয় সত্তাকে তা থেকে নিরন্তর নির্লিপ্ত রেখে আত্মার নিরঙ্কুশ মুক্তির চেষ্টায় তন্ময় থাকেন। "মূতূক্বাবলা আল তামূতূ"– তাঁরা মৃত্যুবরণের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন। আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তগণের মধ্যে সর্ব প্রথমজন, খোদার একান্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজন। তিনি (সা.) তাঁর নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "আমার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আলো প্রজ্জ্বলিত করে" (বাংলা অনুদিন কুরআন পৃ: ১৬)। সে পুণ্যাত্মার গৌরবময় জীবনাদর্শ ও পবিত্র কর্মকান্ডের সবটুকু বৃত্তান্তই আমাদের কাছে হুবহু বিদ্যমান। অতুলনীয় ও অকল্পনীয় এ জীবন চরিতই হতে হবে প্রতিটি মু'মিন সাধকের পথ ও পাথেয়। তিনি (সা.) কোন ভাবেই একজন সাধারণ ইবাদত গোজার ছিলেন না। তিনি (সা.) সে সম্মান লাভ করার প্রত্যাশায় অসাধারণ সাধনা করেছেন। এসব কেবল পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তিনি (সা.) জগত-সংসারের তামাম মায়া সর্বোতভাবে পরিহার পূর্বক পাহাড় গুহার অন্ধকারে বসে সুদীর্ঘ সময় নিবিষ্ট মনে-এবাদতে নিমগ্ন থেকেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন কষ্ট নেই যা কিনা তিনি করেন নি। ক্রন্দন রত চিত্তে এন্তার দোয়ার বিনিময়ে অবশেষে তিনি সন্ধান লাভ করেছিলেন তাঁর কাংখিত সত্তাকে। পরিশেষে তাঁর জীবনে এসেছিল সে মাহেন্দ্রক্ষণ, মু'মিন হওয়ার স্বর্গীয় ঘোষণা" (৯৬:২)। অত:পর সে মু'মিন তাঁর প্রত্যেকটি অনুসারীর মাঝে বিতরণ করে দিলেন স্বর্গ প্রদত্ত মাহাত্ম্য আর তা দিয়ে তিনি তাদেরকে দিশা দিলেন খোদা-মার্গে পৌছার সহজ সরল পথ।

সেদিন যাঁরা তাঁর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কোন দিন অভিযোগ করতে পারেন নি যে, কোন কাজে তাঁর কাছ থেকে কেউ কোনভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর সকাশ হতে পেয়েছিলেন মু'মিন হওয়ার জ্যোতির্ময় পথের সন্ধান আর অফুরন্ত সোহাগ ও স্নেহ। এরূপ অতুল্য আদর্শবান মু'মিনের অপরূপ আদর্শের মোহে মুহ্যমান হয়ে তাঁর এক একান্ত আশেক হযরত ওয়ায়েজকরনী (রহ.) যে কি-না কোন দিন তাঁর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়নি, তিনি তদীয় ঐ প্রেমিকের দন্ত শহীদের কথা শুনে সে বেদনায় স্বীয় মুখের সবকটি দাঁত উপড়ে ফেলে ছিলেন(৬)। অন্য আরেক প্রাণপ্রতীম সেই প্রেমাস্পদের মৃত্যু সংবাদ শোনে শোকগাথায় বলেছিলেন, "হে আমার প্রিয় হাবিব (সা.)! আপনি আমার চোখের মণি ছিলেন। আপনার মৃত্যুতে আমার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। আপনার পরে যে মরে মরুক। আমি তো কেবল আপনার মৃত্যুকেই ভয় করতাম।"

কেমন সে মু'মিন আর কেমন তাঁর আশেকের দল, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। যদি কেউ সে পবিত্রজনের অনুসৃত পথে চলতে গিয়ে প্রতিকূলতার শত কষ্ট সত্বেও সতত অবিচল থাকেন, তবে তিনিই মু'মিন। স্বর্গে তিনি সসম্মানেই সমাদৃত হবেন।

সবশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মু'মিন হওয়ার জন্য ঈমান আনা খুবই জরুরী। অর্থাৎ সময়োপযোগী ঐশী প্রত্যাগত মহাপুরুষের আহ্বানে সাড়া দেওয়া, তাঁর প্রদত্ত মত-বিধানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। এতদ্ব্যতীত যত ভাবেই কেউ চেষ্টা করুক না কেন সেজন মু'মিন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কেননা যারা খোদা-প্রেরিত জনের পক্ষে না থেকে তার বৈরীতা পোষণ করে, তারা অসাধু, অবাধ্য, দুর্জন, তারা খোদার অপ্রিয়। মু'মিন মাত্রই ইলাহী প্রতিনিধির ওপর ঈমান আনবে এবং সবিনয়ে সৎকর্ম করবে। ইহা মু'মিন আত্মার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। খোদা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে বারংবার এ আহ্বানই করেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! হে যারা ঈমান এনেছ! যারা তাঁর প্রদত্ত জনের ওপর ঈমান আনে তিনি কেবল তাঁদের সাথেই বাক্যালাপ করেন। তাঁরাই কেবল তাঁর হয়ে যান এবং তিনিও (খোদা) তাঁদের হয়ে যান। তাঁরা ইহজগতেই সে মাকামের স্বাদ অনুভব করে থাকেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, "এবং তুমি তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে। যখনই উহা হইতে তোমাদিগকে রিযকস্বরূপ ফলফলাদি কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, ইহা তো সেই রিযক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বেই দেওয়া হইয়াছিল".....(আল কুরআন ২ : ২৬)।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! বর্তমান পৃথিবী বড়ই নোংরা। অশ্লীলতায় ভরপুর। চরিত্র স্খলনের উপকরণের কোন অভাব নেই। পঙ্কিল পথে সর্বত্র কেবল আর্থিক-প্রতিপত্তি লাভের প্রতিযোগিতা। এতদসত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেককে মু'মিন হতে হবে। সুজন-সৎজন হতে হবে। সন্তানদেরকে সাধু চরিত্রের অধিকারী করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অন্তহীন সাধনা। কাঁদতে হবে নিবিষ্ট চিত্তে। চোখের জলে প্লাবিত করতে হবে সিজদার স্থান। নিশ্চয় রহমান খোদা আমাদের প্রতি স্নেহশীল হবেন। কেননা আমরা সেই মু'মিনের দলভুক্ত সদস্য, যাঁকে খোদা সর্বপ্রকার সফলতা প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের এবং আমাদের সন্তানদেরকে সুজন কর। উচ্চমার্গের মু'মিন কর। মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক প্রকার পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে মুক্ত রাখ। আমাদের সবাইকে অসাধারণ সুন্দর চরিত্রের অধিকারী বানাও, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যে রঙের মু'মিন হওয়ার নির্দেশ করেছেন, তুমি আমাদেরকে তদ্রূপ মু'মিন কর, আমীন।

(১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং উদ্ধৃতিগুলি পুস্তক 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' পুস্তিকায় বর্ণিত বিভিন্ন আউলিয়াগণের জীবনী হতে চয়ন করা হয়েছে। প্রণেতা শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ.), অনুবাদ মওলানা নূর মুহাম্মদ ফরিদী প্রকাশনা বাংলাদেশ– তাজ কোম্পানী লিঃ ৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০)

খোদা প্রেরিতদের বিরোধিতা

মরহুম শেখ জোনাব আলী

"ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদ- মা ইয়াতিহিম মির রাসূলিন ইল্লা কানু বিহি ইয়াস্‌তাহযিউন।" অর্থাৎ বড়ই পরিতাপ বান্দাদিগের জন্য যে এমন কোন প্রেরিত-পুরুষ তাদের নিকট আসে নাই, যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ না করেছে। এ আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন নবী, অবতার বা প্রেরিত-পুরুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে বিরোধী পক্ষের উদ্ভব হওয়াও জরুরী। অতএব বিরোধী পক্ষের প্রকাশ হবেই এবং দুই পক্ষ দুইটি সুন্নত অবশ্যই কায়েম করবে। বিরোধী পক্ষ অত্যাচার নিপীড়নে নবী অবতার ও তার অনুবর্তীদেরকে নিষ্পেষিত করতে থাকবে এবং নবী ও অবতার তার অনুবর্তীগণ তাদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করবেন। অতএব কানুন ইহাই যে, প্রেরিত পুরুষদিগের সত্যতার প্রমাণে যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান নিদর্শন স্বরূপ বিরোধী পক্ষের উদ্ভব হয়, যারা অত্যাচার নিপীড়নের রোলার চালায় প্রেরিত পুরুষ ও তার অনুবর্তীদের ওপর এবং প্রেরিত পুরুষ ও তার অনুগামীরা তাদের নিপীড়ন নিষ্পেষণে মৃত্যুসম যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়। আবহমান কাল হতে এই সুন্নত জারি আছে। প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এর বিরুদ্ধে ইবলিস ও তার দলবল খাড়া হয়েছিল। ইব্রাহীম (আ.) এর বিরুদ্ধে নমরূদ, মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন, রামের বিরুদ্ধে রাবন, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কংশ, এমনিভাবে সকল নবীর প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীর উদ্ভব হয়েছে। তারা যাবতীয় পার্থিব শক্তিকে একত্রিত করে নবীর মিশনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে অত্যাচারীর ভূমিকায় দন্ডায়মান হয়েছে। বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরেশ গোত্র ও অন্যান্য অনেক গোত্র এবং সেই সাথে ইহুদী, নাসারা সকলেই মিলিতভাবে তীব্র বিরোধিতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর জীবন শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল।

বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব এবং সে সাথে তাদের বিরোধিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাজির করতে না পারলে কোন দাবীকারকের দাবী সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে না। দাবীকারকের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কৌশল স্বরূপ বিরোধী পক্ষ যদি বিরোধিতার কাজকে একদম পরিহার করে, তাহলে প্রধান এই এলাহি সুন্নতটি কায়েম হয় নাই বিধায় দাবীকারকের দাবীকে মিথ্যা বলে তারা প্রমাণ দিতে পারে। কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। এলাহি সুন্নতকে কেউ কোন মতেই রোধ করতে পারে না। অতএব বিরোধিতা হবেই।

মাহ্‌দী (আ.) ও তার জামাতের বিরুদ্ধে আজ বিরোধিতার যে বন্যা বয়ে চলেছে, তা যে মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণে নিদর্শন স্বরূপ, এ কথা নিসন্দেহে বলা যায়। লক্ষণীয় যে, বিরোধিতা যত প্রবল আকার ধারণ করে চলেছে, মাহ্‌দীর তথা আহমদীয়াতের প্রচার তার চেয়েও দ্রুত গতিতে পৃথিবীময় বিস্তারিত হয়ে চলেছে। বড়ই বিচিত্র এলাহি এ পরিকল্পনা।

আজিকার পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। কর্মপন্থা বিভিন্ন মনে হলেও আসলে তা অভিন্ন, সমন্বিত এবং পরস্পর পরিপূরক। বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি প্রকাশ্য অভিযানে শরীক হয়, তাহলে মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন, ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘনজনিত আইনে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এ কারণে তারা অপ্রকাশ্য গোপন অবস্থান হতে কর্মপন্থা নির্ণয় করে এবং পরিকল্পনা মাফিক তাদের তাবেদার গোষ্ঠী, যারা মৌলবাদী বা মোল্লার দল নামে পরিচিত, তাদের ওপর সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতির যোগান অব্যাহত রাখে। নির্ণীত কর্মপন্থায় মোল্লার দল প্রকাশ্য ময়দানে আহমদী-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের দ্বারা ক্রীত এইসব মোল্লারা পরাশক্তিদের ক্রীতদাসের ভূমিকায় কাজ করে এবং তাদের প্রভুর নির্দেশ পালনে তারা সদা তৎপর থাকে।

পৃথিবীর সকল দেশের জন্য তারা ইসলাম বিধ্বংসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা যথাবিহীত বাস্তবায়নও করে চলেছে। তবে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রংএ, রূপে ও পদ্ধতিতে তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হচ্ছে। মুসলমানের নিকট যদিও এ পরিকল্পনা আইসবার্গের 'টিপ' সদৃশ অতি সামান্যই দশ্যমান, তথাপি খলীফাতুল মসীহ্‌র আধ্যাত্মিকতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট তা দিবালোকের স্পষ্টতায় ধরা পড়ছে। পটভূমি সহ সালমান রুশদীর 'স্যাটেনিক ভার্সেস' বিষয়ে সকল তথ্য তিনি বিশ্ববাসীর নজরে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। মুসলিম রাষ্ট্রীয়-প্রধান ও ধর্মীয় প্রধানদেরকে লক্ষ্য করে তিনি মন্তব্য করেছেন : – Regretable that the Muslims of the world have encamped themselves behind the

super Powers in serving the vested interests of those Powers. অর্থাৎ দুঃখজনক যে পরাশক্তিগুলির কায়েমী স্বার্থ উদ্ধার করে দিতে পৃথিবীর মুসলমান সম্প্রদায় পরাশক্তির শিবিরে মিলিত হয়েছে। "মুহাম্মদ" শিরোনামে লিখিত কিতাবের লেখক মার্টিন লিকুস্ মা জয়নাব (রা.) ও রসূল (সা.) এর মধ্যে তাদের বিবাহপূর্ব জীবনে প্রেম বিনিময়ের মিথ্যা ঘটনা নির্লজ্জভাবে বর্ণনা করেছে (২২৩ পৃঃ)। রসূল করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীদিগকে 'মরুভূমির ডাকাত' আখ্যায়িত করে আজগুবি বর্ণনা সংযুক্ত করতে দ্বিধা করে নাই (১৩৫ঃ ১৪০ পৃঃ)। এ, আর রাতিক তার 'A Lamp Spreading Light' পুস্তকে রসূল করীম (সা.) এর জন্ম নিয়ে অশোভন অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করতে ইতস্তত: করে নাই, নাউযুবিল্লাহে আলা কুল্লে যালেকা। লেখকদিগের নিজস্ব তাগিদে এ সমস্ত পুস্তিকাদি রচিত হয় নাই, বরং এর অন্তরালে পরাশক্তির কালো হাত ক্রিয়াশীল ছিল। জনসমক্ষে ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)কে হেয় ও মিথ্যা-দাবীকারক হিসাবে পরিচিত করার পক্ষে পরাশক্তির প্ররোচনা, পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনার অনুসরণে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সব পুস্তক।

বৃহৎ শক্তিবর্গ ভালভাবেই উপলব্ধি করে যে আহমদীরাই তাদের পথের কাঁটা, পৃথিবীতে তাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রকাশের পথে একমাত্র অন্তরায়। তাই নির্বিবাদ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে আহমদী-নিধন যজ্ঞ সফল করার জন্য হাতিয়ার বা এজেন্ট রূপে মোল্লাদেরকে নিয়োগ করেছে। মোল্লারাও উত্তমভাবে অবগত আছে যে, আহমদী ইস্যু নিয়ে খেলায় সফল হতে পারলে তাদের পক্ষে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা সম্ভব হবে। সরল প্রাণ মুসলমান জনগোষ্ঠীকে আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের (মুসলিম জনগণের) অত্যন্ত কাছকাছি পৌঁছতে পারবে, ঘনিষ্ঠ হতে পারবে এবং তাদের সহযোগিতায় আহমদীদেরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে পরাশক্তি প্রভুদের সন্তোষ অর্জনেও সফল হবে। মুসলমান জনগণের সমর্থন ও সে সাথে প্রভুদের আনুকুল্য, অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হতে পারলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের জমি তাদের জন্য নিষ্কণ্ঠক হতে বাধ্য।

আবার পরাশক্তি প্রভুদের জন্যও এ অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ আর নাই। আহমদীরা এমনই এক সম্প্রদায়, যারা পরাশক্তিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। তারা বহু খোদার মৃত্যু প্রমাণ করে, লা-শরীক এক খোদার তৌহিদ প্রচার করে, না-খোদাদের কাছে খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ রাখে। পরাশক্তিদের বিবেচনায় আপন ধর্মীয় নিরাপত্তা রক্ষা ও প্রভুত্বের পথ নিষ্কণ্ঠক করার তাগিদে আহমদী নিধন-কর্ম সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা যে, বর্তমান যামানার সর্বপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র তাদের দখলে থাকা সত্ত্বেও আহমদী নিধনের ক্ষেত্রে তা একেবারে অকেজো। পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মাঝেই আহমদীরা বসবাস করে। এমন কোন শাস্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি যা কিনা জনসমষ্টির মধ্য হতে বাছাই করে কেবল মাত্র আহমদীদেরই ধ্বংস সাধন করতে পারে, অথচ অন্যেরা নিরাপদে অবস্থান করে এবং ধর্মীয় ও মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন কোন ক্রমেই প্রকাশিত না হয়। অতএব বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আহমদী নিধন যজ্ঞের হোতা রূপে মোল্লাদেরকে নিয়োগদান তাদের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সাপ মারলে লাভ তো বটেই, লাঠি ভাঙ্গলেও তাদের কোন ক্ষতি নাই।

আহমদীরা আজ দুনিয়াবী শক্তিতে নিতান্তই দুর্বল, সংখ্যায়ও নগণ্য। অতএব তাদের পক্ষ হতে কোন প্রকার পাল্টা আক্রমণের আশংকা নাই। আহমদীদের সমর্থনে সক্রিয়-ভূমিকা রাখার মত এমন কোন রাজশক্তিও নাই। অতএব মোল্লাদের বিবেচনায় আহমদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সফলতা ও বিজয় লাভ সুনিশ্চিত। Tempest in a tea cup বা চায়ের পেয়ালার ঝড় তোলার চেয়েও সহজ কাজ।

যারা লা-শরীক খোদাকে হারিয়ে তিন খোদার পূজারী হয়েছে, যারা খোদাকে কেটে সহস্র খোদায় বিভাজিত করেছে, যারা খোদার অস্তিত্বকেই একেবারে অস্বীকার করে বসেছে, যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিন্দুমাত্র ঈমান রাখে না, জ্ঞান-বিবেক বর্জিত ভ্রান্ত মোল্লারা তাদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করে না। কারণ, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, ইত্যাদি, যারা খোদাকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে, নাস্তিক যারা খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। বহু রাজশক্তি তাদের দল মতে আছে। মোল্লারা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ থাকে। যাদের নিকট হতে তারা শক্তি অর্জন করেছে সেই প্রভুদের বিরুদ্ধে সে শক্তি প্রয়োগ করে। তারা যে সফল হবে না, তা তারা ভালোভাবেই জানে বোঝে। উপরন্তু কোন বিধর্মীকে ইসলামের পথে হেদায়াত করার কৌশল বা বিদ্যা তাদের জ্ঞানের বাইরে। সঠিক-ইসলাম বা রসূলে পাক (সা.)-এর ইসলাম বহু পূর্বেই তাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করেছে। যে ইসলাম তারা আজ পালন করে, তা হলো আমেরিকান, ইংলিশ প্যার্টানের ইসলাম, যা ইহুদী খৃষ্ট-ধর্মকে সমর্থন দেয় ও পুষ্ট করে মাত্র।

বর্ণনার সমাপ্তি টানতে সংক্ষেপে জানাতে চাই যে, আহমদীরা দুনিয়াবী শক্তিতে নি:সন্দেহে অতি দুর্বল, সংখ্যায়ও তারা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু মাহ্‌দী সত্য, খোদা-প্রেরিত। আহমদীর খোদা জীবন্ত খোদা এবং আহমদীয়াতের খেলাফত আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত খেলাফত। এ খেলাফতের অন্তর্গত থেকে জীবন্ত খোদার হুযূরে প্রার্থনা পেশ করলে মোখলেস প্রার্থনাকারীর জবাব দিবার জন্য করুণাময় মহাপ্রভুর করুণায় মহাসাগর উদ্বেলিত হয়ে উঠে। মোল্লারা পরাশক্তির আশ্রিত আর আহমদীরা পরম করুণাময় প্রভুর অনুগ্রহের ছায়াতলে অবস্থিত। পরাশক্তিসমূহ যতই শক্তিধর হোক, পরম শক্তিময় মহাপ্রভুর কাছে তারা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তারা যদি পাহাড় উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে, তাহলেও তারা ও মোল্লারা জেনে রাখুক, আহমদীর খোদা পাহাড় সমেত তাদের সকলকে এক নিমিষেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত-পুরুষের বিজয় দানের মধ্য দিয়ে নিজের বিজয়ের প্রমাণ দেন। ইহাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত কানুন। যেমন তিনি বলেন, "কাতাবাল্লাহু লা আগলেবান্না আনা ওয়া রুসূলি।" আল্লাহ্ ইহাই নির্ধরিত করেছেন যে তিনি এবং তাঁর রাসূলগণই বিজয়ী। সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা কখনই টিকে থাকতে পারে না। "জায়াল হাক্ব ও জাহাকাল বাতেল।" আল্লাহ্‌র সত্য-মাহ্‌দীর আবির্ভাব হয়েছে মিথ্যা, তাগুতি-শক্তির ধ্বংস অনিবার্য।

(পাক্ষিক আহমদী, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৪-এর সৌজন্যে)

মেরাজ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য এবং প্রকৃত ঘটনা

মাহমুদ আহমদ সুমন

দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিকে গত ২ মে, ২০১৪ মেরাজ নিয়ে বিশেষ পাতা প্রকাশিত হয়। আমার দেখা মতে একটি দৈনিক বাদে সবগুলো দৈনিকেই মহানবী (সা.)-এর মেরাজকে দৈহিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন দৈনিক ইত্তেফাকে উল্লেখ করা হয়েছে "প্রিয়নবী (সা.)-এর নিমিষে 'মসজিদুল হারাম' থেকে 'মসজিদুল আকসা' হয়ে উর্ধ্বাকাশে স্বশরীরে জাগ্রতাবস্থায় ভ্রমণ, মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ, স্বাক্ষাৎ ও সংলাপকে মেরাজ বলে"। দৈনিক প্রথম আলোয় লেখা হয়েছে "মিরাজ তথা নূরের চলন্ত সিঁড়িযোগে উর্ধ্বলোকে আরোহন, সপ্তাকাশ পরিভ্রমণ, সৃষ্টিজগতের রহস্য অবলোকন, জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন ও আল্লাহর দরবারে মহামিলন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুজিজা। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে শবে মিরাজ যার স্থান সর্ব শীর্ষে"। দৈনিক কালের কণ্ঠে লেখা হয়েছে "মেরাজ মানে উর্ধ্বারোহণ। কিন্তু এই উর্ধ্বারোহণ কোন সাধারণ উর্ধ্বোরোহণ নয়, আকাশে কিংবা চাঁদে যাওয়া নয়, মঙ্গল গ্রহে যাওয়াও নয়। এটি হলো এমন উর্ধ্বারোহণ, যেখানে আরশে আজিম অর্থাৎ আল্লাহপাকের আরশ কুরছি ও লওহে মাহফুজ রয়েছে। ঠিক সেখানেই রাসুলে পাক (সা.)-এর গমন। এটি সত্যি বিস্ময়কর একটি ঘটনা শুধু ইতিহাসের জন্য নয়, বিজ্ঞানের জন্যও। যখন বিমান কিংবা রকেটের আবিষ্কার হয়নি, তখন একজন মানুষ যন্ত্রবিহীন অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে সাত আসমান ভেদ করে 'সর্বশেষ ফটক' বা ছিদরাতুল মুনতাহা ভেদ করে স্বয়ং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া এবং সেখানে অবস্থান করে পৃথিবীর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার সব নিদর্শন দেখে ও নির্দেশনামা নিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসা এক অকল্পনীয় বিস্ময়"।

একমাত্র দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় মহানবী (সা.)-এর মেরাজকে আধ্যাত্মিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দৈনিকটিকে 'মিরাজ রজনীর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ' শিরোনামে লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক এতে প্রমাণ করেছেন যে, রসূল করীম (সা.)-এর মেরাজ দৈহিক ছিলো না বরং তা ছিল আধ্যাত্মিক। যুগান্তরের একই পাতায় মেরাজ সম্পর্কে দু'জন লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়। দু'জন লেখকই মেরাজকে আধ্যাত্মিক বলে উল্লেখ করেন। আর এটাই সত্য এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ মহানবী (সা.)-এর মেরাজ ছিল আধ্যাত্মিক। এই মেরাজকে যদি আমরা দৈহিক মনে করি, তাহলে নাউযুবিল্লাহ কুরআন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কারণ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে যে, রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে আকাশে আরোহণ করা সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষই ছিলেন।

মেরাজের যে ঘটনা তা নবুওয়তের পঞ্চম বা ৬ষ্ঠ বছরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে ঘটেছিল। এই সময় তাঁর যে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ঘটে, তাতে দিব্যদর্শনে আধ্যাত্মিকভাবে বহু ঊর্ধ্ব-লোকে উপনীত হয়ে তিনি আল্লাহ্‌র জ্যোতিসমূহের বিকাশ প্রত্যক্ষ করেন। অপরদিকে মহান আল্লাহ্‌র জ্যোতিমালাও তাঁর প্রিয় রসূল (সা.) এর দিকে অবতরণ করে। এভাবেই একদিকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হন, অপর দিকে আল্লাহ্‌ও অগ্রসর হন তাঁর প্রিয় রসূলের (সা.) এর দিকে। মানুষের পক্ষে যতটা আধ্যাত্মিক-উন্নতি অর্জন করা সম্ভব, তার সবটাই ঘটেছিলো তাঁর রসূলের (সা.)।

মহান আল্লাহ্‌র শক্তি ও মহিমার জ্যোতিঃ যতটা মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব, তার সবটাই দেখেছিলেন আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় এই রসূল (সা.)। এই মহামানবকে (সা.) যত বেশী করে আঁকড়ে ধরা যাবে, যতবেশী গভীরে যাওয়া যাবে তাঁর শিক্ষার, ততই বেশী করে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যাবে, পাপ থেকে ততই বেশী মুক্তি পাওয়া যাবে । পবিত্র কুরআনের সূরা নযমে উল্লেখিত মেরাজের ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কে যতই আমরা জ্ঞান অর্জন করবে, ততই বুঝা সম্ভব হবে এই দিব্যদর্শনের মাহাত্ম্য।

নবুওয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বছরে হযরতের (সা.) প্রিয়তম পত্নী হযরত খদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর কাবাগৃহের নিকটবর্তী তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর বাসভবনে অবস্থানকালে একরাতে দিব্যদর্শনে (কাশ্‌ফে) তিনি আধ্যাত্মিকভাবে জেরুযালেমে অবস্থিত 'আল আকসা মসজিদ' গমন করেন। সেখানেই তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাত লাভ করেন। এটি ইস্‌রা নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী জামানায় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত নবীগণ আল্ আকসা মসজিদে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবীর (সা.) পেছনে নামায পড়েন। এরপর তিনি আবার মক্কায় ফিরে আসেন। সূরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ্ এ ঘটনার বর্ণনা করেছেন। মেরাজ এবং ইস্‌রা দু'টি ভিন্ন সময়ের ঘটনা। মেরাজ এবং ইস্‌রা দু'টিই আধ্যাত্মিক ভ্রমণ। দু'টিই ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ঘটনা অথচ লোকেরা অজ্ঞতার বশে দু'টি ঘটনাকে একত্রে বেঁধে দিয়ে প্রচার করছে। মহানবী (সা.)-এর এ ভ্রমণ মোটেও দৈহিকভাবে ঘটেনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেমে গিয়ে দুনিয়ার সব নবীর জামা'তে ইমামতি করা দৈহিকভাবে সম্ভব নয়। মেরাজ ও ইস্‌রার ঘটনা দৈহিকভাবে ঘটেনি, এটি একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়।

মেরাজের বর্ণনা সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) নিজে বলেছেন, "একদা আমি কা'বার 'হাতিম' অংশে সটান হয়ে শুয়েছিলাম। ...হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে এলেন। তিনি আমার (বুক) এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন।...এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন যে তিনি তাঁর পাশে বসা (জনৈক সাহাবী) জারুদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত' এর অর্থ কি? তিনি (তার ব্যাখ্যা দিয়ে) বলেন, হলকুমের নীচ থেকে নাভী পর্যন্ত। অতঃপর তিনি (আগন্তুক) আমার হৃৎপিন্ডটি বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটা থালা আমার আছে আনা হলো, অতঃপর আমার হৃৎপিন্ডটাকে ধৌত করা হলো। তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হলো। অতঃপর আকারে খচ্চরের চাইতে ছোট ও গাধার চাইতে বড় একটি শুভ্র জানোয়ার (বাহন) আমার সামনে হাজির করা হলো। তখন জারুদ (রা.) আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা! (আনাসের ডাক নাম) ওটাই কি বুরাক ছিল? আনাস (রা.) বললেন, হাঁ তার দৃষ্টি যতদূর যেত, সেখানে সে পা রাখতো। অর্থাৎ তার পথ অতিক্রমের গতিবেগ ছিল দৃষ্টি-শক্তির গতিবেগের সমান। নবী (সা.) বললেন, অতঃপর আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো।

তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে (উর্ধ্বলোকে) যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এ কে? জিবরাঈল বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার সঙ্গে আর কে?" তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে পৌঁছলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম (আ.)কে। বলা হলো, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'এ কে?' তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার সঙ্গে আর কে?' তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুণরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)-কে। বলা হলো, আপনি তাদেরকে সালাম করুন। আমি তখন সালাম করলাম। তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন ঃ আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ সঙ্গে কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় বলা হলো, তাক কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। ভেতরে প্রবেশ করে আমি সেখানে ইউসুফ (আ.)কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হলেন ইউসুফ (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। প্রশ্ন করা হলো আপনি কে? জবাব দেয়া হলো, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে ইদরিস (আ.)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। জিবরাঈল আমাকে বললেন, ইনি ইদরীস (আ.)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তাঁর উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন খুবই শুভ। তারপর (দরজা খুলে দিলে) আমি ভেতরে পৌঁছলাম। তখন সেখানে হারুন (আ.)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হারুন (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলতে

বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে মূসা (আ.)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হলেন মূসা (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে (নবী বানিয়ে) পাঠানো হলো, যার উম্মত আমার উম্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। অতঃপর জিবরাঈল দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। দরজা খুলে দিয়ে দ্বাররক্ষী বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না আনন্দদায়ক। তারপর আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে ইব্রাহীম (আ.)কে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, ইনি আপনার পিতা ইব্রাহীম (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার উত্তর দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর আমাকে সিদরাতুল-মুন্তাহা পর্যন্ত ওঠানো হলো।

জিবরাঈল বললেন, এটাই সিদরাতুল-মুনতাহা। আমি আরো দেখতে পেলাম (সিদরার মূল থেকে নির্গত) চারটি নহর। দু'টো নহর অপ্রকাশ্য আর দুটো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে, জিবরাঈল! এ নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দুটো হল জান্নাতে প্রবাহিত দু'টি ঝর্ণাধারা, আর প্রকাশ্য দু'টো হলো মিসরের নীল নদ ও বাগদাদের ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। তারপর আল বায়তুল মা'মুর ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হলো। অতঃপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্য থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মত যে ইসলাম রূপী স্বভাবজাত ধর্মের অনুসারী, এটা তারই নিদর্শন।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হলো এবং আমি ফিরে চললাম। মূসা (আ.)-এর সম্মুখে দিয়ে যাবার সময় তিনি (আমাকে) বললেন, কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্‌র কসম, আপনার পূর্বে আমি (ইসরাঈল) লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলছি, আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ আমার ওপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসার নিকট ফিরে গেলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে, আমি পুনরায় আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর থেকে আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসার কাছে ফিরে এলে তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ্ আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলে আল্লাহ্ আমার জন্যে আরো দশ ওয়াক্ত কম করে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ করা হলো। আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম।

এই বিশেষ রাতে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর রূহকে পাকসাফ এবং সতেজ করা হয়েছিল। একান্তভাবে যদি কেউ আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, তাহলে সেই মু'মিনও মেরাজ লাভ করতে পারেন।

এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে, আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো।। আমি মূসার কাছে আবার ফিরে এলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে (সর্বশেষ) কি করতে আদেশ করা হলো? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি (ইসরাইল) লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের হেদায়াতের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আমি বলছি, আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্যে নামায হ্রাস করার প্রার্থনা জানান। নবী (সা.) বললেন, আমি আমার রবের কাছে (কর্তব্য হ্রাসের জন্য) এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, (পুনরায় প্রার্থনা জানাতে) আমি লজ্জাবোধ করছি। বরঞ্চ আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট ও আনুগত্য প্রকাশ করছি। নবী (সা.) বলেন, আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমার

অবশ্য-পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্যে আদেশটি লঘু করে দিলাম।" (সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল মানকিব- ৩য় খন্ড)

সাধারণভাবে বলা হয়, মেরাজের ৩টি অংশ। প্রথম অংশ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা গমন। দ্বিতীয় অংশ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আসমানে ভ্রমণ এবং তৃতীয় অংশ আসমান থেকে মসজিদে হারামে প্রত্যাবর্তন। হাদীসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যখন মেরাজ হয়, তখন তিনি মসজিদে হারামের হাতীমে শুয়ে ছিলেন। অন্য হাদীসে আছে, তিনি তাঁর চাচত বোন উম্মে হানীর ঘরে শুয়ে ছিলেন।

কিন্তু হাদীস ও কুরআন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মেরাজ ও ইসরা পৃথক প্রথক সময়ে হয়েছিল। মেরাজের ঘটনা সূরা নজমে আছে, যা নবুওয়তের ৫ম সালে হয়েছিল। আর ইসরার ঘটনা কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলে আছে, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মক্কী জীবনের শেষ-বর্ষে অর্থাৎ নবুওয়তের ১১/১২ সালে হয়েছিল। হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সূরা নজমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার বর্ণনা নেই। আকাশে যাওয়ার কথা আছে। সূরা বনী ইসরাঈলে আকাশে যাওয়ার কথা নেই। কিন্তু বায়তুল মাকাদ্দাসে যাওয়ার কথা আছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, মেরাজে নামায ফরজ হওয়ার কথা আছে। আবার হাদীসে আছে নবুওয়তের শুরু থেকে নামায ফরজ হয়নি। এ থেকে প্রমণিত হয় যে মেরাজ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে কমপক্ষে দুবার হয়েছে। সূরা নজমে আছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এটি দুবার দেখেছেন। মেরাজ রসূলুল্লাহ্‌র (সা.) নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে হয়েছিল। ইসরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। এটি হযরতের মক্কী জীবনের শেষ বর্ষে ঘটেছে, যখন বিবি খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং তিনি (সা.) উম্মে হানীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। মেরাজ ও ইসরা আধ্যাত্মিক ঘটনা। এটি স্বশরীরে ঘটেনি। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা নজমে আছে যে, তাঁর হৃদয় এই দৃশ্য দেখেছিলো।

হাদীসে আছে, যখন তিনি এই দৃশ্য দেখেছিলেন, তখন তাঁর (সা.) চোখ বোঁজা অবস্থায় ছিলো। এর থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে এ দৃশ্য দেখেছিলেন। হাদীসে আরও প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ্ এই স্বপ্ন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে দেখিয়েছিলেন। হাদীসে আছে তিনি (সা.) নবীদের জামাতে ইমামতি করেছিলেন। আরো অনেক ঘটনা আছে, যা ব্যাখ্যা করতে হয়। এসব ঘটনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, মেরাজ ও ইসরার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক।

ইসলামে মিরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আর যেহেতু এটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক-বিষয়, তাই এটি লাভ করা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যার রূহ পবিত্র এবং যিনি পরম আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন। মহানবী (সা.)-এর রূহকে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক পবিত্র করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এই মহান নবীকে মেরাজের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণে নিয়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর জীবনে মিরাজ শুধু একবারই যে ঘটেছে তা কিন্তু নয়, কারণ ছিনাচাকের যে ঘটনা, তা তাঁর শৈশবেই ঘটেছিল, যখন তিনি (সা.) ছাগল চড়াচ্ছিলেন। তবে কুরআন করীমে তাঁর (সা.) যে আধ্যাত্মিক সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা একটি বিশেষ রাতে সংঘটিত হয়েছিল। এই রাতে মহানবী (সা.)-এর কাছে জিবরাইল ও মিকাইল (আ.) যখন আসে, তখন তিনি (সা.) ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি ছিলেন। তখন জিবরাইল (আ.) তাঁর (সা.) সীনা থেকে নাভীর ওপর পর্যন্ত ফেড়ে এবং তাঁর বুক ও পেট থেকে কিছু বের করে সেসবকে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে তাঁর পেটকে পাক পবিত্র করে দেন। তারপর তিনি সোনার একটি তশ্তরী আনেন, যা ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ ছিল। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সীনাটাকে ভরে দেন এবং ফাড়া অংশটা ঠিকঠাক করে দেন (বোখারী, মুসলিম ও মিশকাত)।

এই বিশেষ রাতে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর রূহকে পাকসাফ এবং সতেজ করা হয়েছিল। একান্তভাবে যদি কেউ আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, তাহলে সেই মু'মিনও মেরাজ লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্‌পাকের কাছে আমরা যদি বিগলিত চিত্তে দোয়া করি, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের ডাক শুনবেন। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে 'তিনি কে, যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন, যখন সে তাঁর সমীপে দোয়া করে ও তার কষ্ট দূর করে দেন' (সূরা নমল: ৬৩)।

আসুন না, আমরা সবাই নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করে নামাযের মাধ্যমে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ্‌পাকের কাছে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের রূহকে পরিস্কার করে দিয়ে আমাদের আত্মায় যত ময়লা জমেছে তা ধুয়েমুছে স্বচ্ছ করে দেন। অনেকে হয়তো মনে করবেন যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষ কিভাবে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারে। হ্যাঁ, সবাই আল্লাহ্‌কে লাভ করতে পারে, তবে প্রথম শর্ত হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা। প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আল্লাহ্‌পাক মেরাজের রাস্তা খুলে রেখেছেন, যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'নামায মু'মিনের মেরাজ'। অর্থাৎ মু'মিন মুত্তাকির মেরাজ হয় নামাযের মাধ্যমে। আমরা যদি নিয়ম অনুযায়ী আত্মা পবিত্র করে নামায আদায় করি, তাহলে আল্লাহ্‌পাকের মেরাজ আমরাও লাভ করতে পারি। আর এ রাস্তা এখনও খোলা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়াই করি, তিনি যেন আমাদের আত্মাকে শান্তিময় করেন আর ইহ জীবনেই যেন লাভ করতে পারি আল্লাহ্‌পাকে জান্নাতের স্বাদ। আমার আত্মা যেন রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এই সংবাদ লাভ করে যে, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অর্থাৎ তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা ফাজর: ২৮-৩১)। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট, আর এই পর্যায়ে যখন মু'মিনের আত্মা উপনিত হয়, তখনই আল্লাহ্‌পাক তাকে মেরাজের মর্যাদায় ভূষিত করেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এ প্রার্থনাই করি, তিনি যেন আমাদের সকলের রূহকে পবিত্র ও স্বচ্ছ করে দেন আর আমরা যেন মেরাজের মর্যাদা লাভে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মেরাজের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব

“ইহ্ দিনাস্ সীরাতাল মুস্তাকিম” সূরা ফাতেহার এই অংশের প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ দোয়াটিতে এমন এক পূর্ণতত্ত্ব রয়েছে যা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র চাবিস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাঁর সঙ্গে বান্দার মিলনের এবং তাঁর (বান্দার) সংশোধনের ইচ্ছা রাখেন। একজন আহমদী মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তো অবশ্যই, এছাড়াও যুগ-খলীফার তাহরিক অনুযায়ী অসংখ্যবার এ দোয়াটি পড়ে থাকেন।

আল্লাহ্‌র অমোঘ আদেশ পালনের সাথে যুগ-ইমামের ইতায়াতের মধ্য দিয়ে একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। কুরআনের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি প্রধান অনুগ্রহ। আল্লাহ্ কুরআন করীম অবতীর্ণের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, যা পালন করা একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুন্নত হচ্ছে ঐ আদেশ ও কর্ম-পদ্ধতির নাম, যা পুণ্যবান মুসলমানদের কর্ম জীবনে প্রথম থেকেই চলে আসছে এবং যার ওপর সহস্র সহস্র মুসলমানকে চালিত করা হচ্ছে (মূলত: একীনই মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে এবং পুণ্য কর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করে)।

আহমদী মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য দুই রকমের। এক-'প্রত্যক্ষ' এবং দুই-'পরোক্ষ'। প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সকল প্রকার সৎকর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করা। যেমন– কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা, নম্র ব্যবহার করা, প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়গণের হক আদায় করা, সাধ্যমত দান-সদকাহ্ করা, নিজে পরিচ্ছন্ন থাকা ও আশপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা, মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য না করা, ইসলাম পরিপন্থী সকল কর্ম থেকে নিজেকে সংযত রাখা, সকল প্রকার সৃষ্ট জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করা এবং সর্বোপরি নিয়মিত তবলীগ করা। 'পরোক্ষ' দায়িত্ব হলো নিজের আত্মিক ও রূহানী নামাযের উন্নতি করা। একজন মুসলমানের কর্তব্যই হলো আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে এ আহ্বান জানানো যে আমরা এক খোদার প্রতি ঈমান আনি।

“উজীবুত্ দাওয়াতাত্ দায়েন”–মূল্যবান বাক্যটির ওপর আমল করে নিষ্ঠার সহিত নিজেদেরকে দোয়ায় রত থাকা। মালফুযাতে বলা আছে, দোয়ার ন্যায় অস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে, যা প্রভু ও দাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করে।” নফসের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জেহাদ হলো উৎকৃষ্ট জেহাদ। কখনোই কু-প্রবৃত্তি ও মন্দ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের ওপর যেরূপ আমল করে স্বয়ং দেখিয়েছেন, সেইরূপ আমলই একজন আহমদী মুসলমানের করা উচিত। সূরা আস্ সফের ৩৪নং আয়াতে বর্ণিত আছে, “হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বলো যা করো না? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা যা বলো তা করো না।” একজন খাঁটি আহমদী মুখে যা বলে কাজেও তা-ই করে থাকে, বাস্তবে এমনটি করে দেখানো উচিত?

স্রষ্টার সুন্দর প্রতিচ্ছায়া নিজ সত্তায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে প্রতিফলিত করার মাঝেই রয়েছে ঈমানের সার্থকতা। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সকল ধর্মীয়-শিক্ষার নির্যাস । ইসলাম ধর্ম এ বিষয়টির প্রতি অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা অন্য কোন ধর্মে নেই। হুযূর পাক (সা.) আল্লাহ্‌র মধ্যে এতই নিমগ্ন থেকেছেন যে পৌত্তলিকরা বলে বেড়াতো যে, “মুহাম্মদ তার আল্লাহ্‌র প্রেমে পড়েছে!” মূলত: আল্লাহ্‌র হিতৈষণাপূর্ণ গুণাবলী, যা মানুষের মনে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে, এ গুণগুলো একজন প্রকৃত মুসলমান নিজ চরিত্রে সন্নিবেশ করে থাকে। সত্য বিশ্বাসের সহিত সৎকর্মের সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

“কু-আনফুসেকুম ওয়া আহ্‌লেকুম নারা– তুমি নিজে দোযখের অগ্নি থেকে বাঁচো এবং পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও”- কুরআনের এমন অমোঘ বাণী একজন আহমদী মুসলমান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। শেষ যুগে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে মানার মধ্য দিয়ে আহমদী মুসলমানগণ নিজেরা তো জাহেলিয়তের মৃত্যু ও জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচার পথ পেয়েছে, এখন দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে অন্যকে তা জানিয়ে দেয়া, যা কেবলমাত্র তবলীগের দ্বারাই সম্ভব! এজন্য নিজেকে মুত্তাকী ও নেক আমলকারী বান্দা হতে হবে! ইসলামের সত্যতা ও সঠিক রূপকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই হবে তার কাজ। ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি মুসলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে, যার সংশোধন করা আহমদী মুসলমান হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব বটে।

খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং যুগ-খলীফার নির্দেশ মেনে চলার মধ্যে প্রভুত কল্যাণ ও বরকত নিহিত। খেলাফতের প্রতি আন্তরিক ভালবাসাই পারে যাবতীয় পুণ্যকর্ম সমাধা করতে। খাকসার বিনীত ভাবে বলতে চাচ্ছি যে, ইসলামের খাঁটি রূপ বাস্তবায়িত প্রসার লাভ করবে কেবল মাত্র আহমদীয়া খেলাফতের সুশীতল ছায়াতলে থেকে নিষ্ঠাবান আহমদী মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে। Duty towards God, Duty towards Parents and Duty towards mankind. আল্লাহ্ পাক সকল কর্তব্যগুলি মেনে চলার তৌফিক দিন, আলহামদুলিল্লাহ্।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

আহমদী মুসলমান হিসেবে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে চিরকৃতজ্ঞ

একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কেননা, তিনি আমাকে আহমদী পরিবারে জন্ম দিয়েছেন, অথবা সত্য গ্রহণ করে আমাকে আহমদী হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এই ঐশী অনুগ্রহের জন্য আমরা যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা হবে অতি অল্প। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আমি মানুষ এবং জিনকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। এখানে জিন অর্থে, রাজা, বাদশা, ধনাঢ্যগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নেতাগণকে বুঝানো হয়েছে যারা সচরাচর সাধারণ মানুষের সামনে দৃষ্টিগোচর হয় না। মহান আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক এই সৌরমন্ডল সৃষ্টি অবদি মানব জাতির জন্য কত না ব্যবস্থাপনা জারী করেছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) পর্যন্ত কত জাতির উত্থান পতন হয়েছে তা অনুমেয় নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ করতে বারণ করে থাক এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। (সূরা আলে ইমরান : ১১১ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত (জাতি) বলা হয়েছে। এ এক বিরাট দাবী। তবে এ দাবীর কারণও দেওয়া হয়েছে। মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তাদের অভ্যুদয় হয়েছে তাদের ওপর এ কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে যে তারা মঙ্গলের প্রচার ঘটাতে থাকবে এবং অমঙ্গল থেকে বারণ করবে এবং এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে। মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা এ শর্তগুলোর সাথে জড়িত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ই থাকবেন সবার অগ্রভাগে (বুখারী)। এক আহমদী যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর বয়আতের সিলসিলায় দাখেল হওয়ার দাবী করেন, তাঁর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বর্ণনা কৃত এ শব্দগুলোকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক তাই আমরা আহমদীগণ যখন এটি বলি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মেনেছি তখন আমাদের দেখতে হবে, আমরা কি নিজেদের মধ্যে সেই ঈমান সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি যার শিক্ষা কুরআন করীম দিয়েছিল আর সাহাবাগণ নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন।

আমরা কি সেই সত্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি বা করছি। আঁ হযরত (সা.) এর যুগে মু'মিনদের বড় একটি সংখ্যা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা কি নিজেদের হৃদয়ে সেই তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি যার বর্ণনা আমরা (রা.)-এর জীবনীতে পড়ে এবং শুনে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো নিজের এবং নিজ সাহাবাদের জীবদ্দশায় এ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার নিজের বর্ণনা এবং লেখনি সমূহের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আহমদীয়াতের প্রকৃত মর্ম তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে যখন আমরা নিজেদের যাচাই করতে থাকব, আর আমাদের কথা ও কাজে কোন পার্থক্য থাকবে না। তিনি আমাদের ও অন্যদের মধ্যে একটি পরিষ্কার পার্থক্য দেখতে চান। এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, আমি বারংবার কয়েক জায়গায় বলেছি, বহ্যত আমাদের জামা'ত এবং অন্য মুসলমান উভয় তো একই। তোমরাও মুসলমান তারাও মুসলমান আখ্যায়িত হচ্ছে। তোমরাও কালেমা পড় তারাও কালেমা পড়ে।

তোমরাও কুরআনের অনুসরণের দাবি কর তারাও কুরআনের অনুসরণের দাবী করে। বস্তুত দাবির দিক থেকে তোমরা এবং তারা উভয়ে সমান, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল দাবিতেই সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে কোন বস্তবতা না থাকে। আর দাবির সমর্থনে কার্যত কিছু প্রমাণ এবং পরিবর্তনের দলিল না থাকে। তিনি বলেন দাবির সমর্থনে কার্যত কিছু প্রমাণ আর পুণরায় সেটি দাখিল থাকা প্রয়োজন। দাবির সমর্থনে বাস্তব যে পরিবর্তন সেটি যেন দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং সেটি যেন পরিষ্কার প্রকাশ পায়, যা তার দলিল হবে। অত:পর তিনি বলেন, এ কারণে অধিকাংশ সময় এ দুঃখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কিশ্‌তিয়ে নূহ্ (মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪) পুস্তকে তার মান্যকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতে চাই যে, বাহ্যিক বয়আতে (দীক্ষা গ্রহণে) করিয়া তোমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে এইরূপ চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দিও না। বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের নিকট কার্যত প্রমাণ চান। তাই আমরা নিজেরা যদি নিজেদের অবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করি তাহলে অনেক উত্তম ভাবে নিজেদের বিশ্লেষণ করতে পারব। অনেক সময় অন্যদের বলার প্রেক্ষিতে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নিজের পর্যালোচনার জন্য সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতি মূহূর্ত আমাকে দেখছেন, যা পূর্ণ করা আমাদের দায়িত্ব। তাহলে উত্তম ভাবে মানুষ নিজের পর্যালোচনা করতে পারবে।

একজন আহমদী সে যতই দুর্বল হোক না কেন তার পরও তার মাঝে পুণ্যের কিছু ঝলক থেকে থাকে, যখনই অনুভূতি জাগ্রত হয় তখনই পুণ্যের কলি প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ করে। তাই প্রত্যেককে কর্মের পানি সিঞ্চনে এ পূর্ণকে জীবিত রাখা প্রয়োজন, সেটিকে সজীব রাখা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ব্যাথাকে অনুভব করা প্রয়োজন যাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাদের অবস্থা দেখতে দেখতে শুকনা ডাল থেকে সজীব ডালে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করে। তাই আমাদের প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব তিনি যেন দৃঢ়সংকল্প করেন। আমি জাগতিক খেলা-তামাশার মোহ আকর্ষণ ফ্যাশন আর বস্তুবাদিতার সঙ্গ অনুসরণ করবো না, বরং চিরস্থায়ী জীবন লাভের উদ্দেশ্যে ইহকালেই পরকালের জান্নাতের ভাগীদার হবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করবো।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, ঈমান ও ভালবাসার দ্বারা এতখানি মহিমান্বিত হবেন যে, এটা তাদেরকে কেবল খোদা ছাড়া, প্রত্যেক তুচ্ছ ও অমূলক জিনিস থেকে আলাদা করবে এবং পাপ থেকে মুক্ত করবে। তাদেরকে এ জগতেই এক নতুন জীবন দান করা হবে এবং স্বার্থপরতা, অন্ধকার ও সংকীর্ণতার অতল গহ্বর থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হবে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, পবিত্র কুরআন থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে ছয়শত নিশেধাজ্ঞা রয়েছে, খোদা চাহেন যে, মানুষ সেগুলো মেনে চলবে। আর একই ভাবে জিব্রাঈল

(আ.)-এর ডানার সংখ্যাও ছয়শত। এর অর্থ এই যে, মানবাত্মাকে ছয়শত কার্যক্ষমতা দান করা হয়েছে। আমাদের উচিত এই ছয়শত নিষেধাজ্ঞা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা।

আমরা যুগ ইমামকে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আত করেছি, অতএব এর নির্দেশিত পথে চলবো। এই পদক্ষেপ কেবল আপনাকেই ঐশী নেয়ামত প্রদান করবে না বরং অন্যদেরকেও এই ঐশী নেয়ামতের অংশীদার করবে। এই সমস্ত বিষয় যথাযথ ভাবে পালন করলে আমরা নিজেরা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মও ইহকাল ও পরকালের ঐশী বরকতের ভাগীদার হবে। আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। আমাদের সবাইকে শয়তান থেকে দূরে থাকতে হবে কেননা শয়তান আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, মানুষকে পদে পদে পথভ্রষ্ট করবে। আর এ কাজ সে অনেক আগে থেকেই করে আসছে।

আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে যোগদান করে তাঁর হাতে বয়আতের অঙ্গীকার করার পর আমরা তা বাস্তবায়নে কতটুকু সচেষ্ট। আমাদের সন্তান সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে এই আন্তরিকতা কতটুকু সৃষ্টি করতে পেরেছি। আজ জগতের পরিত্রাণ আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর বাস্তবায়নের মাঝে নিহিত। জগতকে এই সুন্দর পথে একত্র করতে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে সৎকর্মের ফলশ্রুতিতে বিশ্বের নৈরাজ্যময় বিশৃংখলা দূরীভূত হয়।

পবিত্র কুরআন শরীফ একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও জীবন বিধানের নাম। এর শিক্ষা গ্রহণ করে তা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এটি এমন ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন অন্য জাতির মানুষেরা এসে দিক নির্দেশনা লাভ করেন। অতএব আমাদের নিজেদের মাঝে কোন ধরনের হীনমন্যতাকে স্থান না দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভাব্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। নিজ ধর্ম-শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন শরীফের শিক্ষার প্রতি পুর্ণ মনোযোগ দিতে হবে এবং একে বাস্তবায়ন করতে হবে।

তাহলেই আমরা ইনশাআল্লাহ্ জগতকে নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালন করতে পারব। আর তা না করে যদি কেবল জগতের মোহ ও চাকচিক্যের পেছনে ছোটাছুটি করি তাহলে নি:সন্দেহে এসব কিছু ফুরিয়ে যাবে আর পরিণামে হা-হুতাশ ও আক্ষেপ ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না। আমাদের প্রত্যেকের নিজ জীবনে আমরা যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী জীবন কাটানোর তৌফিক দান করুন।

ফরহাদ আলী, মোয়াল্লেম, ধানীখোলা

তোমরা কেন তা বল, যা নিজেরা কর না

আহমদী মুসলমান বলতেই বুঝা যায় এটা মুসলমানদের মধ্যে একটি দল। মুসলমানদের অসংখ্য দল আছে, যেমন শিয়া, সুন্নী, হানাফি, হাম্বলী, নকসবন্দী, ইত্যাদি। আহমদীদের বাদেও বাহাত্তর দল সবাই পবিত্র রসূল খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওপর বিশ্বাসী। সবারই দাবী তারা কুরআন ও সুন্নার অনুসারী। সব ফের্কার মুসলমানই যদি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে তাদের মধ্যে ভিন্নতা আসতো না। তখন বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে হানা হানি মারামারি কাটাকাটির সূত্রপাত হতো না এবং পদস্খলিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে বাগাড়াম্বর সর্বস্ব পার্থিব সম্ভারে উন্নত জাতির পদানত জাতীতে পরিণত হতে হত না।

ইসলাম অনুসারীর নাম মুসলমান, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে আত্মসমর্পিত। পবিত্র কুরআনের নীতিই যাদের চিরকালের নীতি ও অদর্শ, যে কুরআন সর্বকালের জন্য সর্বশেষ পথ প্রদর্শক, যারা সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শ পথ প্রদর্শক ও শান্তির বাহক তারাই আজ বিজাতীয় আদর্শ ও বিশ্ব জয়ের হাতিয়ার বন্ধুকের পূজারী। সন্ত্রাস, বোমা বাজি, রগ কাটা আজ এক শ্রেণীর মুসলমানদের পবিত্র (?) ধর্ম।

এখন আশা যাক আহমদী মুসলমান কারা? আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের নির্দেশ মোতাবেক আমরা যারা শেষ যুগের সংস্কারক হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)কে মান্য করেছি তারাই আহমদী মুসলমান। মান্য করা ও অমান্য করা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আমাদের এই বৈপরিত্ব।

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল মুসলমানরা যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে কুরআনের শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে পথ হারা ও বিভ্রান্ত হবে তখন ইসলামের প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষায় সবাইকে ফিরিয়ে এনে একত্রিত করতে ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী হিসেবে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমন হবে। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমরা তাকে মান্য করেছি।

তিনি এসে কুসংস্কার, ভ্রান্ত আকিদা যা পবিত্র কুরআন ও পবিত্র রসূলের শিক্ষা নয় তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন। ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি হতে আমরা মুক্ত হয়েছি। আদর্শিক দিক থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত পবিত্র কুরআনের আদর্শ যা তাঁর পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক অনুসৃত ও বাস্তবায়িত তা আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমাদের একজন আহমদী মুসলমান হিসাবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তা হল, নবুওয়তের পদ্ধতিতে যে খেলাফত হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পরিপূর্ণ আনুগত্যে ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজ নিজ জীবন পরিপাটি ও পরিপূর্ণ করা।

আমাদের কর্তব্য প্রত্যাহিক প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করা। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর হাতে বয়আতের যে দশটি শর্ত আছে তা যদি আমরা নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করি তবে আমরা এক একজন আদর্শ আহমদী মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল (সা.), যুগ ইমাম ও তাঁর খলীফার ভালবাসায় সম্পৃক্ত হবো তাতে সন্দেহ নেই।

সেই সঙ্গে তবলীগের প্রতিও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে কুরআনের নির্দেশ "তোমরা কেন তা বল, যা নিজেরা কর না'। একজন আহমদী মুসলমান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম তাই সমগ্র বিশ্বকে খেলাফতের অধীনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকা তলে সমবেত করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

সে-ই প্রকৃত আহমদী যে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত

একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেভাবে হুযূর (আই.) গত ১০ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে জুমুআর খুতবায় উল্লেখ করেনে, "আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কেবলমাত্র আকীদাগত দিকগুলো সংশোধন করাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন এবং আগমনের উদ্দেশ্য নয়। তিনি (আ.) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং কর্মের সংশোধন করাও আবশ্যক আর এজন্যই তিনি এসেছেন। এক বান্দার প্রাতি অপর বান্দার অধিকার আদায় করাও একটি উদ্দেশ্য। আর এসব কিছুই আমলের ওপর নির্ভর করছে। নেক কর্ম করার মাধ্যমে খোদা তা'লার অধিকারও আদায় হয় এবং বান্দার অধিকারও আদায় হয়। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেছেন, স্মরণ রাখ! বাকপটুতা এবং চাপাবাজি কোন কাজে আসবে না। যতক্ষণ না আমল করা হয়।

আরো একস্থানে বলেন, 'নিজের ঈমানকে পরিমাপ করো। ঈমানের অলঙ্কার হলো আমল। যদি মানুষের আমলের অবস্থা সঠিক না হয় তবে ঈমানও অর্জন হবে না।' সুতরাং, আমরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে কার্যকর করতে চাই, তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে চাই তবে তা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা কর্মের সংশোধনের পথে যেগুলো বাধাস্বরূপ সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা করবো। কেননা আমলের সংশোধনের ফলেই অন্যদের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়বে। ফলোশ্রুতিতে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করতে পরিপূর্ণ সাহায্যকারী হবো। ফলে আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমাদের এটি অর্জন করতে হলে কি করা উচিত? কেননা আমলের সংশোধন আমাদের বিজয় লাভের একটি বড় অস্ত্রও বটে। আমাদের সংশোধনের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে সেই শক্তি সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আমরা অন্যদের সংশোধনও করতে পারবো।"

তাই আমাদেরকে প্রথমে নিজ কর্মের সংশোধন করতে হবে, আমরা যদি নিজেকে পবিত্র করতে পারি তাহলে অন্য লোকেরা অবশ্যই আমাদের দিকে ঝুকবে। আমাদের নিজেদেরই আমল যদি ভালো না হয় তাহলে কিভাবে আমরা অন্যকে ভালোর দিকে আহ্বান করতে পারি? আমি নিজে যদি পর্দা না করে চলি বা ইসলামিক নিয়ম মাফিক না চলি তাহলে আমি কিভাবে অন্যকে ভালোর দিকে আহ্বান করবো?

তাই প্রথমে নিজেকে বদলাতে হবে এবং নিজকে পাক পবিত্র করতে হবে। এছাড়া মুখে আমি যতই ভালো কথা বা উপদেশ দেই না কেন তা কখনই অন্যের ওপর প্রভাব পরতে পারে না, যতক্ষণ না আমার ভিতর বাহির এক হবে। এ জন্য আসুন, আমরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে যে অঙ্গীকার করেছি তা বাস্তবায়ন করি আর এতেই সকল কল্যাণ নিহিত। যেমন আমরা অঙ্গীকার করেছি- "মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকব। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, এর শিকারে পরিণত হব না।

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়ব, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ব, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করব ও এস্তেগফার পড়ব, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করব"। আসুন! আমরা আমাদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করি আর যুগ খলীফার জুমুআর খুতবা সরাসরি শুনে তার ওপর আমল করি। আমরা যদি শুধুমাত্র যুগ খলীফার খুতবার ওপর আমল করে চলি তাহলেই পরিবার, সমাজ, দেশ ও সমগ্র বিশ্ব হতে পারে স্বর্গময়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সত্তিকারের আহমদী হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"পবিত্র রমযান থেকে কল্যাণ লাভের উপায়।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জুন, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ঈদ শুধু আনন্দ নয় বরং ইবাদত।

২। ইসলামে পবিত্র হজ্বের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ২৩/০৫/২০১৪ তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে তবলীগি আশারা উপলক্ষে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সালেহ আহমদ ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আখাউড়া। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ ভূইয়া, কায়েদ, ক্রোড়া, নযম পাঠ করেন জনাব নঈম আহমদ। মহানবী (সা.)-এর জীবনের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব মারুফুর রহমান (সান্টু), সাবেক কায়েদ, সম্মানিত অতিথি জনাব আলমগীর কলিন। এতে আগত জেরে তবলীগ ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এজাজ আহমদ

শ্যামপুরে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত

গত ২০/০২/২০১৪ শ্যামপুরে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আবু সালেহ্ আহমদ। এরপর উর্দু নযম পাঠ করেন মিতুল আহমদ এবং বাংলা নযম পাঠ করেন গোলজার হোসেন। বক্তৃতাপর্বে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আব্দুল খালেক, মৌ. আব্দুর রহমান, আলহাজ্জ মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম এবং জিল্লুর রহমান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৫ জন উপিস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ

দোয়ার আবেদন

আমার ছোট ভাই 'আব্দুস সালাম' কানাডা প্রবাসী, দীর্ঘ দিন যাবৎ ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার পূর্ণ আরোগ্য ও সুস্থ্যতার জন্য সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী

ওয়াসীমুস সালাম,
কানাডা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার ৮ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনায় গত ১৩ মে, ২০১৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে বিকাল ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত ৮ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন দারুল ফযলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার আমীর জনাব আব্দুর রাজ্জাক। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। অত:পর নযম পরিবেশন করেন জনাব আমীর হামযা আল মেহেদী। কেন্দ্রীয় কর্মসূচী মোতাবেক উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে ওসীয়তের গুরুত্ব এবং ওসীয়্যতকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করেন। আল ওসীয়্যত পুস্তক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ওসীয়্যতকারীদেরকে যে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, তা উল্লেখ করে সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করার বিষয়ে নসিহত করেন। উদ্বোধনী ভাষণের পর খুলনা জামা'তে ওসীয়্যত বিভাগের এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর রিপোর্ট পেশ করা হয়। এরপর মুসী ও মুসীয়াদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন ওয়াকেফীনে জিন্দেগী জনাব শামসুর রহমান এবং মওলানা খুরশিদ আলম।

দুপুরের খাওয়া ও নামায যোহরের পর বেলা ২-৩০ মিনিট হতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর আলোচনা করা হয় এবং আল ওসীয়্যত পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন শর্ত ও বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে উপস্থিত মুসী ও মসীয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। পরিশেষে ওসীয়্যত সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষণের বিষয়ে পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণের অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদান করেন ওসীয়্যতকারীগণ। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে খুলনা জামা'তের বর্তমান ৪৫ জন ওসীয়্যতকারীর মধ্যে ৩৭ জন ওসীয়্যতকারীসহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন, এ, শাহীন আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার মুসীয়ান সম্মেলন উদযাপন

গত ১৩ই মে ২০১৪ইং রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। এরপর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি উপস্থিত মুসীয়ানদের স্বাগত জানান এবং জামা'তের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি হুযূর (আই.) এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবন-যাপন এবং মুসীয়ান বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

এরপর ওসীয়্যত দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জনাব সাবের আহমদ, সহকারী সেক্রেটরী ওসীয়্যত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। রিপোর্টে তিন বছরের চাঁদা আদায় সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেন।

এরপর একজন মুসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোর্শেদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত। এরপর 'নেযামে ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও আমাদের কর্তব্য'-এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনায় কিভাবে ওসীয়্যত ব্যবস্থা কায়েম করেন তিনি বিস্তারিতভাবে তা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ বিতরণ করে সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টি করতে আগ্রহী, তাদের ওসীয়্যত ব্যবস্থার অধীনে আসা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। এতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি ওসীয়্যতকারীরা যাতে তাঁদের আয় অনুসারে চাঁদা প্রদান করেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রখার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানান। পরে তিনি সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে ঢাকা জামা'তে মোট ৩৯৮ জন মুসীয়ান রয়েছেন। তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষসহ সম্মেলনে ১৫১ জন উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্বে ৪ এপ্রিল তারিখে মাদারটেক হালকায় আরও একটি মুসীয়ান সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এ সম্মেলনে ৬০ জন মুসীয়ান উপস্থিত ছিলেন। দুই সম্মেলনে মোট উপস্থিত ছিলেন ২১১ জন মুসীয়ান।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কর্মতৎপরতা-

আতফাল ও পিতামাতা দিবস উদযাপন

বিগত ১৭ই মার্চ ২০১৪ তারিখ রোজ সোমবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে আতফাল দিবস-২০১৪ এবং পিতামাতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত দিন সকাল ১১টায় উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম এবং কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম। এরপর আতফালুল আহমীয়ার আহাদ পাঠ করান কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম। এরপর বক্তব্য পেশ করেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম এবং কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম। এরপর দিন ব্যাপী আতফালদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগীতা এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখা হয়। বিকাল ৫.৩০ মিনিট হতে পিতামাতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম। প্রথমে কুরআন তেলওয়াত করেন মাষ্টার আমীর আহমদ এবং নযম পেশ করেন মাষ্টার রাইয়ান আহমদ। সন্তানদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্বের ওপর বক্তব্য পেশ করেন জনাব এ.এম মঈন আল হোসাইনী, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম। পিতামাতাদের প্রতি সন্তানদের করণী ও দায়িত্বের ওপর বক্তব্য পেশ করেন মাষ্টার আরবার আহমদ। এরপর বক্তব্য রাখেন জনাব মাসুদুর রহমান, জেলা কায়েদ-চট্টগ্রাম জেলা এবং মোহতরম মোনেম বিল্লাহ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম। এরপর সমাপনী বক্তব্য রাখেন জনাব সাহাবউদ্দিন সিহাব, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম। সর্বশেষ পুরষ্কার বিতরণী অনষ্ঠান হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে মোট ৩৭ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

মসীহ্ মাওউদ দিবস

গত ২৬.০৩.১৪ তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্দ্যোগে মসজিদ বায়তুল বাসেতে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব সাহাবউদ্দিন সিহাব, কায়েদ-মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব নুর উল্লাহ জিহাদ এবং নযম পেশ করেন জনাব আলাউদ্দিন মেজবাহ। এরপর ***'মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মান্য করার গুরুত্ব'***-এর ওপর বক্তৃতা রাখেন জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্জা এবং ***'মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস কি এবং কেন আমরা তা পালন করি'*** এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব সৈয়দ মাহমুদুল এহসান। ***'মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ'*** এর ওপর আলোকপাত করেন মওলানা জাফর আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা এবং জনাব আরিফ উজ জামান, নায়েব যয়ীমে আলা, আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম। সর্বশেষ সভাপতি সাহেবের বক্তৃতা এবং দোয়ার মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের কার্যক্রম পরিসমাপ্তি হয়। এতে খোদ্দাম ৩৮, আনসার ১১, আতফাল ১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

পতেঙ্গা হালকায় মসীহ্ মাওউদ দিবস

গত ১৪.০৪.১৪ রোজ সোমবার সকাল ১০টা হতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে চট্টগ্রামস্থ পতেঙ্গা হালকায় ***মসীহ্ মাওউদ দিবস*** পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব সাহাবউদ্দিন সিহাব, কায়েদ, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব আব্দুল মান্নান এবং নযম পেশ করেন জনাব আলাউদ্দিন মেজবাহ। এরপর ***'ইমাম মাহদী (আ.) কে মান্য করার গুরুত্ব'***-এর ওপর বক্তৃতা রাখেন জনাব আব্দুল মান্নান। ***'আমাদের শিক্ষা'*** পুস্তকের আলোকে আলোচনা করেন জনাব জহির উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট-পতেঙ্গা হালকা। এরপর ***'আহমদী হয়ে আমি কি পেলাম'*** এ বিষয়ের ওপর নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায় বাংলা নযম পেশ করেন জনাব মুজাহিদ আলম। ***'মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের গুরুত্ব এবং সত্যতার প্রমাণ'*** এর ওপর আলোকপাত করেন মওলানা জাফর আহমদ। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জনাব আহমদ দাউদ-নায়েব কায়েদ-১ এবং জনাব আকবর খান। সর্বশেষ সভাপতি সাহেবের বক্তৃতা এবং দোয়ার মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের কার্যক্রম পরিসমাপ্তি হয়। এতে খোদ্দাম ৩৫, আনসার ০৬, আতফাল ০৫ জন এবং ০৫ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের পর খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে উপস্থিতিদের সাথে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। এতে ৫জন জেরে তবলীগ সহ মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাযেম তালীম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার আতফাল দিবস পালিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে ২ মে, ২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার আতফাল দিবস উদযাপন করা হয়।

উক্ত আতফাল দিবসের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জনাব জুয়েল আহমদ, জেলা কায়েদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মওলানা সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ, জনাব এজাজ আহমদ, কায়েদ, ক্রোড়া, জনাব মারুফুর রহমান সান্টু, সাবেক কায়েদ এবং মৌ. আব্দুল হাকীম, মোয়াল্লেম। পুরস্কার বিতরণ, সভাপতির বক্তৃতা ও আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন আতফাল, খোদ্দাম ৮ জন, ৭ জন আনসারসহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এজাজ আহমদ

কুটির হাটে খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/২০১৪ বাদ যোহর স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদ ভূইয়া, নযম পাঠ করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। তারপর বক্তৃতা করেন খেলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে জনাব ফখরুল আলম। খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন জনাব সাইফুল ইসলাম। খেলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, ফাজিলপুর। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

ক্রোড়ায় খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন, প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব নাবিদ ভূইয়া এবং জনাব তৌফিক আহমদ ভূইয়া। তারপর খেলাফত দিবসের তাৎপর্য এবং ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব, কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী (মন্টু) জনাব শরীফ আহমদ ভূইয়া, জনাব জাকির হোসেন ভূইয়া, জনাব এনামুল হক, জনাব আসাদুজ্জামান ভূইয়া এবং মৌ. আব্দুল হাকিম। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করার পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত দিবসে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক

কৃষ্ণনগরে খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কৃষ্ণনগর মসজিদে বাদ মাগরীব স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাষ্টার সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রাশেদুল ইসলাম, নযম পাঠ করেন জনাব নাজমুল হাসান। বক্তৃতা করেন খেলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে জনাব রাশেদুল ইসলাম, জনাব শাজাহান মাতবর, জনাব আক্কাস আলী মোল্লা এবং মৌ. মাহমুদুল হাসান মিনহাজ।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদুল হাসান মিনহাজ

ফতুল্লায় খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/২০১৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লার উদ্যোগে মসজিদ নূরে মহান খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লা, জনাব আবুল হাসেম বীর প্রতীক।

এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফরিদ আহমদ এবং নযম উর্দু ও বাংলা যথাক্রমে পাঠ করেন মুহাম্মদ তারিফ হোসেন ও মাসুদ আহমদ মামুন। খিলাফত দিবসের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা দেন জনাব আবু নাসের, জেনারেল সেক্রেটারী, ফতুল্লা। জনাব কাজী মোবশ্বের আহমদ, সেক্রেটারী তালীম তরবিয়ত এবং মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম, ফতুল্লা।

সবশেষে সভাপতি সাহেব এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২৩ মে, ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) সূরা আলে ইমরানের ১৪৬ থেকে ১৪৯ এবং ১৭১ ও ১৭২ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন এবং এর অনুবাদ পড়ে শোনান। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এমন নিবেদিতপ্রাণ একটি জামাত দান করেছেন যে, তারা কুরবানীর মর্ম ও ত্যাগের মহিমা বুঝে। এক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের তুলনা বিশ্বের অন্যত্র পাওয়া ভার।

শুধুমাত্র ধর্মের জন্য আর খোদার ভালবাসা লাভের বাসনায় অর্থ, সময়, মান-সম্মান বা প্রাণ উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত আজ আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত অন্য কারো মাঝে নেই।

কিন্তু আমাদের ভেতর কিছু এমন লোকও আছে যারা জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে এমন কথা বলে বসেন যে, পরীক্ষার যুগ এত দীর্ঘতর হচ্ছে কেন? এটি কোন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। বিপদের সময় খোদার সাহায্য কবে আসবে–এই ধ্বনি উচ্চারণে বারণ নেই, কিন্তু নিরাশ হওয়া যাবে না, বরং খোদার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে–এই বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। পাকিস্তানে আহমদীদের ওপর যুলম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা দোয়ার পাশাপাশি বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করছি। কিন্তু আমাদের মূল ভরসা হলেন একমাত্র আল্লাহ্। বিরোধিতা হচ্ছে, আহমদীদের জীবন বিপন্ন, কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহ্ বিশ্বের ২০৪টি দেশে আমাদের প্রতিনিয়ত উন্নতিও দিচ্ছেন। কাজেই, খোদার প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাসীদের পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে, আর সাহায্যের জন্য কেবলমাত্র তাঁরই দরবারে প্রার্থনা করতে হবে।

মনে রাখবেন, জাগতিক কোন সাহায্যই নিঃস্বার্থ নয়। তারা কোন সাহায্য করলে এর বিনিময়ও চাইবে। সীমার ভেতর থেকে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারে কোন নিষেধ নেই, কিন্তু আমাদের কোন জাগতিক সরকার বা মানবাধিকার সংগঠনের কাছে সাহায্য প্রত্যাশা না করে খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐশী সাহায্য লাভের বাসনা রাখা উচিত। এমন বিশ্বাস রাখা বাঞ্ছনীয়, যার ফলে খোদার সাহায্য ত্বরান্বিত হয়।

আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীরা এই বিশ্বাসে বলীয়ান। এমনকি যারা নবাগত, তারাও নিজ বিশ্বাসে অটল ও অবিচল। বিরোধিতার কথা জেনেও আজ অনেকে বয়আত করছেন এবং অবিচলতার এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করছেন যা মূলতঃ সত্যিকার বিশ্বাসীদেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য।

হুযূর বলেন, লোকদের জানাতে হবে, **আজ আহমদীদের ওপর যেসব যুলুম ও নির্যাতন হচ্ছে, বিশ্ববাসী যদি সম্মিলিতভাবে এটি যদি বন্ধ করার চেষ্টা না করে, তাহলে অচিরেই এটি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, আর কোন মানুষ এর হাত থেকে রক্ষা পাবে না।**

আমরা ঐশী-শক্তিতে বিশ্বাসী। তাই কোন জাগতিক লোক বা সংগঠনের মত অত্যাচারের প্রতিশোধে নির্যাতন চালানোর প্রথায় আমরা বিশ্বাস রাখি না। কেননা আমরা জানি, সকল ধর্মের অনুসারীকেই বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মক্কায় ১৩বছর নির্যাতন সহ্য করেছেন। অবরুদ্ধ থাকার কারণে প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছেন। তায়েফের ময়দানে রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন। হিজরতের পর যুদ্ধ-বিগ্রহ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানব-দরদী এই রসূল দুষ্টদের শাস্তির পরিবর্তে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছেন। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহাবীরাও ত্যাগের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আজ সেই নবীর নিবেদিতপ্রাণ দাস এবং তাঁর প্রতিবিম্ব হিসেবে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও তাঁর জামাতেরও সূচনা লগ্ন থেকেই বিরোধিতা শুরু হয়েছে আর এখনও হচ্ছে। কিন্তু এসব বিরোধিতা এবং যুলুম-নির্যাতন জামাতের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারেনি, বরং নিত্য-নতুনভাবে জামা'ত বিশ্বময় উন্নতি করে চলছে আর করতেই থাকবে। কেননা, আমাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

খুতবার শেষদিকে হুযূর বলেন, ত্যাগের ধারাবাহিকতায় গত ১৬ই মে, ২০১৪ তারিখে পাকিস্তানের শেখুপুরার একটি থানা হাজতে রসূল অবমাননার দায়ে অন্যায়ভাবে আটককৃত আমাদের নিষ্ঠাবান আহমদী জনাব খলীল আহমদ সাহেবকে নির্দয়ভাবে গুলি করে শহীদ করা হয়। হুযূর তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠবান, বিশ্বস্ত ও অনন্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। শোকসন্তপ্তদের মাঝে তিনি স্ত্রী ছাড়াও ২জন মেয়ে ও ২জন ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যের সঙ্গে বিরাজমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার তৌফিক দিন। হুযূর (আই.) নামাযান্তে শহীদের গায়েবানা জানাযা পড়ান।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের সেবামূলক কর্মকান্ড

যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সর্বকালের সবচেয়ে উষ্ণতম শীতকালে উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহরূপে আঘাত হেনেছিল সাম্প্রতিক সময়ের প্রলয়ংকারী বন্যা। এতে National Services সহ রেল যোগাযোগ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। এ সময় ব্রিটেনের Somerset Valley এবং Thames অঞ্চলের ৫০০০ ঘরবাড়ী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়।

বন্যার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্য সর্বপ্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা বিভিন্নভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করে। লন্ডন হতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত Staines-upon-Thames এ এমনই একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণ এ সময় লন্ডনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে Somerset Valley তে পৌঁছে এবং এক সপ্তাহ ব্যাপী ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ এবং বালুর বস্তা দিয়ে বন্যার পানি প্রতিরোধের কাজে অংশ গ্রহণ করে।

১৬ বছর বয়সী জাফর আহমদও একজন সেচ্ছাসেবক। তিনি এসময় টানা ৪ দিন ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণের কাজ করেছেন, তিনি ১ মিলিয়ন দর্শকের চ্যানেল ITV Daybreak অনুষ্ঠানে মানবহিতৈষী কর্মকান্ডের পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এই অ্যাওয়ার্ড হিসাবে তিনি ব্যবসায়ী Sir Richard Branson এর তরফ থেকে ৫ হাজার পাউন্ডের একটি চেক গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পুরস্কারের পুরো অর্থই বন্যা-দুর্গতদের সেবায় দান করা হয়। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনও তার এক বক্তব্যে এমন তরুণ সেচ্ছাসেবকের কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি জাফর আহমদকে তার অনবদ্য মানবহিতৈষী কর্মকান্ডের জন্য ১০ Downing Street এ Point of Light অ্যাওয়ার্ড নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী একটি সভায় তার বক্তৃতায় বলেন, "জাফর তার অনবদ্য সেবার মাধ্যমে মানবসেবার দৃঢ় এক অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। সে কাজ শেষ না করা পর্যন্ত হাল ছাড়েনি, কিংবা দীর্ঘক্ষণ কাজ করেও সে পিছু হটে যায়নি। আর এজন্য অভিনন্দন জানানোর মানসে আমি জাফরকে Point of Light হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাই"। প্রধানমন্ত্রীর এমন স্বীকৃতি মুলতঃ একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই কেবল আর্ত-মানবতার সেবা ও সাহায্যের জন্য কাজ করে থাকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফিজীর সিরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে গত ১৩ই জানুয়ারী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফিজী একটি সিরাতুন নবী (সা.) জলসা আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাতু এপিলী নাইলাটিকাউ। গত ১৩ই জানুয়ারি, ফিজীর ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ ফজলুল্লাহ্ তারেক সাহেব ন্যাশনাল আমেলার কয়েকজন সদস্য সহ রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে উক্ত অনুষ্ঠানস্থলে স্বাগত জানান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা আয়োজন উপলক্ষে জামা'তকে মোবারকবাদ দেন আর বিশেষভাবে ফিজীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহমদীয়া জামাতের ভূমিকা ও শিক্ষামালার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমীর সাহেব মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে 'পবিত্র কুরআন ও মহানবীর জীবন চরিত' বইটি উপহার প্রদান করেন।

জলসায় মোট পাঁচশতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন, আর এদের মধ্যে ২৭৫জন ছিলেন অতিথি। আর এতে ১৩টি দেশের রাষ্টদূতও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন ওয়েব সাইটেও এই অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কৃপায় বহির্বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়া জামা'তের সংবাদ পৌঁছেছে।

হল্যান্ড-এ রাজা দিবস উপলক্ষে তবলিগী কর্মকান্ড

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে জামা'তে আহমদীয়া হল্যান্ড, প্রতি বছর যেমন রাণী দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে তবলিগী বুকস্টল লাগিয়ে আসছিল, তেমনিভাবে এ বছরই প্রথম গত ২৬ এপ্রিল তারিখে রাণী দিবসের পরিবর্তে হল্যান্ডে রাজা দিবস উদযাপন করা শুরু হয়।

হল্যান্ড এর জাতীয় আনন্দ উৎসবের এই দিবসটিতে স্টল লাগিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত লোকেরা তাদের পুরোনো ব্যবহারিক দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করার চেষ্টা করে থাকে।

এই দিনটিতে তাই দেশের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ও ইসলামের সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাকে সমগ্র হল্যান্ড বাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে জামা'ত আহমদীয়ার সদস্যরাও দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে বুক-স্টলের আয়োজন করে। আর সেই সত্যিকার ইসলামী রূহানী সম্পদ যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন, তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।

এই সময় বুক স্টলগুলোর মাধ্যমে সত্যের সন্ধানী বহু লোকের কাছে ইসলামের সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষা সম্বলিত সংবাদ ও আমাদের জামা'তের বিভিন্ন ওয়েব সাইট সমূহ সহ যোগাযোগ করার ঠিকানা সবার কাছে পৌঁছানো হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা ঐ সমস্ত বন্ধুদের অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন যারা যে কোনো ভাবেই হউক না কেন এই সমস্ত বুকস্টল গুলো লাগানোর জন্য কাজ করেছেন।

গাম্বিয়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কার্যক্রম

গত ১৬ই মার্চ হিউম্যানিটি ফার্স্ট 'এ্যাপ্রিনভমী' জেলার 'মালিক নানা' গ্রামে আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণে যেসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সাহায্য করেছে। ১লা মার্চ আগুন লাগার কারণে ৩৮জনের অধিক মানুষ একেবারেই সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন সহ ঘরের সবকিছুই আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। চরম বিপদের মুহূর্তে রীতি অনুসারে ও দায়িত্ব পালনার্থে কোন বাছ-বিচার ছাড়াই ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে হিউম্যানিটি ফার্স্ট সাহায্য করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রধান আলহাজ্ব গড়সড়ফড় ঈযধঃঃু ঈযধস ড়ভ ওঁৎঁহশঁ। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সাহায্য বিতরণ করেন। এরমধ্যে ছিল ১১ বস্তা চাল, পেঁয়াজ, রান্নার তেল, ৫ বস্তা পুরোন কাপড় এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র। সম্মানিত সভাপতি সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। এছাড়া গ্রাম্য প্রধানও হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রশংসা করেন এবং গাম্বিয়ার আমীর সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই সাহায্য পেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আনন্দ ছিল সীমাহীন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট, গাম্বিয়া শাখার প্রধান মানবসেবার এই ধারা যে কোন মূল্যে বজায় রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।"

(খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

৩৯তম জলসা সালানা-জার্মানি (১৩-১৫ জুন, ২০১৪) অনুষ্ঠান সূচী:

Day 1: Friday, 13 June 2014

13.45 Flag hoisting by the world wide Head of AMJ Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Massih V aba

হুযূর (আই.) প্রদত্ব জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা

14.00 Friday Sermon and Prayers by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Massih V aba

(The Jalsa Salana will be opened with the Friday Sermon)

জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা থেকে

First Session

17.00 Recitation from the Holy Quran with Urdu & German translation

17.15 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

17.25 Speech in Urdu: "The importance of attributes of God in our lives" by Maulana Shamshad Ahmad Qamar, Director of Jamia Ahmadiyya Germany.

18.05 Speech in German: "Hadhrat Khalifatul Masih V aba : Messenger of peace in the world" by Abdullah Uwe Wagishauser, Amir (Head) of AMJ in Germany.

জলসার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা থেকে

Day 2: Saturday, 14 June 2014 First session

10.00 Recitation from Holy Quran

10.15 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

10.20 Speech in Urdu: "Disadvantages of social ills: resentment, hatred, suspicion, etc."

by Maulana Syed Hasan Tahir Bukhari, Regional Imam of AMJ in Germany

10.50 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

10.55 Speech in German: "The Heavens are shackened for the pronouncements of Islam in the light of Instructions from Hazoor-e-Aqdas"

by Herrn Hammad Härter, Add. Secretory Tarbiyat for new converted (Nau Mobaien) in Germany

11.25 Speech in Urdu: "The life of Hadhrat Ali ra" by Maulana Muhammad Ilyas Munir, Regional Imam of AMJ in Germany

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টা

12.00 Address of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Massih V aba in the Jalsa Gah of Women

(This address will be broadcasted from Jalsa Gah of Women)

Program with German quests

15:30 Introduction of Ahmadiyya Muslim Jamaat

হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা

16.00 Address of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Massih V aba (To the German guests of Jalsa Salana)

Second Session

17.30 Recitation from the Holy Quran

17.40 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

17.50 Speech in German: "The Holy Quran and evolution" by Dr. Muhammad Dawood Majoka, Nat. Sec. Umoor e Kharija

18.35 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

18.40 Speech in Urdu: "The importance of Belief in life after death" by Maulana Abdul Awwal, Head Imam in Bangladesh

জলসার তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা

Day 3: Sunday, 15 June 2014 First Session

10.00 Recitation from the Holy Quran

10.15 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

10.25 Speech in Urdu: "Harmonious married life is important for good training of children" by Maulana Muhammad Ashraf Zia, Regional Imam of AMJ in Germany.

10.55 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

11.00 Speech in German: "Why you have to accept the Promised Messiah" by Mr. Hasanat Ahmad, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Germany.

11.30 Recitation of a Nazm (poem) in German

11.40 Speech in Urdu: "Good treatment of non-Muslims by the Holy Prophet Muhammad saw" by Maulana Haider Ali Zafar, Head Imam of AMJ in Germany

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা

Concluding Session

16.00 Zohr and Asr prayer

16.15 Recitation from the Holy Quran

16.30 Recitation of a Nazm (poem) in Urdu

16.45 Prize distribution of Certificates to the outstanding Students by Hadhrat Khalifatul Massih V aba

হুযূর (আই.)-এর সমাপনি বক্তৃতা ও দোয়া বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা

17.00 Concluding Address of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Massih V aba

Silent Prayer (Dua) and farewell

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

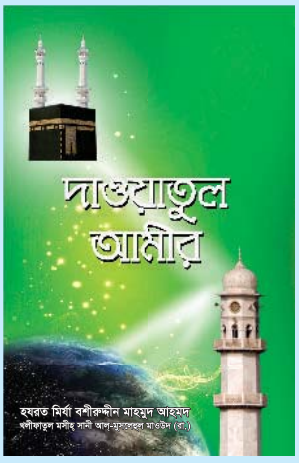

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

New Vol. No. 76 | 23th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th June, 2014 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com